

श्रिवित विवा



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 34 Issue ● 4 February, 2022, Friday ● ২১ মাঘ, ১৪২৮, শুক্রবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

ভেঙে গেলো সীমানার বাধা

ফেব্রুয়ারি।। ভারত ও ভূমিকা নিচ্ছে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মুনসি-সহ প্রতিনিধিদল। ধলাই

সীমান্ত হাটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নাম-গোত্ৰহীন

রিপোর্ট প্রকাশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।।

দফতরের নাম নেই। ফাইল নম্বর

নেই। কতগুলো তথ্য সাজিয়ে

আপলোড করে দেওয়া হয়েছে

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ওই

স্ট্যাটাস রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে

২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত যে সকল

দফতরের সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন

হয়েছে এর বিস্তারিত রিপোর্ট। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই সময় পর্যন্ত কোন্ কোন্ দফতরের সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে আর কোন্ কোন্ দফতরের রিপোর্ট আপলোড করা হয়েছে তারই কোনও উল্লেখ

করা হয়নি। যে কারণে সোশ্যাল

অডিট সম্পন্ন হলেও দাফতরিক

রিপোর্ট নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

একজন অবসরপ্রাপ্ত টিসিএস

আধিকারিক যিনি চাকরি জীবনে

বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব

সামলেছেন সোশ্যাল অডিটের

অধিকর্তা হিসেবে তিনি কিভাবে

এমন রিপোর্ট আপলোড করতে

পারেন, যা কার্যত চূড়ান্ত অবহেলা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৩ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কুমার দেব। এদিনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী হাদ্যতা বাণিজ্যিক প্রসারেও অগ্রণী বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী টিপু

এই হাট খোলা থাকবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ভারতের দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও

পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবেও

ইকোনমিক জোন, মৈত্রী সেতু, আখাউড়া হয়ে রেল সংযোগ সহ আগামীদিনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগাযোগ এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে যা দুই রাষ্ট্রের সমৃদ্ধিতেই অগ্রণী ভূমিকা নেবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৮টি সীমান্ত হাট নির্মাণের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিলো। এরমধ্যে ২টি সক্রিয় রয়েছে এবং আরও ২টি সীমান্ত হাট চালুর প্রক্রিয়া চলছে। দুই রাষ্ট্র একত্রিতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ক্রম অগ্রসরমান। এরই ফলশ্রুতিতে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সম্প্রতি বিশেষ এসেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বাণিজ্যিক রপ্তানির পরিমাণ। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে যেখানে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হয়ে হলদিয়া বন্দরে পৌঁছাতে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়, সেখানে মৈত্রী সেতু উন্মোচিত হলে প্রায় ৬৭ কিলোমিটার হয়ে যাবে সড়ক পথের দৈর্ঘ্য। যা সময় লাঘবের

ইকনিমিক্যালি উইকার সেকশন(ইডরুএস) সেকশনের বলে মেডিক্যাল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি'র (

চলে গেলেন মধুরূপা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা,৩ ফেব্রুয়ারি।।** অসময়ে ঝেরে গেলেন উদীয়মান ফটোগ্রাফার, কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী মধুরূপা ভট্টাচার্য। তিনি ক্যান্সারে



আক্রান্ত ছিলেন। ২০১৮ সালে ক্যান্সার ধরা পড়ে, তারপর দীর্ঘদিন মুস্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার হসপিটালে রেখে কেমো থ্যারাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা করানো হয়। বছর দুই পরে আবার এরপর দুইয়ের পাতায়

জেলার অন্তর্গত কমলপুর আন্তর্জাতিক জলপথ, ট্রেন-সহ বিভিন্ন মাধ্যম, বাণিজ্যিক অগ্রগতি ও শিল্প সম্ভাবনার বিকাশে সহায়ক। (ভারত)-কুরমাঘাট (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় দই মরাছড়ায় ৬.৮৫ কানি জমিতে এই সীমান্ত হাটটি নির্মিত হবে। এই দেশের সুপ্রাচীন মৈত্রীর সম্পর্ক প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৫.৩০ বাণিজ্যিক অগ্রগতিতে বিশেষ কোটি টাকা। সপ্তাহের প্রত্যেক মঙ্গলবার ভারতীয় সময় অনুসারে

উচ্চ আদালতের নির্দেশ, নোটিফিকেশন জেলাশাসকের

ওয়েবসাইটে। এই তথ্য কোন্ দফতরের রিপোর্ট, কত নম্বর আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। জেলাশাসক ডা. সন্দীপ মাহাত্মে ফাইলে তা অনুমোদিত হয়েছে মাননীয় উচ্চ আদালতের রায় তারও উল্লেখ নেই। ফলে গত ৩১ জানুয়ারি তারিখে সোশ্যাল অডিটের ওয়েবসাইটে চলতি মাসেরই ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত যে তথ্য আপলোড করা হয়েছে তা দেখেই সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক

তারিখ তদানিন্তন জেলাশাসকের

পরিবহণ দফতর— এই ত্রয়ীর যোগে ব্যর্থতার মুখ নোটিফিকেশনটি। নোটিফিকেশনে স্পস্ট বলা হয়েছিল--- মাননীয় উচ্চ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক শহরে ৩৬টি জায়গায় গাডি পার্কিং করা যাবে। মাননীয় উচ্চ আদালত কোর্ট অর্ডার নাম্বার ডব্লিউপি(সি) (পিঅাইএল)০৭/২০১৯ মোতাবেক এই আদেশও দিয়েছিলেন, শহরের ২২টি জায়গায় গাড়ি পার্কিং করা যাবে না। মাননীয় উচ্চ আদালত ২০১৯ সালের জুলাই মাসের ২২ তারিখ সরকারকে নির্দেশ দিয়ে বিষয়টি জ্ঞাত করেন। মাননীয় উচ্চ আদলতের নির্দেশটির ঠিক দু'দিনের মাথায়, অর্থাৎ সে বছর জ্লাই মাসের ২৪ তারিখ জেলাশাসক ডা. সন্দীপ মহাত্মে

পুর নিগম কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্যের

২০১৯ সালের জুলাই মাসের ২৪

স্বাক্ষরিত নোটিফিকেশন।

পশ্চিম জেলাশাসক কার্যালয়ের ইনকামবেন্সি বোর্ডে কয়েকজন জেলাশাসকের নাম যোগ হলেও, সেই নোটিফিকেশনটির একটি আদেশও পালন করা হয়নি। পশ্চিম জেলাশাসক কার্যালয়ের

মেডিক্যাল মেধা তালিকা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ন্যাশনাল ইলিজিবিলিটি টেস্ট কাম এন্ট্রান্স টেস্ট(এনইইটি না নীট)-র রাজ্যের তালিকা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন কয়েকজন পরীক্ষার্থী। তাদের অভিযোগ, পরীক্ষার সময় অসংরক্ষিত (ইউআর) পরীক্ষার্থী হিসেবে বসেছেন, এমন কয়েকজনকে মেধা তালিকায় দেখানো হয়েছে। তাদের বক্তব্য, পরবর্তী সময়ে এভাবে অবস্থান পাল্টানোর কোনও নিয়ম নেই, রাজ্যের মেডিক্যাল এডুকেশন'র ওয়েবসাইটেও তেমন কোনও নিয়মের কথা উল্লেখ নেই। রাজ্যের এডু কেশন'র ডিরেক্টরকে বৃহস্পতিবার চিঠি দিয়েছেন ইডরুএস বিভাগের কয়েকজন প্রার্থী। তারা লিখেছেন যে, ২০২১ সালের নীট ইজি'র এনটিএ) মেধা তালিকায় কিছু পরীক্ষার্থী আগে অসংরক্ষিত বিভাগের হয়ে নথিভুক্ত হয়েছিলেন, আর মেডিক্যাল এডুকেশন'র প্রকাশিত তালিকায় এরপর দুইয়ের পাতায়

ভূমিকা নিচ্ছে। বাংলাদেশ হয়ে আন্তর্জাতিক জলপথ, স্পেশাল এরপর দুইয়ের পাতায়

নিগম এলাকায় 'পার্কিং জোন' চূড়ান্ত প্রশাসনিক ব্যর্থতায় ডুবে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তদানিস্তন পশ্চিম জেলার জুডিশিয়াল সেকশন, আগরতলা

উনার কার্যালয়ের 'জুডিশিয়াল

নোটিফিকেশন জারি করেছিলেন।

সেইদিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত,

থেকে

মানতে বুঝি দুই বছরের বেশি সময় লেগে যায় পশ্চিম জেলা প্রশাসনের ? আগরতলা পুর নিগম এবং পশ্চিম জেলার পুলিশ প্রশাসনেরও একই সময় লাগে? পশ্চিম জেলা শাসকের জুডিশিয়াল সেকশন সব জেনেও চুপচাপ? আগরতলা পুর নিগম এলাকার মোট ৩৬টি জায়গায় গাডি পার্কিং করা যাবে এবং ২২টি জায়গায় করা যাবে না নিয়ে মাননীয় উচ্চ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক, তদানিস্তন পশ্চিম জেলাশাসক একটি নোটিফিকেশন জারি করেছিলেন। নোটিফিকেশনটি কাগুজে নির্দেশ হয়ে পড়ে আছে। কে দায়ী এর জন্য ? কার দায়িত্বের অবহেলার জন্য ভুগছেন

শহরবাসী ? এই প্রশ্নগুলো এখন উঠতে আরম্ভ করেছে। ২০১৯ সাল। জুলাই মাসের ২৪ তারিখ।

আগর তলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।।

আগামীদিনে তার এবং তার অনুগামীদের রোডম্যাপ কি হবে, তা বৃহস্পতিবার বিধায়ক আবাসে বাছাই করা কর্মীদের নিয়ে বৈঠক নির্ধারণ করলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। এদিন বিধানসভা ভিত্তিক কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার বৈঠক করলেন একান্ত অনুগত গোটা রাজ্যের বাছাই করা কর্মীদের নিয়ে। তবে আশিস কুমার সাহা ছাড়া অন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে



নিজে

কোনও বিধায়ক ছিলেন না। তবে বিজেপির পুরোনো কয়েকজন নেতাকে এদিনও তার সঙ্গে দেখা

গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ কার্যত বিভিন্নভাবে কার্যত মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে নিশানা

এরপর দুইয়ের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর নাম উচ্চারণ করেননি তিনি। নাম নেননি অন্য কোনও নেতা-মন্ত্রীরও। স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে এদিন কার্যত তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। রাজ্যবাসী যে স্বাস্থ পরিষেবায় বিন্দুমাত্রও খুশি নন, এই কথা জোর গলায় উচ্চারণ করে তিনি বলেন, যারা পরিষেবা দিচ্ছেন তারা যেমন খুশি নন, যারা পরিষেবা নিচ্ছেন তারাও 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

ঃ এখনও আলো দেখার অপেক্ষায়

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বাংলা সাহিত্যের বন্দিত কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর একটি কবিতায় আক্ষেপ করে লিখেছিলেন---'কেউ কথা রাখেনি'। অনেকটা সেই আক্ষেপের সুরেই সচেতন শহরবাসীদের অনেকেই, আগরতলা স্মার্ট সিটির প্রায় ১০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নিয়ে এখন নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। দেশের ১০০টি শহরকে 'স্মার্ট' করার ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার একটি

তারপর থেকে এই প্রকল্পে নানা উল্লেখিত ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, শহরে একটি 'স্মার্ট মাল্টি লেভেল কার পার্কিং' গড়ে তোলা হবে। আনুমানিক ৯১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই পার্কিংটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল স্মার্ট সিটি লিমিটেড কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে শহরের দুটো প্রধান এলাকা বাছাই করার কাজও শেষ হয়ে গিয়েছিল। একটি বটতলা এবং অন্যটি পুরোনো মোটরস্ট্যান্ড। ৭৭০টি করে গাড়ি প্রকল্প এনেছিল। ২০১৬ সালের ৮ রাখা যাবে ওই মাল্টি লেভেল কার নভেম্বর কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ পার্কিং-এ। এমনটাই প্রাথমিক মোতাবেক গঠিত হয়েছিল ধারণা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়,

মাল্টি লেভেল কার পার্কিং-এ যখন পুরোদমে টিআরটিসি'র বেশকিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও খোলা হবে। বটতলা এবং পুরোনো মোটরস্ট্যান্ড এলাকার 'রিসার্ফেসিং অ্যান্ড আপগ্রেডেশন অফ রোডস' করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ঘোষণার পর মাসের পর মাস পেরিয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত স্মার্ট লিমিটেডের তরফে প্রায় ১০০ কোটি টাকার মাল্টি লেভেল কার পার্কিং নিয়ে তেমন কোনও হেলদোল নেই কতৃ পক্ষের। যেভাবে একের পর এক ঘোষণা হয়েছে আগরতলাকে 'স্মার্ট সিটি' বানানোর লক্ষ্যে, তা আদৌ হবে তো? আগরতলা পুর নিগমের বর্তমান মেয়র দীপক মজুমদার

চেয়ারম্যান, তখন তিনি সরজমিনে বটতলার পুরোনো টিআরটিসি স্ট্যান্ডটি ঘুরে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, ওই চত্মরটিকে পার্কিংয়ের জন্য আধুনিকভাবে গড়ে তোলা হবে। তার কিছুই এখন পর্যন্ত হয়নি। একইভাবে মাল্টি লেভেল কার পার্কিংয়ের বিষয়টিও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বরং বলা ভাল, যেখানে মাল্টি লেভেল কার পার্কিং গড়ে তোলার কথা, সেই বটতলা এবং পুরোনো মোটরস্ট্যান্ডে যানজট আরও বেড়েছে। ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রতিদিন ওই দুটো এলাকায় রীতিমত অসহায় এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম কয়েক দিন ধরেই খবরে। এমডি কেলে'র কেলেঙ্কারিতে নিগম আলোচনায়। বৃহস্পতিবারে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত এক নিগম কর্মচারীকে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও গ্রুপ-ডি পদে নিয়মিত না করায়, আদালত না কেন, এই জানতে চেয়ে নোটিশ থেকে জানানো হয় যে অর্থ দফতর তাকে নিয়মিত করার প্রস্তাব সেটা বাতিল হয়ে যায়, এবং গতবছরের জুলাই মাসে আদালত নির্দেশ • এরপর দুইয়ের পাতায়

অবমাননার নোটিশ আগরতলা, ০৩ ফেব্রুয়ারি।। অবমানার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে জারি করেছে। ২০১৯ সালে অনিয়মিত এই কর্মচারীকে নিগম অনুমোদন করেনি। আদালতে

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। সচিবদের জন্য প্রতিটি ৭৮ হাজার টাকা দামের 'ঘুরান্টি' চেয়ারের জন্য প্রস্তাবে মহাকরণের পারচেজ কমিটি জো-হুজুর করে দিয়েছে। অর্থ বিভাগের স্বাক্ষর এলেই বড় বড় আধিকারিকদের সেবায় নিয়োজিত হবে গোদরেজ কোম্পানি'র হেইলো স্যুইভেল চেয়ার। মহাকরণ সূত্রে এই খবর জানা গেছে। সেই সূত্র বলছে সচিব পর্যায়ের আধিকারিকদের জন্য প্রথমে এই চেয়ার কেনার প্রস্তাব গেছে, পরে আরও চেয়ারও কেনা হতে পারে। প্রায় পৌনে এক লাখ টাকা দামের রিভলভিং চেয়ার, চলতি ডাকে 'ঘুরান্টি চেয়ার', আচমকা কেন অফিসারদের জন্য কেনা হচ্ছে, সেটা নিয়ে জব্বর প্রশ্ন উঠেছে। এখন সচিবরা দাঁড়িয়ে কাজ করেন না, ভাল চেয়ারেই বসেন, তন্ন তন্ন করে খুঁজলে কারও

বিমানবন্দরে মণ্ডলের

চাকরি ব্যবসা রমরমা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বিমানবন্দর আছে

বিমানবন্দরের গরিমা নিয়েই। কিন্তু সেই বিমানবন্দরে যেন ভারতীয়

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কোনও কর্তৃত্ব নেই। সবটাই এখন ঠিকেদার নির্ভর।

ঝাডুদার থেকে শুরু করে ম্যানেজার পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক কর্মচারীই

ঠিকেদারদের দ্বারা নিয়োজিত। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মী বলতে

হাতেগোনা। বিমানবন্দরকে আধুনিকতম রাখতে বেসরকারি উদ্যোগই

নাকি সর্বশ্রেষ্ট। এখানে সরকারিয়ানা চলে এলেই বিমানবন্দর মুখ থুবড়ে

পড়বে। এমনটাই বক্তব্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার শীর্ষ কর্তাদের। তবে এবার

বিমানবন্দরের সাফাই কর্মী, পাখি নিধন কর্মী, ইলেকট্রিশিয়ান থেকে শুরু

করে ম্যানেজার কিংবা গ্রাউন্ড স্টাফ সবই এখন ঠিকেদার ভরসা। আর

ঠিক এই জায়গাটিতেই ঠিকেদারদের টুটি টিপে ধরছে মণ্ডল। তাদের

বক্তব্য, এখানে লোক নিতে হলে মণ্ডলের মাধ্যমেই নিতে হবে। মণ্ডলের

সপারিশ ছাড়া কোনও লোকই নেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে প্রথমে গডরাজি

থাকলেও পরে ঝামেলা এড়াতে মণ্ডলের কথাতেই রাজি হয়ে যায়

বহির্রাজ্যের ঠিকেদারি সংস্থা। যারা বিমানবন্দরে লোক সরবরাহের দায়িত্ব

পেয়েছিলো। এরপরই বিমানবন্দরের বিভিন্ন পদে আবেদন করার জন্য

বেকার যুবক/যুবতিদের কাছ থেকে ১০০ টাকা করে নেওয়া হয় বলে

আবেদনকারীদের অভিযোগ। যদিও মণ্ডল কর্তৃপক্ষ ওই ১০০ টাকার

চেয়ারে সামান্য অসুবিধা পাওয়া

যেতে পারে, কারও চেয়ার হয়ত

চেয়ার ভেঙে কারও মাজা ভাঙার কোনও উদাহরণ কেউ দিতে চলে। মহাকরণেও সেরকম পারেননি, তবে কেউ কেউ নানা শারীরিক কারণে সাধারণ চেয়ারে বসতে পছন্দ করেন। হেইলো তত্ত্ব, তথ্য এবং জনে জনে চেয়ার চেয়ার পুরোটাই চামড়ায় মোড়া,

সুন্দর, আবার সারাই ছাড়াই দীর্ঘদিন আসবাব আছে। লোকাল ফর ভোকাল তত্ত্বেও সেটাই খাপ খায়। রেখেও এখন নামী কোম্পানির



হাতলও চামডায় মোডা, সেই চেয়ারে বসে এখন অফিসাররা কাজ করতে পারেন।সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা রাজ্যেই নানারকম চেয়ার বানায়, কেউ বেতের চেয়ার বানায়, কেউ বানায় প্রসেসড রাবার কাঠের

দামী চেয়ার কেনার জন্য উদ্যোগ ব্যাপক কৌতৃহল ও প্রশ্ন তৈরি করেছে। প্রমোশন পেয়ে এক অফিসার গুরুত্বপূর্ণ এক দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। অতিরিক্ত দায়িত্বের 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

রেগার ২০০ কর্মী বেতনহীন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর,৩ ফেব্রুয়ারি।। গত তিন মাস ধরে বেতন হচ্ছে না দুটি বুকের রেগা কর্মীদের। থাম রোজগার সেবক সহ রেগা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বেতন নভেম্বর-ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি এই তিন মাস ধরে আটকে রাখা হয়েছে গোমতী জেলার টেপানিয়া এবং কিল্লা ব্লকে। আর একমাত্র চাকরি নির্ভর এই মানুষগুলোর জীবনে নেমে এসেছে কার্যত অমাবশ্যার অন্ধকার।কারণ, বেতনহীন অবস্থায় পরিবার প্রতিপালন করাই এই মানুষগুলোর কাছে কন্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় দুই শতাধিক কর্মী বেতন না পেয়ে এবার প্রায় না খেয়ে মরার অবস্থা। কিন্তু জেলা প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে একেবারেই উদাসীন। গ্রাম রোজগার সেবক, বিনিময়ে কোনও রসিদ প্রদান করেনি বলে আবেদনকারীদের অভিযোগ। অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কম্পিউটার মোট ৮ হাজার বেকার যুবক/যুবতি বিমানবন্দরে কাজ পাওয়ার জন্য ১০০ টাকা করে ফি দিয়ে আবেদন করেছে। যতদুর 🏽 💿 এরপর দুইয়ের পাতায় 🗎 অপারেটর 🖜 এরপর দুইয়ের পাতায়



পৃষ্ঠা ২

সোজা সাপটা

অন্য খেলা?

চিকিৎসকদের ভাষাতেই বলা হচ্ছে বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে করোনার তৃতীয় ঢেউ চলছে তা ততটা ভয়ঙ্কর নয়। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকদের কথা বা পরামর্শে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারও এবারের করোনাকে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। কিন্তু পান্ডববর্জিত এরাজ্যে করোনায় মৃত্যু নিয়ে একদিকে যেমন জনমনে যথেষ্ট আতঙ্ক কাজ করছে তেমনি অনেকের মনে হচ্ছে, ত্রিপুরায় এভাবে করোনায় মৃত্যু রহস্যজনক। দেখা যাচ্ছে, কোন কোন দিন করোনায় যতজন আক্রান্ত হচ্ছেন তার প্রায় ৯ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। নিশ্চিতভাবে ত্রিপুরার মতো একটি রাজ্যে এই শতাংশ মারাত্মক বা আতঙ্কের। আর এখানেই নানা প্রশ্ন, নানা সন্দেহ এবং অনেকেই রহস্যের গন্ধ খুঁজে পাচ্ছেন। তবে কি করোনায় মৃত্যু নিয়ে কোন গোপন খেলা হচ্ছে বা কোন গভীর ষড়যন্ত্রের খেলা হচ্ছে এরাজ্যে? দেখা যাচ্ছে, (অভিযোগ) রোগীর মৃত্যুর পর নাকি আবিষ্কার হচ্ছে বা রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে যে, তার করোনা হয়েছিল। অভিযোগ, করোনা নিয়ে জিবি হাসপাতালে অন্য খেলা চলছে। সত্য-মিথ্যা জানি না তবে কোন কোন মহলের অভিযোগ, করোনায় মৃত্যু হলে ৫০ হাজার টাকা পাওয়ার সরকারি ঘোষণা কি এরাজ্যে সাধারণ মৃত্যুকে করোনার মৃত্যুতে পরিণত করা হচ্ছে? না সত্যি সত্যি এরাজ্যে করোনা এতটা ভয়ঙ্কর যে একদিনে ৮ জনের মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে। করোনায় এভাবে মৃত্যু নিয়ে রাজ্য সরকারের তদন্ত করা প্রয়োজন। কেননা এভাবে মৃত্যু যখন বাড়ছে তখন রাজ্য সরকার প্রায় সমস্ত বিধি-নিষেধ তুলে দিয়েছে। তাই জনমনে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে তা দূর করতে এবং সঠিক কারণ খুঁজে বের করতে দরকার তদন্ত।

যুবকদের সঠিক দিশায়

• সাতের পাতার পর পরিকাঠামোকে উন্নত করে, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে খেলোয়াডদের বের করে এনে তাদের জাতীয় স্তরে পৌছে দেওয়াই হল সরকারের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। একে সামনে রেখে ক্রিকেট, ফুটবল, জিমনাস্টিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, যুবকদের খেলাধুলার সাথে যুক্ত করে সঠিক দিশায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খেলাধুলা শুধু শরীর চর্চায় নয়, সাথে সাথে সামাজিক বিকাশও ঘটায়। আর মানসিক বিকাশ যখন হবে তখন নেশার বিরুদ্ধে আমাদের যে যুদ্ধ তাতেও আমরা সাফল্য আনতে পারবো। মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের খেলাধুলাকে উন্নত করতে নানাভাবে সহায়তা করছে। তিনি বলেন, আমাদের সরকার গঠন হওয়ার পর উদয়পুরে, খোয়াইয়ে পাঁচ কোটি টাকা করে ব্যয় করে আধুনিক ফুটবল মাঠ তৈরী করা হচ্ছে। খেলো ইন্ডিয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চলছে। যাতে খেলোয়াড়দের আরও বেশি মোটিভেটেড করা যায়। তিনি বলেন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে খেলোয়াড়রা তখনই বেশি আগ্রহ দেখাবে যখন উন্নতমানের মাঠ, পরিকাঠামো ও মানসিকতার পরিবেশ তৈরী হবে। রাজ্য সরকার সেই পরিবেশ তৈরী করতে বদ্ধপরিকর বলে তিনি জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মানিক সাহা সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যের ক্রিকেটের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিধায়ক সুধাংশু দাস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সফলতায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। ফটিকরায় ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস, কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতীশ দে, ক্রীড়া দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ প্রমুখ। পতাকা উত্তোলন করে প্রিমিয়ার লিগের সুচনা করেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মানিক সাহা। মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে নবনির্মিত গ্যালারিরও ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় জাতীয় সংগীত।

দৈত ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে

● সাতের পাতার পর অফিসে থাকা সত্ত্বেও খোদ টিসিএ সভাপতি মানিক সাহা ক্যাম্প ঘোষণা ও ক্যাম্পের ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা করেন। কিন্তু দেখা যাছে যে, মানিক সাহা টিসিএ-র সভাপতি পদ ব্যবহার করে টিসিএ-র নথিভুক্ত ক্রিকেটারদের ভাতে মারার জন্য টেনিস ক্রিকেট বন্ধ করতে অসময়ে ক্যাম্প ডেকেছেন সেই মানিক সাহা-ই টিসিএ-র সভাপতি হিসাবে নিজেই ব্যাট হাতে কখনও টেনিস ক্রিকেটের উদ্বোধন তো কখনও টেনিস ক্রিকেটে পুরস্কার বিতরণ করে যাছেন। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের বক্তব্য হলো, খোদ টিসিএ-র সভাপতি যদি ব্যাট হাতে টেনিস ক্রিকেটের উদ্বোধন করতে পারেন, টেনিস ক্রিকেটে পুরস্কার দিতে পারেন তাহলে টাকার জন্য ক্রিকেটারদের (টিসিএ-র নথিভুক্ত) টেনিস ক্রিকেটে খেলতে সমস্যা কোথায়? প্রাক্তনরা বলেন, যে কিশোর কুমার দাস টিসিএ-র ক্রিকেটারদের টেনিস খেলা আটকাতে টিসিএ-র লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টাকা খরচ করে অসময়ে ক্যাম্প করছেন সেই কিশোর দাস কেন তার সভাপতিকে (দল এবং টিসিএ) টেনিস ক্রিকেট থেকে দূরে রাখার কাজটা করছেন না? কিশোর দাস কি শুধু ক্রিকেটারদের ক্লেতেই টেনিস বিরোধী?

নীরব টিএফএ

লিগেও সাতের পাতার পর সেই ক্লাব খেলছে এবং ঘটনা হলো, তাদের সমর্থকরা প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই নিম্ন রুটির পরিচয় দিচেছ। বিনা কারণে রেফারিদের গালাগাল করছে। তাদের উদ্দেশ্যে ঢিল ছুঁড়ছে। শহরের কেন্দ্রেলে অবস্থিত একটি ক্লাবও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। তাদের সমর্থকদের মুখ থেকে রেফারিদের উদ্দেশ্যে 'বেজন্মা' শব্দটিও শোনা যায় নিয়মিত। এটাই হলো রাজ্যের ফুটবল সংস্কৃতি। এক বছর বন্ধ থাকার পর ফুটবল যখন শুরু হলো তখন সবাই মিলে প্রতিযোগিতাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই যেখানে লক্ষ্য ছিল সেখানে ঘটছে তার উল্টোটা। ফুটবল মাঠকে ক্রমাগত কলুষিত করে চলেছে কয়েকটি ক্লাব। নিজেদের ব্যর্থতা ভুলে প্রতিটি ম্যাচেই রেফারিদের টার্গেট করা হচেছে। কর্মকর্তারা উথ সমর্থকদের মদত দিচ্ছে। আর সমর্থকরাও অতি উৎসাহে অশ্রাব্য গালাগালের যাবতীয় ভান্ডার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে রেফারিদের উপর। অথচ টিএফএ নীরব ভূমিকায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক রেফারি জানিয়েছেন, ইচ্ছা করলে টিএফএ সবই পারে। কিন্তু তারা ইতিবাচক কিছু করার ব্যাপারে কতটা সদর্থক?

গুলির হামলা

ছেয়ের পাতার পর
 হন যোগী
আদিত্যনাথ।এরপর গত ৫ বছরে
গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে
গেছে। ফের একবার জাতীয়
রাজনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ
এই রাজ্যে ভোট হতে চলেছে।

প্রস্তুত চন্দ্রযান-৩

ছয়ের পাতার পর
 মরিয়া ইসরো। এটা ঘটনা, মহাকাশ রেসেরাশিয়া—আমেরিকার সঙ্গে টক্কর নিতে শুক্ত করেছে চিনও। ভারতও দ্রুত
নিজেদের মহাকাশ রেসে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। যুদ্ধ কি আসন্ন পুতিনের
দাবি আমেরিকা ইউক্রেনকে ব্যবহার করে তাই যুদ্ধ কি আসন্ন রাশিয়া আর
ইউক্রেনের? রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন স্পষ্টই জানালেন, সে রকম
কোনও ইচ্ছাই তাঁর নেই। এসবই আসলে আমেরিকার ইচ্ছা।

নোটিশ প্রধানমন্ত্রীর অফিসে

• ছয়ের পাতার পর পাডে নামক এক আইনজীবী। কিন্তু সে সময় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট হরেন্দ্র নাথ সেই আবেদন খারিজ করে দেন এই বলে যে ঘটনাটি তাঁর এলাকার মধ্যে ঘটেন। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়রা আদালতের বিচারপতির কাছে ফের আবেদন করেন ওই আইনজীবী। বিচারপতি এবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নোটিশ পাঠিয়েছে। আগামী ২ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি। গত বছর জম্মু-কাশ্মীরের নৌশেরায় সেনা জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি কাটিয়েছিলেন মোদি। সেদিন তিনি বলেন, 'সীমান্ত পাহারায় থাকা সেনাদের সঙ্গে আমি প্রতিটা দীপাবলি কাটিয়েছি। আমাদের সেনাদের জন্য আজ আমি কোটি কোটি ভারতীয়র আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

চা-শিল্প

পৌষ্যের

• ছয়ের পাতার পর দাম মিলেছে।
১৯১ টাকা কেজিতে যে চা নিলামে
বিকিয়েছে ২০২০ সালে, সেটাই
মোটামুটি ১৭৭ টাকায় বিক্রি করতে
বাধ্য হয়েছেন মালিকরা।
উৎপাদনের ৫০ ভাগেরও বেশি
পরিমাণ চা ২০০ টাকার কমে বিক্রি
হয়েছে, যা উৎপাদন খরচ তুলে
দিতে পারেনি। বাগিচায় যা খরচ হয়
তার অর্ধেক যায় শ্রমিকদের পিছনে।

• ছয়ের পাতার পর বদলাতে পারেনি। মালিক যে ট্রেনে আসতেন ঠিক সেই সময়েই ওই সেঁশনের সামনে হাজির হত সে। এভাবে ন'বছর মালিকের জন্য ঠিক একই জায়গায় অপেক্ষা করতে করতে এক দিন মৃত্যু হয় তার। পুয়োর্তো রিকোর ভবঘুরের পোয়ের ঘটনা যেন হাচিকোর স্মৃতি উসকে দিল।

মহিলা ফাইটার পাইলট

ছেয়ের পাতার পর জেট ছাড়াও, মহিলা পাইলটরাও মিগ-২১, সুখোই-৩০ এবং মিগ-২৯ ফাইটার ওড়াচ্ছেন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শিবাঙ্গী সিং দেশের প্রথম রাফাল পাইলট হিসাবে গত সপ্তাহে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে বায়ুসেনার ট্যাবলোর অংশ ছিলেন। সেন্টার অফ এয়ার পাওয়ার স্টাডিজের পরিচালক প্রাক্তন এয়ার মার্শাল অনিল চোপড়া বলেছেন, "মহিলারা রাফাল এবং এসইউ-৩০-সহ টপ-এন্ড ফাইটার প্লেন চালাচেছন। পরীক্ষামূলক স্ক্রিমটিকে স্থায়ীভাবে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত তাঁদের ক্ষমতার স্বীকৃতি। তাঁরা বায়ুসেনার সমস্ত শাখায় অত্যন্ত ভাল কাজ করেছে।"

পীযূষ

চারের পাতার পর করে
গেছেন। তিনি যে বয়সে প্রয়াত
হয়েছেন তা মেনে নেওয়ার মত
নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের
একজন সৈনিককে হারিয়েছেন
বলে জানান পীযুষ কান্তি বিশ্বাস।
এটা অপুরণীয় ক্ষতি। রাজনীতি
করার সুবাদে দীর্ঘদিন ধরে আমির
খানের সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল
বলেও তিনি জানান।

ব্রতী পড়ুয়ারা

স্কুলগুলিতে চারের পাতার পর পুজোর প্যান্ডেল তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পডলেন বিভিন্ন স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীরা। সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নিজের হাতে কাল্পনিক মন্ডপ তৈরী করছে। অন্যদিকে সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ত্রিপুরার পাহাড়কে নিয়ে প্রাকৃতিক মণ্ডপ তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সাক্রম ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সাব্রুমের ফেণি নদীর উপর ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী সেতুর মডেলকে হাতে নিয়ে প্যান্ডেল তৈরীর কাজ চলছে। বাগ্দেবীর পুজোকে কেন্দ্র করে সাব্রুম শহরের প্রাণকেন্দ্রে বিভিন্ন স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীরা আনন্দে মেতে উঠেছে।

পিটিয়ে বীরত্ব

• আটের পাতার পর - যুবকরা ঋণের চাপে পড়ে যাচ্ছেন। এরাই আবার শহরে চুরি করছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বারবার আবেদনের পরও এই নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে আইনত কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারছে না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুলিশ। খোদ শাসকদলের বিধায়ক রেবতী মোহন দাসও একাধিকবার নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে পুলিশের চূড়ান্ত ব্যর্থতার কথাগুলি বলেছেন। এমনকী পুলিশের সঙ্গে নেশা কারবারিদের যোগসাজশ থাকারও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। শহরতলিরবিধায়কের এইবক্তব্যেপক্সিরার পুলিশি মদতেই বাড়ছে নেশার ব্যবসা।

পিষ্ট যুবক

• আটের পাতার পর - পর কোন কারণে সাহিল কুমার লরি থেকে রাস্তায় নেমে পড়েন। তখনই পেছন থেকে আসা কয়লা বোঝাই লরির চাকার নিচে চাপা পড়েন তিন। অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা তাকে উদ্ধার করলেও প্রাণ রক্ষা করতে পারেননি। এখন প্রশ্ন উঠছে, কি কারণে সাহিল কুমার লরি থেকে নেমেছিলেন। নাকি এর পেছনে অন্য কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। ওই যুবকের মৃতদেহ তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের মর্গে আছে। ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হতে পারে।

পরিদর্শন

● সাতের পাতার পর রাজ্যগুলির ছেলে-মেয়েরা এবং রাজ্যের শারীর শিক্ষক ও ক্রীড়ামোদী সকলেই এতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। বর্তমানে এই মহাবিদ্যালয়ে ত্রিপুরা সহ উত্তর - পূর্বাঞ্চালের অন্যান্য রাজ্যগুলির ৬১ জন ছেলে ও ২৪ জন মেয়ে প্রশিক্ষণরত রয়েছেন। আজকের এই পরিদর্শনকালে মন্ত্রী সুশাস্ত চৌধুরীর সাথে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর কেন্দ্রের বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের উপ-অধিকর্তা পাইমং মগ।

শ্রমিক আন্দোলন

• আটের পাতার পর - ইতিমধ্যে বিষয়টি স্থানীয় লেফু ঙ্গা থানা কর্তৃ পক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতদিন শ্রমিকরা অফিসের সামনে একটি খালি জায়গায় বসে কর্মবিরতি পালন করছিলেন। শুক্রবার থেকে শ্রমিকরা অফিসের মূল ফটক ঘেরাও করার পরিকল্পনা নিয়েছে। তাই আগামীতে আইসিএআর অফিসের এই আন্দোলন আরও মারাত্মক রূপ নেবে বলেই আশক্ষা করা হচ্ছে।

রঞ্জি দলে ?

• সাতের পাতার পর ক্রিকেটার এবং চিফ কোচের নাম নেই। তবে কি এবার কেবি পবন, রাহিল শাহ এবং সমিত গোয়েল-কে বাদ দিয়েই খেলতে নামবে ব্রিপুরা? প্রশ্ন হচ্ছে, কেবি পবন, রাহিল শাহ, সমিত গোয়েল-দের টিসিএ ক্যাম্পেই ডাকা হয়নি। তবে কি তারা এবার রঞ্জি ট্রফিতে খেলছে না? না 'অতিথি দেব ভব' হিসাবে এরা সরাসরি ২০ জনের দলে ঢুকে যাবে? টিসিএ কি 'অতিথি দেব ভব' স্ক্রিমে ভিনরাজ্যের তিন ক্রিকেটারকে সরাসরি রঞ্জি ট্রফি দলে সুযোগ দিচ্ছে? এই প্রশ্ন কিন্তু ক্রিকেট মহলের।

চলে গেলেন মধুরূপা

 প্রথম পাতার পর শরীরে ক্যান্সার ফিরে আসে। তখন পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরপুকুরের ক্যান্সার হাসপাতালে আবার তার চিকিৎসা হয়। মাস দুইয়ের মধ্যেই আবারও ক্যান্সার ফিরে আসে। গত ২৩ জানুয়ারি তাকে আবার টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবারে মধুরূপার জীবনদীপ নিভে যায়। সামাজিক মাধ্যমে প্রচুর মানুষ শোক জানিয়েছেন। তার শোকার্ত পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা যায়নি। তার চিকিৎসার জন্য সামাজিক মাধ্যমে, মিলাপ প্ল্যাটফর্মে আর্থিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করা হয়েছিলো। তাছাড়াও এক দুটি সংস্থা চেষ্টা করেছে মানুষের থেকে সাহায্য তোলার। ২৪ জানুয়ারিতে দেওয়া মানবিকতা নামে একটি সংস্থার তেমনি একটি আবেদন থেকে জানা গেছে চিকিৎসা করাতে গিয়ে তার পরিবারকে টাকার সংস্থান করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে। "মিহিরবাবুর চাকরিজীবনের আর দেড় মাস বাকি, নানা অফিসারের পা ধরে তার ইপিএফ থেকে ৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন এবং গতকাল মধুরূপাকে আগরতলা থেকে মুম্বাইতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সবার কাছে অনুরোধ অস্তত ১০০ টাকা হলেও চিকিৎসার জন্য দান করে সহযোগিতা করবেন।"তার এবারের চিকিৎসার জন্য ১৬ লাখ টাকা লাগতে পারে বলে হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছিলো, মানবিকতার সেই পোস্ট থেকে তেমনও জানা গেছে। ত্রিপুরায় বহু বছর আগে ক্যান্সার হসপিটাল চালু হলেও এখনও সেখানে ক্যান্সারের অনেক চিকিৎসাই অধরা। এই হাসপাতালের নাম পাল্টানো হয়েছে, সেখানে এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মূর্তি বসানো নিয়ে শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর বিরোধ প্রকাশ্যে চলে এসেছিলো। অন্যদিকে রাজ্যের অনেক পরিবারই একান্ত আপনজনের, সন্তানের চিকিৎসার জন্য টাকার জোগাড় করতে পারছেন না। আবার সরকারি হাসপাতালেও সব চিকিৎসা হয় না. যে চিকিৎসা হয় তাতেও ওযধপত্র ইত্যাদি কিনে দিতে হয়। সন্তানকে ক্যানসারের চিকিৎসা করাতে রাজ্যের বাইরে গিয়ে টাকার জন্য বাড়ি ফিরতে পারছিলেন না, হাসপাতালে টাকা দিতে পারছিলেন না, এমন ঘটনা গত সপ্তাহেই হয়েছে। কেমন শোচনীয় আর্থিক অবস্থা, মাত্র নয় হাজার টাকার জন্য হাসপাতাল থেকে শিশু সন্তানকে বের করে আনতে পারছিলেন না বাবা। এমন সব দুঃখজনক ঘটনার শেষ কবে হবে, এই প্রশ্ন ভীষণ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নাম-গোত্রহীন রিপোর্ট প্রকাশ

• প্রথম পাতার পর গাফিলতিরই নামান্তর। প্রশ্ন উঠছে, সোশ্যাল অভিটের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব পালন সুনীলবাবুর মতো আধিকারিকের পক্ষে শোভন কিনা ? কারণ, সম্পূর্ণ অনিয়ম করে সুনীলবাবুকে এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হলেও তিনি কতটা অমনোযোগী তা টের পাওয়া যায়। সোশ্যাল অভিটের এই স্ট্যাটাস রিপোর্টটিকে ওয়েবসাইটে আপলোড করার আগে সুনীলবাবু যেমন চূড়ান্ত পর্যায়ে একবার দেখে নেননি, তেমনভাবেই সম্পূর্ণ অমনোযোগী হয়ে তা ওয়েবসাইটে আপলোডও করে দিয়েছেন। আর তিনি যেহেতু পুনর্বাসন পেয়েছেন সেহেতু সরকার তার প্রতি এতটাই অন্ধ যে এমন নামগোত্রহীন রিপোর্ট আপলোড করে দেওয়ার পরেও রাজ্য প্রামোন্নয়ন দফতর তার কাছ থেকে এ নিয়ে কৈফিয়ৎ পর্যন্ত তলব করেনি। কারণ, তা করতে হলে লোম বাছতে গিয়ে কম্বল উজাড় হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ সুনীলবাবুর নিয়োগ নিয়ে সরকারের তাবড় তাবড় ব্যক্তিরাই জালে জড়িয়ে পড়তে পারেন। মূলত এই ভয়েই সমস্ত কিছু চাক্ষুস করার পরেও সুনীল দেববর্মাকে ছাড় দিয়ে দেয় প্রামোন্নয়ন দফতর। অথচ সোশ্যাল অভিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতর যে ভুল এবার করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য বলেও সংশ্লিষ্টদের অভিমত।

মেধা তালিকা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ

• প্রথম পাতার পর

ইডব্লুএস বিভাগে আছেন। তারা প্রশ্ন তুলেছেন যে এইভাবে বিভাগ পরিবর্তনের কোনও গাইডলাইন নেই, ফলে এনটিএ মেধা তালিকা প্রকাশ হওয়ার পরেও কী করে তারা অসংরক্ষিত তালিকা থেকে ইডব্লুএস তালিকায় আসতে পারেন। নম্বর পাওয়ার তালিকায় তাদের ইডব্লুএস হিসাবে কোনও ব্যাহ্ম নেই। তারা অসংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থী হিসাবে নীট দিয়েছেন, তাই ভর্তি হতে গিয়ে কলেজেও ইডব্লুএস ব্যাহ্ম দেখাতে পারেনেনা। তারা অভিযোগ করেছেন যে, তালিকা প্রকাশের আগে মেডিক্যাল এডুকেশন কর্তৃপক্ষ ইডব্লুএস বিভাগ নিয়ে যাচাইও করেনি। তাদের অসংরক্ষিত প্রার্থী হিসাবে দেখার জন্যই দাবি জানিয়েছেন তারা। রাজ্যের মেডিক্যাল এডুকেশন র তালিকা বুধবারে প্রকাশিত হয়েছে। তারা এই ব্যাপারে স্পষ্টীকরণও চেয়েছেন। তারা অস্তত পাঁচ জনের নাম চিহ্নিত করেছেন মেডিক্যাল এডুকেশন র মেধা তালিকায়। কংগ্রেস-টিইউজেএস জোট সরকারের আমলে মেডিক্যাল আসন নিয়ে কেলেঙ্কারি হয়েছিল। তা নিয়ে সিবিআই তদন্ত হয়, বহুবছর পর সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার-সহ একাধিক আমলা এই মামলায় দোষী স্যবস্ত হন, যদিও সেই সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আর বেঁচে নেই।

অভিযোগ আনলেন সুদীপ

 প্রথম পাতার পর খুশি নন। স্বাস্থ্য পরিষেবায় একটা অরাজগতা এবং ক্যায়ারলেসনেস শুরু হয়েছে বলে তার অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী অফিসার পরিবৃত হয়ে থাকলেও তিনি ক্ষমতাহীন বলেও উল্লেখ করেছেন সুদীপবাবু। একইভাবে তার একসময়ের অনুগামী আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারকেও পাওয়ারলেস বলে কটাক্ষ করেছেন। সম্প্রতি সুদীপবাবুদের নিয়ে মিডিয়ায় ঘুরিয়ে বিদ্রুপ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাদেরকে ইন-আউট নেতা বলেই উল্লেখ করেছিলেন। এদিন সুদীপবাবুও এর জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, তারা বিজেপিতে ইন করেছিলেন মানুষের ইচ্ছায়। এবার আউটও করবেন মানুষের ইচ্ছাতেই। যারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষা করতে পারে না, তাদেরকে ঠগবাজ বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তবে বিজেপির

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সম্পর্কে অন্যান্যদিনের মতো এদিনও কোনও কটু মন্তব্য করেননি সুদীপবাবু। সম্প্রতি ইন্দ্রনগর এলাকায় সুদীপবাবুর বিভিন্ন ফ্ল্যাক্স ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই একই জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং অন্যান্য কয়েকজন মন্ত্রীর ফেস্টুন লাগানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গ টেনে এনে সুদীপবাবু এদিন বলেছেন, তিনি ফেস্টুনের নেতা হয়ে থাকতে চান না। ফলে তার ফ্ল্যাক্স ছিড়ে ফেলে দিলেও কারো কোনও কিছু আসবে যাবে না, কারণ তার স্থান মানুষের হৃদয়ে। বন্ধুর নাম সুদীপ হিসেবে করোনাকালে তিনি রাজ্যের প্রতিটি স্থানে পৌছে গিয়েছিলেন। খুব সম্ভবত আগামী কিছুদিনের মধ্যেই তার ট্যাগ লাইন বদলে হয়ে যেতে পারে হৃদয়ে সুদীপ। এদিন কার্যত এমন ইঙ্গিতই দিয়েছেন

এখনও পর্যন্ত শাসক দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

স্মার্ট সিটি

 প্রথম পাতার পর সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা–রাত পর্যন্ত ওই দুটো এলাকায় পথচারী এবং নানাবিধ যানজট লেগেই থাকে। সম্প্রতি পশ্চিম জেলার প্রাক্তন জেলাশাসক ডা. শৈলেশ কুমার যাদবকে আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার পদে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি স্মার্ট সিটির অন্যতম মগজ, একথা সর্বজনবিদিত। দেখার, শৈলেশবাবুর নেতৃত্বে মাল্টি লেভেল কার পার্কিংয়ের বিষয়টি ঠিকভাবে রূপরেখা গড়ে তুলতে পারে কি না। যেভাবে গত কয়েক মাস সময় ঘোষণার পর থেকে, কাজ শুরু করতে গিয়ে নষ্ট হয়েছে, তাতে কাজ কবে শুরু হবে এবং শেষ হবে, তা বলা মুশকিল।

নিগম এলাকায় 'পার্কিং জোন'

• প্রথম পাতার পর স্বাক্ষর করে নোটিফিকেশনটি জারি করেছিলেন। প্রায় আডাই বছর হতে চললো. এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে কোনও হেলদোল নেই জেলাশাসক কার্যালয় বা নিগম কর্তৃপক্ষের। ১৯৯১ সালের ত্রিপুরা মোটর ভেহিক্যাল রুলস (রুল ১০৫) মোতাবেক নিজের ক্ষমতাবলে তদানিস্তন জেলাশাসক ডা. মহাত্মে নোটিফিকেশনের প্রতিলিপি পাঠিয়েছিলেন তদানিন্তন পুর নিগমের কমিশনার, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার, ট্রাফিক পুলিশ সুপার সহ তথ্য সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহলে। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, শহরের নেতাজী চৌমুহনি থেকে পোস্টঅফিস চৌমুহনি পর্যন্ত কোনও পার্কিং করা যাবে না। শহরে যে ২২টি 'নো পার্কিং জোন' মাননীয় উচ্চ আদালতের নির্দেশ পেয়ে ঠিক করেছিল পশ্চিম জেলা প্রশাসন সেণ্ডলোর মধ্যে বাকি ২১টি হলো— আগরতলা হাসপাতাল থেকে আরএমএস চৌমুহনি, ওরিয়েন্ট চৌমুহনি থেকে সূর্য চৌমুহনি, জ্যাকশন গেট থেকে কামান চৌমুহনি, কামান চৌমুহনি থেকে মোটরস্ট্যান্ড, কামান চৌমুহনি থেকে পোস্ট অফিস চৌমুহনি, কামান চৌমুহনি থেকে মহারাজগঞ্জ বাজারের একটি মিস্টির দোকান, পোস্ট অফিস চৌমুহনি থেকে প্যারাডাইস চৌমুহনি, বটতলা থেকে জেপিসি ক্লাব, বটতলা থেকে অফিস লেন, এমবিবি ক্লাব থেকে নেতাজি চৌমুহনি, হাঁপানিয়া মার্কেট জংশন থেকে টিএমসি, এলএনবাড়ি গেট থেকে শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, মোহর কোম্পানি থেকে বোধজং চৌমুহনি, ছাত্র সংঘ রোড জংশন থেকে প্রগতি রোড হয়ে রামনগর ৬ ভায়া দুর্গা চৌমুহনি, মসজিদ রোড থেকে ঘোষপট্টি, হকার্স কর্ণার রোড, আইজিএম চৌমুহনি থেকে ফায়ার ব্রিগেড, উত্তর গেট থেকে কর্ণেল চৌমুহনি, মোটরস্ট্যান্ড থেকে গণরাজ চৌমুহনি, বিদুরকর্তা চৌমুহনি থেকে আরএমএস চৌমুহনি এবং জিবি চক্কর। ওই নির্দেশিকায় তদানিন্তন জেলাশাসক শেষ লাইনে লিখেছিলেন— 'দিস্ অর্ডার ইজু ইস্যুড ইন ক্যানসেলেশন অফ অল আরলিয়ার অর্ডারস'। এরকম একটি সরকারি নির্দেশ কিভাবে উল্লেখিত ২২টি জায়গার ২২টিতেই অমান্য হতে পারে তা একমাত্র জেলা প্রশাসন কার্যালয় ভাল বলতে পারবেন। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় গাড়ি পার্কিং নিয়ে মাননীয় উচ্চ আদালতের একটি রায়কে যেভাবে প্রতিদিন অমান্য করা হচ্ছে, তাতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি নিত্য পথযাত্রী এবং শহরবাসীদের। উপরে উল্লেখিত শহরের প্রতিটি সড়কে সকাল থেকেই পার্কিং শুরু হয়ে যায়। মাননীয় উচ্চ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক ২০১৯ সালের জুলাই মাসে যে নির্দেশিকাটি জারি হয় তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, শহরের নির্দিষ্ট ৩৬টি জায়গায় গাড়ি পার্কিং করা যাবে। এই প্রতিটি জায়গায় সকাল থেকে গাড়ি পার্কিং শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ সরকারের নির্দেশিত ৩৬টি জায়গাতেতো পার্কিং হয়ই, যে ২২টিতে পার্কিং না করার নির্দেশ রয়েছে সেখানেও করা হয়। শেষ প্রশ্ন এটাই, সবই কি তাহলে 'জোর যার মূলুক তার'।

ভেঙে গেলো সীমানার বাধা

 প্রথম পাতার পর

হবে। দুই রাষ্ট্রের সুসম্পর্কে চির ধরানোর বহু অপপ্রয়াস করা হলেও দুই বন্ধু রাষ্ট্রের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের ও সম আধুনিক প্রবাহমানতা তা সফল হতে দেয়নি। বর্তমানে আগরতলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত সরাসরি চালু হওয়া বিমান সংযোগের ফলে, পর্যটন, চিকিৎসা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় আসা বাংলাদেশের নাগরিকরাও এর সুফল পাবেন। কৈলাসহর বিমানবন্দরটিও চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২২-২৩ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট আগামীর এক স্বচ্ছ রূপরেখা। ত্রিপুরা সরকারও বর্তমান প্রজন্মের সামনে ভবিষ্যত পরিকল্পনার একটি স্বচ্ছ ছবি তুলে ধরার লক্ষ্যে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন রূপরেখা তৈরি করেছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পাশাপাশি দুই রাষ্ট্রের সুদীর্ঘ সম্পর্কের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী টিপু মুনসি বলেন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে ভারত যেভাবে দাঁড়িয়েছিলো তা কখনও ভোলার নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিলো ভারত। যার একটি বড সংখ্যা ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ককে আরও আত্মিক করে তুলেছে বাংলা ভাষা। তিনি বলেন, এই সীমান্ত হাট সহ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের বিকাশে গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা শিল্প সম্ভাবনা উন্মেষের পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক সুদূঢ়করণে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। আগামীদিনেও দুই রাষ্ট্র মিলে একসাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আগামীদিনে দুই দেশের আরও নৈকট্যের মধ্য দিয়ে এই সীমান্ত হাট বাণিজ্যিক দিক উন্মোচনের পাশাপাশি হৃদয়ের মেলবন্ধনের সুযোগ করে দিয়েছে। দুই রাষ্ট্রের নাগরিকরাই এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী মনোজ কাস্তি দেব বলেন, শিল্পক্ষেত্রে বিকাশে একাধিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই রাজ্যে সম্পন্ন হওয়া ইনভেস্টমেন্ট সামিট রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনার বিকাশে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। মৈত্রী সেতু থেকে শুরু করে একাধিক পদক্ষেপ ভারত-বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নেবে। আগামীদিনে আগরতলা বিমানবন্দরকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবার শুরুর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের আরও বিকাশ হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা শুভেচ্ছা ও স্মারক বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংসদ সদস্য আব্দস সহিদ, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী, ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ, ধলাই জেলার জেলাশাসক গোভেকার ময়ূর রতিলাল প্রমুখ।

দই হাজার

 তিনের পাতার পর সমগ্রশিক্ষ প্রকল্পে নিযুক্ত শিক্ষকদের সাথে ঐতিহাসিক বঞ্চনা। যদিও এই বঞ্চনাকে গুরুত্ব দিতে রাজি নয় এস এস এ টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সজল দেব।উনি বলেন, রাজ সরকারের করা স্কীমকেই মান্যতা দেয় না উনার সংগঠন। এই স্কীম উচ্চ আদালতের রায়ের পরিপন্থী তাই উনি এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পুনরায় উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন।উনি আরো বলেন, উচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুসারে ৫০ দিন সময় পেয়েও এই স্কীম সম্পর্কিত হলফনামা জমা দিতে ব্যর্থ সরকার। নির্দেশ মোতাবেক গত ২ ফেব্রুয়ারি হলফনামা জমা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকার পক্ষের আইনজীবী জানায় হলফনামা তৈরি হয়নি। এই নিয়ে সজলবাবুর আইনজীবী তথা রাজ্যের বরিষ্ট আইনজীবী শমীক দেব আদালতে জোর সওয়াল করার পর বিচার পতি শুভাশিস তলাপাত্র সরকারপক্ষকে তীব্র ভর্ৎসনা করে আগামী ১৪ মার্চের মধ্যে হলফনামা জমা করানোর জন্য চুড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেন। এখন দেখার বিষয় হল, জীবন জীবিকাকে বাজি রেখে পরিবর্তনের বিউগল বাজানো এই চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকদের বঞ্চনার ইতিহাস আরো কতটা দীর্ঘায়িত করে পরিবর্তনের সরকার।

রমরমা

• প্রথম পাতার পর জানা গেছে, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছে যে সমস্ত ভাগ্যবানরা বিমানবন্দরে কাজ করার জন্য নির্বাচিত হবেন এদের প্রত্যেককেই এন্ট্রি ফি হিসেবে দশ হাজার টাকা করে দিতে হবে। যদিও এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কারণ, ঠিকেদারি কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য এত টাকা ? যতদূর জানা গেছে, এই টাকাও মণ্ডলের কোটাতেই যাবে। প্রথমে ৮ হাজার বেকার যুবক/যুবতির কাছে আবেদনপত্রের সঙ্গে ১০০ টাকা দিতে হয়েছে। এবার আবার যারা নির্বাচিত হবেন বিমানবন্দরে কাজ করার জন্য এদের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা করে নেওয়া হবে। লোক নিয়োগের নামে মণ্ডল কার্যত লুটতরাজ শুরু হয়েছে।

কুৰ্সি কা!

• প্রথম পাতার পর মাত্রাতিরিক্ত জাহিরে চেয়ার পোক্ত করতেই তার এইসব নাড়াচাড়া বলে অভিযোগ উঠেছে। আগেই তিনি অলিন্দে ক্ষমতা পেয়েছিলেন, মোড়ল হয়েছেন, এখন আঁকাবাঁকার হলমার্ক হয়ে উঠেছেন। নিজের কীর্তে শক্ষিত হয়ে তিনি এক সময় নাকি এই চাকরি ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবারও চেস্টায় নিয়োজিত ছিলেন। যাই হোক, গোদরেজ ইন্টিরিয়র র ওয়েবসাইটে দেখা গেছে,লেখা যাছে, এই চেয়ার মজুত নেই, দিস প্রোডাক্ট ইস কারেন্টলি আউট অব স্টক!

কর্মী বেতনহীন

• প্রথম পাতার পর সহ বিভিন্ন পদের অন্যান্য কর্মীরাও এই অবস্থায় রয়েছেন। শীঘ্রই যাতে এদের বেতন দেওয়া হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মীরা রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধও জানিয়েছেন।

অবমাননার নোটিশ

 প্রথম পাতার পর দেয় যে তিন মাসের মধ্যে তাকে ২০১৩ সালের জুলাই মাসের ২২ তারিখ থেকে নিয়মিত করার নির্দেশ দেয়। সেই আদেশ এখনও মানা হয়নি। সেই নিয়ে আদালত অবমাননার মামলা করেন সেই কর্মচারি। সেই মামলায় নোটিশ জারি করা হয়েছে। ১৭ মার্চের মধ্যে জবাব দিতে হবে।

ডেপুটেশন

• আটের পাতার পর - মেশিন কম থাকায় অসুবিধায় পড়েছেন। ডায়ালেসিসের মেশিন বাড়ানো হলে রোগীরা একটু বাঁচবেন। শ্বাসকন্টের জন্য অনেকে মারা যাচ্ছেন। যে পাঁচটি মেশিনে কাজ হয় এগুলির অবস্থাও তেমন ভালো নয়। এদিন রোগীর পরিজনরা জিবি'র সুপারের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে বেরিয়ে এসে জানান, তাদের পরিষেবা ঠিকঠাক করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গত বছরও ফেব্রুয়ারি মাসে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এরপর থেকে রোগীর সংখ্যা বাড়লেও মেশিন একই জায়গায় থাকে। উল্টো যে মেশিনগুলি নষ্ট হয়েছে তা ঠিক করা হয়নি। রাজ্যের প্রধান হাসপাতালেই ডায়ালেসিস পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অবস্থায় বাকি হাসপাতালগুলির কেমন চিত্র হবে তা পরিষ্কার।







কার্যকর্তারাই আমার মখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত যাত্রা পথকে সনিশ্চিত করেছেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে, রাজনৈতিক মিথ্যাচারী ও বিভেদকামীদের এক ইঞ্চি জমিও ছাডা হবে না। সদর্থক মানসিকতা ও মানুষের তরে নিবেদিত, সৎ ও নিষ্ঠাবান নেতুত্বের অনিচ্ছাকত ত্রুটি, জনগন দ্বারা মার্জনাযোগ্য হলেও, স্বার্থান্বেষীদের মানুষ প্রশ্রষ্ঠ দেন না। সংগঠনের উর্ধ্বতন নেতৃত্বদের দিশা নির্দেশিকা যথার্থ মান্যতা দ্বারা, সমস্ত ব্যবধানকে দূরে সরিয়ে, নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীন আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগঠনের কাজে নিজেদের নিয়োজিতকরণ আবশ্যক। অপ্রাপ্তি বা প্রাপ্তির হিসেব পাশে সরিয়ে রেখে, এখন সংগঠনের জন্য দেবার সময়। প্রতিশ্রুতির অধিকাংশ প্রায় সম্পন্ন, অবশিষ্টগুলিও সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া চলছে। কমলপুর মন্ডলের উদ্যোগে আত্মনির্ভর বাজেট, আত্মনির্ভর ভারত - শীর্ষক কর্মসূচিতে মঞ্চে উপরিউক্ত বক্তব্যগুলি উপস্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রতারকের খপ্পরে যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ ফেব্রুয়ারি।। প্রতারকের খপ্পরে পড়ে দুই বছর ধরে হয়রানির শিকার হলেন সরজিৎ পাল নামে এক যুবক। তার অভিযোগ, ২০২০ সালের ৩ নভেম্বর উদয়পুরের বাগমার নিবাসী নয়ন পাল একটি গাড়ি নিয়ে তার বাড়িতে আসে। ওই যুবক নিজেকে একটি ফিনান্স কোম্পানিতে কর্মরত বলে পরিচয় দেয়। পরবতী সময় ওয়াগনার গাড়িটি কেনার কথা বলে। সরজিৎ পাল গাড়ি কেনার জন্য বায়না করেন। ২০ হাজার টাকা নয়ন পালের পরিচিত একজনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেন। কিন্তু গত ২ বছর ধরে সরজিৎ পালের সাথে টালবাহানা করে আসছে অভিযুক্ত যুবক। তিনি জানান, নয়ন পাল আরও কয়েকজনের সাথে এই ধরনের প্রতারণা করেছে বলে জানতে পেরেছেন। বিভিন্ন সময় ফিনান্স কোম্পানির ভুয়ো পরিচয়পত্র দেখিয়ে টাকা তুলে নয়ন। বৃহস্পতিবার নিরুপায় হয়ে সরজিৎ পাল খোয়াই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সরজিৎ'র বাড়ি খোয়াই থানাধীন বাসুদেববাড়ি এলাকায়। পুলিশ এখন তার অভিযোগ নিয়ে ঘটনার তদস্ত করছে। নয়ন পালকে খোঁজে বের করার জন্য উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মোহনবাগান

• সাতের পাতার পর মোহনবাগান। মুম্বই সিটির রক্ষণের ভুলে এগিয়ে যায় এটিকে মোহনবাগান। জাহুর পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে উইলিয়ামসকে পাস বাড়ান বুমো। উইলিয়ামসের সামনে তখন মোর্তাদা ফল। মোর্তাদা ফলকে বোকা বানিয়ে মুস্ইয়ের জালে বল জড়ান উইলিয়ামস। কিন্তু ৯ মিনিটে এগিয়ে গেলেও সেই গোল বেশিক্ষণ ধরে রাখা গেল না। এই একটা সমস্যাই এবারের টুর্নামেন্টে ভোগাচ্ছে এটিকে মোহনবাগানকে। গোল পেয়ে যাওয়ার পরে মুম্বইয়ের উপর চাপ বাড়িয়েছিল সবুজ-মেরুন। কিন্তু সেই চাপ হঠাৎই আলগা হয়ে যায়। সেই সুযোগে বিপিনের সেন্টার প্রীতম কোটালের মাথায় লেগে গোল হয়ে যায়। ম্যাচে ফিরে আসে মুম্বই সিটি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা.৩ ফেব্রুয়ারি।। কর্মস্তলে অধঃস্তনের প্রতি ঊধর্বতনের কতটুকু টান আর কতটুকু ভালবাসা থাকলে সরকার কর্তৃক বদলি হয়ে যাওয়া কর্মচারীর বদলি আটকাতে একেবারে সাধারণ প্রশাসন দফতরে চিঠি পাঠাতে পারেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। সেই প্রশ্ন করা বাতুলতা মাত্র। তাও আবার চিঠি পাঠানো হয়েছে দফতরের মন্ত্রী এবং প্রধান সচিবের অনুমতি ছাড়াই। যদিও সাধারণ প্রশাসন দফতর এই জাতীয় আবদার পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়ে সেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ঔদ্ধত্যকে কার্যত চপেটাঘাত করেছে। এমন কাণ্ড ঘটেছে রাজ্যের কারা দফতরে। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিবাদী কলমেই প্রকাশিত হয়ে আসছে আইজি প্রিজন অদিতি মজুমদার এবং ওএসডি পিন্টু দাসের নানা কারসাজি। আসামিদের ছুটি মঞ্জুর নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি, তাদের মুক্তি আটকে রাখা প্যারোল নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করা, এমনকী কারাগারের নিয়মনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠু দেখিয়ে নিজেকে কোনওরকম তল্লাশির আওতায় না রেখে কয়েদিদের কাছে পৌঁছে যাওয়া সহ পিন্টু দাসের নানা অপকীর্তি প্রকাশ

করেছে প্রতিবাদী কলম। এই ক্ষেত্রে যোগ্য সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে আইজি প্রিজন অদিতি মজুমদার বলে অভিযোগ। এই জুটির কল্যাণে কারা দফতর কার্যত নরকে পরিণত হয়েছে। ক'দিন আগেই লেফুঙ্গা থানা এলাকায় জিপসি গাডি করে রাতের আঁধারে পিন্টুবাবুর চলাচল, গাড়ি থামিয়ে রাখা, এখান থেকে কিছু পাচার করে দেওয়া এবং কারা দফতরের গাডির



নম্বর দিয়ে টহলদারি পুলিশের মামলা নথিভুক্ত করা ---সবকিছুতেই পিন্টুবাবু স্বয়ংসিদ্ধ। এরপরই রাজ্য সরকারের তরফে ওএসডি পিন্টু দাসকে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ে ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে বদলি করে দেওয়া হয়। বদলির আদেশ পেয়েই যেন মাথায় আকাশ ভেঙে

রাঞ্জ ট্রাফ

তা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে।

পড়ে পিন্টুবাবু। তিনি মেডিক্যাল

নিয়ে বাড়িতে বসে থাকেন। আর

এই ফাঁকে তার হয়ে সওয়াল করে

সাধারণ প্রশাসন দফতরে চিঠি

লেখেন খোদ আইজি প্রিজন

অদিতি মজুমদার। এই চিঠিতে

পিন্টু দাসের বদলি রদ করার জন্য

তিনি অনুরোধ করেন। এরপরই

সাধারণ প্রশাসন দফতরের তরফে

উপ-সচিব এস কে দেববর্মা আইজি

প্রিজনকে চিঠি লিখে জানান,

সরকার পিন্টুবাবুকে ঊনকোটি

জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ে

ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কাজে

যোগ দেওয়ার যে নির্দেশ জারি

করেছে তা বহাল থাকবে।

পিন্টুবাবুকে তার নয়া কর্মস্থলে যোগ

দিতে জানানোর জন্যও আইজি

প্রিজনকে অনুরোধ করেছেন

উপসচিব। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন

জেগে যায়, সরকারি দফতরে কর্মচারী

বদলি হবেন এটা রীতি। তাছাড়া

ঐ পিন্টু দাসের বিরুদ্ধে যখন তথ্য

প্রমাণ সহ এত অভিযোগ উত্থাপিত

হয়েছে তখন তার আরও আগেই

তার বদলি হয়ে যাওয়া আবশ্যক

ছিলো। কিন্তু তার বদলি রুখতে

তৎপর হয়ে উঠেছেন আইজি প্রিজন

নিজে। এর পেছনে কি রহস্য রয়েছে

• সাতের পাতার পর গ্রুপগুলির মধ্যে সব থেকে খারাপ পারফর্ম করা দলের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ খেলা হবে। সেটিই হবে একমাত্র প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল। যারা জিতবে তারা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। প্রথম পর্বে শুধুমাত্র গ্রুপের ম্যাচগুলি হবে। মোট ৫৭টি ম্যাচ আয়োজন করা হবে প্রথম পর্বে। দ্বিতীয় পর্বে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল, দু'টি সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল অর্থাৎ মোট ৭টি ম্যাচ আয়োজন করা হবে। আগের ঘোষণা মতোই ৯টি কেন্দ্রে ম্যাচগুলি হবে। এলিট গ্রুপের ম্যাচগুলি হবে চেন্নাই, তিরি অনস্তপুরম, কটক, দিল্লি, হরিয়ানা, আমদাবাদ, গুয়াহাটি এবং রাজকোটে। প্লেট গ্রুপের সমস্ত ম্যাচ হবে কলকাতায়।

অটো চালককে পেটাতে থাকে। স্থানীয়রা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করেন অটো চালককে। এই ঘটনা ঘিরে জিবি পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানানো হয়েছে। স্থানীয়রা গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন। <u>পাল্টা গাড়িতে থাকা মাহলারা অটো চালকের নামে অভিযোগ জানিয়ে</u> এসেছেন। ঘটনার সত্রপাত এসডিও চৌমুহনিতে। টিআর ০১ ডব্লিউ ০৪২৭ নম্বরের একটি স্পার্ক গাড়ি নন্দননগরের দিক থেকে আগরতলা যাচ্ছিল। গাড়ির মধ্যে চালক ছাড়াও চারজন মহিলা ছিলেন। দ্রুতগতির মধ্যে গাড়িটি একটি অটোর পেছনে ধাক্কা দেয় বলে অভিযোগ। অটো চালক তন্ময় দেবের মাথা ফেটে যায় দুর্ঘটনায়। কিন্তু পাল্টা তাকেই দোষ দিয়ে মারতে শুরু করে গাডি চালক সাগর চক্রবর্তী ছাডাও তিন মহিলা। অটো চালকের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। তারা এসে অটো চালককে উদ্ধার করেন। স্থানীয়রা গাড়ির চালক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন বলে দাবি করেছেন। ঘটনাস্থলে উত্তেজনা চলতে থাকে। গাডি থেকে নেমে মহিলারাও ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন স্থানীয়দের সঙ্গে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে জিবি পুলিশ ফাঁড়িতেও। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের অভিযোগ নিয়ে গাড়ি চালককে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। এলাকাবাসীদের দাবি, এসডিও চৌমুহনির রাস্তায় অপরাধ বাড়ছে। প্রত্যেকদিন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছেন অনেকে। তাদের কারণে যান দুর্ঘটনা বাড়ছে। পুলিশ ব্যবস্থা না নেওয়ায় এই ধরনের অপরাধ বাড়ছে।

সমগ্রশিক্ষক, অচিরেই রামধাক্কা!

অটো চালকের মাথা ফাটিয়ে দাদাগিরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মনু, ৩ ফেব্রুয়ারি।। অটো চালকের মাথা

ফাটিয়ে উল্টো মাঝ রাস্তায় দাদাগিরি এক যুবকের। প্রকাশ্যে রাস্তায় জখম

থেমে নেই মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বেশ কয়েকদিন পর করোনার মৃত্যু সামান্য নামলো। রেকর্ড মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার করোনা সংক্রমিত একজনের মৃত্যুর খবর দিলো রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। একই সঙ্গে আক্রান্ত নামলো ৬৮ জনে। এই তথ্য অনুযায়ী ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের পথে রাজ্যের করোনা সংক্রমণ। যদিও ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নাইট কারফিউ-সহ বিভিন্ন বিধি-নিষেধ রয়ে গেছে সরকারের।রাত ১০টার পর দোকানপাট সবকিছু যখন বন্ধ হয়ে যায় এই সময়ে নাইট কারফিউ শুরু হচেছ। বাজারগুলিতেও করোনাবিধি মেনে চলার নির্দেশিকা রয়েছে। অফিস কাছারিতেও করোনার সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতে বলা হয়েছে। অথচ এসব লক্ষ্য করার জন্য প্রশাসনকে দেখা যায় না বলে অভিযোগ। যে কারণে ভিড় জমলেও কারোর কিছু বলার থাকে না। এর মধ্যেই করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রত্যেকদিন বেড়ে চলেছে। এদিনের একজনকে নিয়ে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৯১১জন সংক্রমিত হয়ে মারা গেছেন। সংক্রমিতদের মধ্যে আত্মঘাতীও হয়েছেন কয়েকজন। এই হিসেব অবশ্য স্বাস্থ্য দফতর মিডিয়ো বুলেটিনে দেয়নি। স্বাস্থ্য দফতরের হিসেবে বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ২৮৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র ৩১৭ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট। এদিন সংক্রমণের হার ছিল ২.০৭ শতাংশ। করোনামুক্ত হয়েছেন ৫০৮জন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সংক্রমিতদের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৩৬৮ জনে এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত নামলো ১ লক্ষ ৭২ হাজারে। এই সময়ে মারা গেছেন ১ হাজার ৮জন

আবেদনপত্র

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব দফতর থেকে করোনায় মৃত ব্যক্তির পরিবারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী করোনায় মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয় এই আর্থিক সহায়তা পাবেন। আবেদনপত্রের সাথে ডেথ সার্টি ফিকেট, মৃত্যুর কারণ, সার্ভাইভ্যাল সার্টিফিকেট, পাওয়ার অব এটর্নি, দাবিদারের বিস্তারিত তথ্য, সুবিধাভোগীর অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য (ডিবিটির জন্য) ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক/ মহকুমা শাসকের কাছে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র জমা পড়ার ৩০ দিনের মধ্যে কাগজপত্রের যাচাই করে প্রাপ্য টাকা সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। ডেথ সার্টিফিকেট বা এক্সগ্র্যাসিয়া পেতে কোনরকম অসুবিধা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জেলাভিত্তিক রিডে্স্যাল কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

যানজট দেখেও নীরব প্রশাসন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় নিউ মার্কেটে যাওয়ার রাস্তায় প্রতিদিন যানজটের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রশাসন সবকিছু দেখেও নীরব ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। বিশালগড় থানার একেবারে নাকের ডগায় রাস্তায় যানজট লেগে থাকলেও পুলিশ এখনও পর্যস্ত রাস্তা পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে তেমন কোন উদ্যোগ নেয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ৬টা নাগাদ ফের যানজটের সৃষ্টি হয়। যেহেতু, সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বাজারে ভীড় বেড়েছে, তাই যানজট লেগেছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা পুজোর সামগ্রী সংগ্রহ করতে বাজারে আসে। বিশালগড় থানা এবং অগ্নি নির্বাপক দফতরের উল্টো দিকের রাস্তায় ব্যাপক ভীড় দেখেও সবাই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। অনেকেই বাইক কিংবা স্কৃটি নিয়ে সরু রাস্তায় প্রবেশ করেন। সেই কারণেই যানজটের সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়েন। দাবি উঠছে, বিশালগড় পুর পরিষদ এবং পুলিশ প্রশাসন যাতে নিউ মার্কেটের রাস্তার যানজট এডানোর জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। প্রতিদিন সকাল কিংবা সন্ধ্যায় যানজট লেগেই থাকছে। এতে করে সাধারণ মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারছেন না। ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়ছেন।

অবরোধে আটকে পড়লেন বিধায়ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ ফেব্রুয়ারি।। সাধারণ মানুষের জন্য রাস্তা অবরোধ এখন প্রতিদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে নাগরিকদের মত জনপ্রতিনিধিরাও বিভিন্ন সময় বেকায়দায় পড়ছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এমনি পরিস্থিতির শিকার হন বিলোনিয়ার বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক। এদিন সন্ধ্যায় উদয়পুর মাতাবাড়ি সিএনজি স্টেশনের সামনে যানবাহন চালকরা রাস্তা অবরোধ করেন। ঠিক তখনই ওই রাস্তা ধরে আগরতলার দিকে আসছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক। কিন্তু অবরোধে তিনিও



আটকে পডেন। বেশকিছু সময় ধরে অবরোধ চলে। যানবাহন চালকরা সঠিক সময়ে সিএনজি না পেয়ে রাস্তা অবরোধে শামিল হন। তারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়েও সিএনজি পাননি। তাই বাধ্য হয়ে তারা রাস্তা অবরোধ

করেছেন। প্রতিদিনই বিভিন্ন প্রান্তে সিএনজি চালিত যানবাহন চালকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তারা সেই হয়রানি থেকে নিস্তার পাওয়ার দাবিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাস্তা অবরোধ করছেন। যেমনটা এদিন উদয়পুরে দেখা গেল।

রেলে সাক্রয় চোর-ছিনতাইবাজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে রাজ্যবাসীর মনে। সাধারণ মান্যের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। চলন্ত রেলে এক মহিলার মোবাইল চুরির ঘটনায় আবারো সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনা বিশালগড় রেলস্টেশন এলাকায়। সাব্রুম বন বিভাগে কর্মরত বাধারঘাটের মন্দাদরী দেব্বর্মা অফিস সেরে রাতে রেলে বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় বিশালগড় রেলস্টেশন এলাকায় রেলটি থামার



আগেই এক যুবক মহিলার হাত থেকে মোবাইলটি টান মেরে চলস্ত রেল থেকে নেমে যায়। পরে স্টেশন মাস্টার, আরপিএফ ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় মহিলা বৃহস্পতিবার সকালে মোবাইলটি ফিরে পায়। নিরাপত্তার অভাবে এর আগেও আগরতলা-সাক্রম রেলে এই ধরনের চুরি, ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে বলে বহুবার অভিযোগ উঠেছে। ঠিক একই অবস্থা বিশালগড় রেলস্টেশনে। যাত্রীরা চাইছে এ বিষয়ে যেন সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। সেই সঙ্গে এ ধরনের ঘটনায় যারা জড়িত রয়েছে তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক বলে যাত্রীরা এ দাবি জানিয়েছে।

আগ্নকাণ্ডে আতাঙ্কত এলাকাবাসী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ৩ ফেব্রুয়ারি।। সন্ধ্যারাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ছড়ায় কল্যাণপুর থানাধীন পশ্চিম ঘিলাতলী পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ড রামকুমার ঠাকুরপাডায়। এলাকার বিশ্বজিৎ দাসের রাবারের গোডাউনে আগুন লাগে। বিধু দাসের ছেলে বিশ্বজিৎ অনেকদিন ধরেই রাবারের ব্যবসা করছেন। তাদের নিজেও রাবার বাগান আছে। নিজেদের উৎপাদিত রাবার শিটগুলি সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য বাড়িতে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। সেই ঘরেই এদিন কোন কারণে আগুন লেগে যায়। রাবার শিট প্রক্রিয়াকরণের জন্য ধোঁয়া দিতে হয়। সেই ধোঁয়া দেওয়ার সময়ই আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে পুরো ঘর ভঙ্গীভূত হয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন তাদের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর দেওয়া হয় কল্যাণপুর অগ্নি নির্বাপক দফতরে। অগ্নি নির্বাপক কর্মীরাও তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ধারণা করা হচ্ছে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে অগ্নিকান্ডের ঘটনায়। কল্যাণপুর থানার পুলিশও খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসে। অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা সঠিক সময়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসায় বিশ্বজিৎ দাস এবং তাদের প্রতিবেশীদের ঘরবাড়ি অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে।

দিনদুপুরে দুঃসাহসিকচুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি

গভাছড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি।।

দিনদুপুরে ঘরের তালা ভেঙে দুঃ সাহসিক চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় গন্ডাছড়ার নিখিল সরকারপাড়ায়। গন্ডাছড়া থানাধীন সরমা ভিলেজের অন্তর্গত নিখিল সরকারপাড়ার কেশব মল্লিকের বাড়িতে এই ঘটনা। এদিন দুপুরে তাদের বাড়িতে কেউ ছিলেন না। তাদের এক নিকটাত্মীয় রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় টের পান বাড়িতে কেউ আছে। তখনই তিনি বাডিতে প্রবেশ করেন। কিন্তু চোর বিষয়টি টের পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে কেশববাবুর স্ত্রী বাড়িতে ছুটে আসেন। তিনি এসে দেখেন ঘরের সব জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পড়ে আছে। তিনি জানিয়েছেন, চোরের দল ঘর থেকে স্বর্ণালঙ্কার-সহ নগদ ৭ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে গভাছড়া থানার পুলিশ কেশব মল্লিকের বাড়িতে ছুটে আসে। অভিযোগ নিয়ে পুলিশ তদন্ত করলেও এখনও পর্যন্ত চোর ধরা পড়েনি। দিনদুপুরে বাড়িতে ঢুকে এই ধরনের তাগুব চালানোর ঘটনায় স্থানীয়রা খুবই আতঙ্কিত। গভাছড়া মহকুমায় প্রায় প্রতিদিনই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে নাগরিকদের অভিযোগ। তাদের কথা অনুযায়ী নেশায় আসক্ত এক শ্রেণির যুবক এই ধরনের ঘটনার সাথে যুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, দিনদুপুরে বাড়িতে ঢুকে লুটপাট চালানোর সাহস তারা কোথা থেকে পেল? অনেকেরই সন্দেহ ঘটনার সাথে পরিচিত লোকজনের হাত থাকতে পারে। কারণ, ওই পরিবারের লোকজন যে বাড়িতে নেই তা চোরেরা কিভাবে টের পেল। হয়তো আগে থেকেই তারা ওই বাড়ির উপর নজর রাখছে।

ব্যাঙ্কের ঢালবাহানায় বিপাকে কৃষকর

চড়িলাম, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ব্যাঙ্কের টালবাহানায় বিপাকে কৃষকরা। জানা যায়, খারিফ শস্য এবং রবি শস্য দুই মরসুমেই কৃষকরা চাষাবাদ করার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে কেসিসি লোন নিয়ে থাকেন। ব্যাঙ্ক শতকরা ৭ টাকা সুদে কৃষকদের টাকা দিয়েছে। শর্ত ছিল এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদ-সহ আসল ফেরত দিলে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে নাবার্ড থেকে পরে ৩ শতাংশ সুদের টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এমন ওই শর্ত ছিল কেসিসি লোনের ক্ষেত্রে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, গত দুই বছর অনেক কৃষক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেসিসি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, লোন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাক্ষ চড়িলাম শাখায় পরিশোধ করেছে। কিন্তু



এখন পর্যন্ত ৩ শতাংশ সুদের টাকা কোন কৃষকের অ্যাকাউন্টে ঢুকেনি। আর এই নিয়ে প্রশা তুলাছে কেসিসি লোন প্রাপকরা। বৃহস্পতিবার এক কৃষক ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক চডিলাম শাখায় গিয়ে জানতে পারেন তা অনেক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রশ্ন হল গত বছরের ক্ষকদের অ্যাকাউন্টে এখন পর্যন্ত নাবার্ড এক টাকাও দেয়নি। এর আগের বছরও কেসিসি লোন প্রাপকদের নির্দিষ্ট সময়ে লোন পরিষ্কার করার পরও ৩ শতাংশ তো অনেক দূরের ব্যাপার, এক টাকাও দেয়নি অ্যাকাউন্টে। তাই লোন প্রাপকরা প্রশ্ন তুলেছেন আদৌ নাবার্ড সঠিক সময়ে লোন পরিষ্কার করলে ৩ শতাংশ সুদ অ্যাকাউন্টে দেবে কিনা?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **চডিলাম, ৩ ফেব্রুয়ারি।।** চুরির ঘটনা রাজ্যে নিয়মমাফিক রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গায় চুরির ঘটনা ঘটছে। এমন কোন জায়গা বাদ নেই যে চুরির ঘটনা ঘটছে না। শেষ পর্যন্ত শ্মশানঘাটে নিশিকটুম্বদের হানার ঘটনায় হতভদ্ব স্থানীয়রা। পরপারের একমাত্র ঠিকানা শা্শানঘাটে চুরি করতেও ভয় পায়নি নিশিকুটুস্বরা। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত বডজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙাপানিয়া নদীর তীরবর্তী এলাকার বডজলা শ্মশানঘাটে। বড়জলা শ্মশানঘাটে শবদেহ সৎকার করতে যাতে রাতে গ্রামবাসীদের কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য বডজলা শ্মশানঘাটের মধ্যে একটি সোলার লাইট এবং শ্মশানে যাবার রাস্তার মুখে একটি সোলার লাইট দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে এ এলাকা দিয়ে

রাত্রিবেলায় চলাচল করতে পথচারীদের কোন অসুবিধা হতো না। সোলার লাইটগুলি থাকার ফলে সুবিধা হতো এই রাস্তা ধরে যাতায়াতকারীদের। কিন্তু সোলার লাইটের ব্যাটারিগুলি চুরি করে নিয়ে

ব্যাটারিগুলি যাতে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাহলে গ্রামবাসীদের সুবিধা হবে। বিভিন্ন নেশাজাতীয় ট্যাবলেট খেয়ে কিছু বখাটে যুবক চুরির কাজে



যায় চোরের দল। যার ফলে অসুবিধে হচ্ছে গ্রামবাসীর। গ্রামের মানুষ বড জলা গ্রাম পঞ্চায়েতকেও জানিয়েছে। এরপরও গ্রামের মানুষ চাইছে চলাচলের সুবিধার্থে এবং শ্মশানঘাটের শবদেহ সৎকার

লিপ্ত হয়ে গোটা এলাকার বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, নেশার ট্যাবলেট খাওয়ার জন্য এমনটাই অভিযোগ থামের মানুষের। এককথায় ছিঁচকে চুরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ বিশ্রামগঞ্জ, বিশালগড এবং চডিলাম এর মানুষ।

বেতনে ইজাহার মাত্র দুই হাজা আগরতলা, ৩ ফব্রুয়ারি।। ২০১৮ সালে রাজ্যে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জন্য যারা যত বেশী জীবন-জীবিকা বাজি রেখে পরিশ্রম করেছে তারা বর্তমানে তত বেশি উপেক্ষিত ও বঞ্চিত। রাজ্যের শাসক দলের অন্দরে এমন কি হাটে বাজারে কান পাতলেই শোনা যায় তীব্ৰ আক্ষেপ এবং অভিমান মিশ্ৰিত এই ধরনের কথা। আর এই কথা যে অমূলক নয়, বরং বহুলাংশে সত্য তার সবচাইতে বড় প্রমাণ হল সমগ্রশিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত পাঁচ সহস্রাধিক চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক। রাজ্যে

দীর্ঘ আড়াই দশকের বাম শাসনে

লাল রক্তচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে

সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে

কর্মচারী সংগঠন হল এই চুক্তিবদ্ধ

শিক্ষকদের সংগঠন। ২০১৭ সালে

ওরিয়েন্ট চৌমুহনিতে একটানা ১১

সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে

পরিবর্তনের বিউগল বাজিয়ে ছিল

যে সংগঠন তা হল এই চুক্তিবদ্ধ

শিক্ষকদের সংগঠন। অথচ বর্তমান সরকারের প্রতিভূরা বেমালুম ভূলে গেছে সেই সব আন্দোলনের ইতিহাস। আর তাই পরিবর্তনের চার বছরে সবচাইতে বেশি বঞ্চিত রয়েছে এই প্রতিবাদী শিক্ষকরাই। এমন অভিযোগ সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত শিক্ষকদের তিনটি সংগঠনের প্রত্যেকটির। পরিবর্তনের সরকারের চার বছরে এই শিক্ষকদের বেতন বাড়লো না এক পয়সাও। অথচ পূর্বতন বাম সরকারের আমলে বছরে ন্যুনতম ৩ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট জুটত। অর্থাৎ পরিবর্তনের জন্য ঐ শিক্ষকরা যদি উতলা না হত তবে ন্যুনতম ১২ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি নিশ্চিত ছিল। পরিবর্তনের একমাসের মধ্যে নিয়মিতকরণ, তোলার সাহস দেখানো একমাত্র সপ্তম পে কমিশন সহ চাকুরিতে যোগদানের দিন থেকে আর্থিক সুবিধা সহ আরো কত লোভনীয় প্রতিশ্রুতির বাণে ভেসে যাওয়া ঐ দিন আমরণ অনশনের মাধ্যমে বাম শিক্ষকরা এখন প্রকাশ্যেই আওড়াচ্ছে সেই আপ্তবাক্য 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু '। তবে ঐ শিক্ষকদের জন্য সবচেয়ে বড়

সন্নিকটে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এ কে কুরেশির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ সহ সকল আর্থিক সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দেন। তা প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। এরই মাঝে রাজ্য সরকার আদালতের রায় অস্পষ্ট সহ নানা টালবাহানার পর টেট উত্তীর্ণ কয়েকজনকে নিয়মিত করে বাকিদের জন্য একটি স্কীম তৈরী করে। ঐ স্কীমে যে সকল শিক্ষক ২৩ আগস্ট ২০১০ এর আগে নিয়োগকৃত এবং দুই বছরের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তাদের নিয়মিত না করে নিয়মিত শিক্ষকদের হারে বেতন ভাতা প্রদানের ঘোষণা করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এতে তিনি উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের বেতন ৩৬৮৫০ টাকা এবং প্রাথমিকস্তরে তা ২৯ হাজারের

কাছাকাছি বলেও উল্লেখ করেন কিন্ত সমগ্র শিক্ষার রাজ্য মিশনের একটি গোপন সুত্রে দাবি করা হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রীর ঐ ঘোষণাও বাস্তবে একটি জুমলার রূপ নিতে চলেছে। রাজ্য সরকারের নিয়মিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পূর্ণ হবার পর থেকেই নিয়মিত বেতনক্রমের আওতায় চলে আসে। সেই হিসাবেই যে বেতন দাঁড়ায় সেটাই ঘোষণা করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু সর্বশেষ যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা তথা বেতনের ফিক্সেশান করা হচ্ছে দশবছর পর থেকে। সেই হিসাবে উচ্চ প্রাথমিকস্তরের শিক্ষকদের বেতন দাড়াবে ২৯৬৮৫ টাকা আর প্রাথমিকস্তরে ২৩২৫৩ টাকা। অর্থাৎ বেতন বৃদ্ধি দুই হাজার থেকেও কম। জানা গেছে, মেলারমাঠের হাতে তামাক খাওয়া কতি পয় আধিকারি কের কারসাজিতেই এমনটা করা হচ্ছে। আর তা যদি সত্যি হয় তবে সেটা হবে এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রয়াত বামনেতা সুরেজ

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ছয়টায় সিপিআইএম'র প্রবীণ সদস্য, পার্টির প্রাক্তন রাজ্য কমিটির সদস্য, কৃষক নেতা সুরেন্দ্র রায় তার বামটিয়াস্থিত নিজ বাডিতে প্রয়াত হন। তিনি বেশ কয়েক বছর যাবৎ বার্ধক্যজনিত নানাবিধ শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, চার কন্যা ও পরিজনদের রেখে যান। সুরেন্দ্র রায় ১৯৫২ সালে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে মতাদর্শগত কারণে পার্টি ভাগ হলে তিনি সিপিআইএম দলে যোগ দেন। তিনি ১৯৭৮ সালে পার্টির ১০ রাজ্য সম্মেলনে রাজ্য কমিটির সদস্য হন এবং কৃষক ফ্রন্টের নেতৃত্বে থেকে কাজ করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে শারীরিক সীমাবদ্ধতার জন্য ১৯৮৫ সালে পার্টির ১২তম রাজ্য সম্মেলনে রাজ্য কমিটি থেকে অব্যাহতি নেন। কিন্তু পার্টির সদর মহকুমা কমিটিতে এবং ভাগ হওয়ার পরে মোহনপুর মহকুমা কমিটিতে থেকে যথাসাধ্য পার্টি ও গণ সংগঠনে কাজ করতে থাকেন। তিনি দীর্ঘদিন সারা ভারত সামনের সারির সুযোগ্য সংগঠক এলাকায় কৃষক, শ্রমিক, তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। জনগণের সাথে সুরেন্দ্র রায়ের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সুরেন্দ্র রায় তৎকালীন কংগ্রেস রাজত্বে হাততোলা ভোটে বামুটিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৯ সালে গোপন ব্যালটে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রধান পদে পুনর্নিবাচিত হন এবং অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে তিনি পঞ্চায়েতের এই দায়িত্ব পালন করেন। সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী সুরেন্দ্র রায়ের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে, প্রয়াতের স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ও পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। রাজ্যে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা ও সম্প্রসারণে এবং



সুরেন্দ্র রায়ের অবদান পার্টি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। সিপিআইএম রাজ্য দফতরের পক্ষে হরিপদ দাস বিবৃতি তে শোক জানিয়েছেন। এদিকে, প্রয়াত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। পরে তিনি বিবৃতিতে জানান, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীর

আমার কাছে হৃদয় বিদারক। আমার পার্টিতে আসার প্রথম সময় থেকেই পার্টির ঘনিস্ট যাঁদের আমি দেখতাম তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুরেন্দ্র রায়। পার্টির অবিভক্ত সদর মহকুমার সদস্য হিসাবে সুরেন্দ্র গান্ধীগ্রাম এলাকায় পার্টিকে গড়ে তুলতে সর্বাগ্রগণ্য দায়িত্বশীল

কৃষক জনতাকে সংগঠিত করতে সুরেন্দ্র রায় প্রয়াত হবার ঘটনা শ্রমজীবীদের মধ্যে নিজ হাতে ধরে ধরে একটির পর একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা প্রতিপালন করেছিলেন। লড়াই-সংথামে নিজে সর্বদা সামনের সারিতে থাকতেন। ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে ছাত্ৰ-যুবক নেতৃত্ব ও রায় বামটিয়া, কামালঘাট এবং সংগঠকদের অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সাহায্য করেছেন। সমগ্র এলাকায় পার্টির নির্ভরশীল অন্যতম অন্যতম বর্ষীয়ান নেতা এবং ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক অভিভাবক হিসাবে

রাজ্যভিত্তিক কোরান প্রতিযোগিতা ১৯শে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

সোনামুড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা নাগরিক সুরক্ষা মজলিসের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো রাজ্যভিত্তিক হিফজুল কোরান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজ্যভিত্তিক এই প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানটি হবে সোনামুড়া নতুন টাউন হলে। বহস্পতিবার সংস্থার কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানিয়েছেন সংস্থার সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন। তিনি বলেন. এই প্রতিযোগিতায় শুধু রাজ্যের হাফেজ ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। ছেলেদের ক্ষেত্রে ২০ বছর পর্যন্ত এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে যেকোনো হাফেজ মেয়েরা অংশগ্রহণ করতে পারবে এই প্রতিযোগিতায়। ছেলেদের জন্য প্রথম পুরস্কার ২০ হাজার টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫ হাজার টাকা তৃতীয় পুরস্কার ১০ হাজার টাকা এবং মেয়েদের জন্য প্রথম পুরস্কার ১০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭ হাজার টাকা, তৃতীয় পুরস্কার ৫ হাজার টাকা বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। ১০ ফেব্রুয়ারির আগে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীরা কার্যালয় থেকে ফর্ম সংগ্রহ করে জমা দিতে হবে। এইদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি মণির হোসেন, মোহন মিয়া, কবির হোসেন, শাহআলম মিয়া প্রমুখরা।

শৈক্ষিকসংঘের ডেপুটেশন



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা রাজ্য মহাবিদ্যালয় শৈক্ষিক সংঘের সভাপতি ডঃ অর্জুন গোপ এবং সাধারণ সম্পাদক তীর্থরাম রিয়াং-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল কলেজ শিক্ষকদের বিভিন্ন পেশাগত দাবি দাওয়া এবং বিভিন্ন সাধারণ ডিগ্রি কলেজ ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামোর সমস্যা নিয়ে ত্রিপরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গঙ্গাপ্রসাদ প্রসাইন ও উচ্চ শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা এন. সি শর্মা'র সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে ডেপুটেশনে মিলিত হয়। উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনস্থ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে গবেষণার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দাবি জানানো হয়। উপাচার্য এই দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে এ নিয়ে সদর্থক পদক্ষেপের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন। উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে মিলিত হয়ে অবিলম্বে কর্মরত শিক্ষকদের ক্যাস প্রদান-সহ ইউজিসি ও এআইসিটিই মোতাবেক ০১/০১/২০১৬ থেকে বকেয়া-সহ

বেতন প্রদান, ডিপ্লোমা লেবেল কারিগরি কলেজের শিক্ষকদের ৭তম বেতন কমিশনের বেতন বঞ্চনার অবসান ও কলেজগুলিতে কর্মরত পিজিটি শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবি জানানো হয়। অধিকর্তা এই সকল দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এবং অতিসত্বর সমস্যার অবসানে প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রসঙ্গত গত ২৪ জানুয়ারি এই সকল দাবি দাওয়া নিয়ে প্রতিনিধি দল উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের সঙ্গে মিলিত হন। মন্ত্রী খুব দ্রুততার সঙ্গে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে

খানের বাড়িতে পীয়ু



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় রঘুনাথপুরের দীর্ঘদিনের কংগ্রেস নেতা আমির খান সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে পুরোনো কংগ্রেস নেতারা অনেকেই তার বাড়িতে ছুটে আসেন। বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াত নেতার বাড়িতে আসেন পীযুষ কান্তি বিশ্বাস। তিনি প্রয়াতের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। পীযুষ কান্তি বিশ্বাস বলেন, প্রয়াত আমির খান সারা জীবন কংগ্রেসের একনিষ্ট সৈনিক হিসেবেই কাজ এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া/সাব্রুম, ৩ ফেব্রুয়ারি।। মাঝে আর মাত্র একদিন। শনিবার সর্বত্র বাগদেবীর পুজো। বাগদেবীর আরাধনায় এখন সর্বত্র চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তো বটেই, প্রায় বাড়িঘরে দেবী সরস্বতী পুজার জন্য ব্যস্ত। সোনামুড়া মহকুমার নানা প্রান্তে মৃৎশিল্পীরা সরস্বতী মূর্তি নিৰ্মাণ কাজে ব্যস্ত। কিন্তু মৃৎশিল্পীদের মধ্যে মূর্তি, নিয়ে মিশ্র

আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে

গরম করে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ক্রোধের বশে লোকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। বাহু ও উরুতে আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ হলেও নানা সমস্যা দেখা দেবে। 📗 বৃষ: দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক |

সমস্যা নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। একাধিক শুভ যোগাযোগ আসবে, যা উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগের প্রবণতা সমস্যায় ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভই। মিথুন : দিনটিতে এই রাশির জাতক -জাতিকাদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে রাগ জেদ দমন করা দরকার।

ব্যবসাস্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে না। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে সহযোগী মনোভাব থাকবে।

কৰ্কট : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল 🛼 মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে।

সিংহ : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনিটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

কন্যা: শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। তবে মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কিছুটা ঝামেলা থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে

তুলা: দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সম্ভোষজনক। মানসিক

কমস্থল নিৰ্বাঞ্জাটে কাটবে । আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল নির্দেশ করছে। সাফল্যের পথে কোনও বাধা থাকবে না। শত্ৰু হ্ৰাস পাবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

বৃশ্চিক: শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন

🗸 🗸 নেওয়া দরকার

সম্মানহানির সম্ভাবনা আছে দিনটিতে। তাই । চলাফেরায় সতর্ক থাকতে হবে। শুভ শত্রুতা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে ব্যবসায় নানান সমস্যায় সম্মুখীন হতে হবে। মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগে থাকতে হবে। দিনটিতে জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ

মানসিক ভালোই দিকও যাবে <equation-block> পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। তবে আত্মীয় গোলযোগ । সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে চলবেন ব্যবসায়ীদেরও সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে।

মকর : দিনটিতে মাথা ঠাভা রেখে চলবেন। কর্মকেত্রে উপরওয়ালা ও সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে মিশে চলুন। আর্থিক দিনটা খারাপ নয়। তবে ব্যয় পরিহার করুন।

বিশেষ করে অযথা ব্যয় করবেন

🛘 কুম্ভ : স্বাস্থ্য ও মানসিক দিকও ্ৰালোই যাবে। বন্ধু থেকে উপকৃত হতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশকে আনন্দদায়ক থাকবে কর্মক্ষেত্রে সামান্য ঝামেলা হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা খারাপ

হবে না। 💌 মীন : দিনটিতে কর্মকেতে ১, ু পরিবেশ বজায় । — শলা যাবে। l থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো যাবে।

কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে একটু দূরে থাকবেন। দিনটিতে মনের শান্তি বিঘ্ন হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ততটা শুভ নয়।



নির্মাতাদের বক্তব্য খরচ বেড়ে গেছে অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু সেই অনুযায়ী আনুষাঙ্গিক খরচ মিটিয়ে বাগদেবী বিক্রি করে সঠিক মূল্য পাওয়া যায় থাকায় চিরাচরিত প্রথাকেই আঁকড়ে

পাল, গৌরাঙ্গ পাল-সহ আরো অনেকেই। চলতি বছরে বিভিন্ন মডেলের একটি স্টুডিওতে শতাধিক মূর্তি তৈরি করছে শিল্পীরা। এছাড়া ডাইসের তৈরি করা হয়েছে প্রায় না। তবুও বিকল্প কর্মসংস্থান না শতাধিক। সব মিলিয়ে মূর্তির চাহিদা কেমন হয় এই নিয়ে হতাশায় ধরে রাখতে বাধ্য মৃৎশিল্পীমহল। রয়েছে মৃৎশিল্পীরা।তবে সাম্প্রতিক করে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও এমনটাই জানালেন কাঁঠালিয়া করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি কিছুটা সাক্রম শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বাণিজ্যিক এলাকার বাগদেবী স্বাভাবিক থাকায় স্কলগুলো খোল

থাকায় আশার আলো দেখছে। পুজোর বাজারে ফল বিক্রেতারাও বাইপাস সড়কের পাশে পসরা সাজিয়ে বসে নানা উপকরণ বিক্রিতে ব্যস্ত এখন। সবমিলিয়ে বাগ্দেবীর পুজোকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি তুঙ্গে। এদিকে আগামী শনিবার বাগ্দেবীর পূজাকে কেন্দ্র এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। পুর নির্বাচনের পর থেকে হকারদের উচ্ছেদ নিয়ে কঠোরভাবে নেমেছে খোদ মেয়র। শহরের হকার্স কর্নার-সহ বিভিন্ন রাস্তায় বুলডোজার চালানো হচ্ছে। বহুদিন ধরে রাস্তার পাশে হকারি করা আসা দোকানপাট ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি আবাসের কাছাকাছি এলাকাতেও বেশ কিছু হকার উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের বিকল্প ব্যবস্থা না করেই এই উচ্ছেদের অভিযোগ রচেছ। এর মধ্যে বটতলা সেতুর পাশে বাঁশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে নোটিশ ধরিয়ে রেখেছে পুরনিগম কর্তৃপক্ষ । এসব ঘটনায় প্রতিবাদে নামলো বামপন্থীরা। সিআইটিইউ অনুমোদিত বিভিন্ন সংগঠন ছাত্র এবং যুবকদের নিয়ে বৃহস্পতিবার সিটি সেন্টারে আগরতলা পুরনিগম অফিস ঘেরাও করেন। যথাযথ বিকল্প ব্যবস্থা না করে হকারদের উচ্ছেদ না করার দাবিতেই এই ঘেরাও আন্দোলন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন সাংসদ শঙ্কর প্রসাদ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন অমল চক্রবর্তী, তপন দাস-সহ সিপিএম'র

সিআইটিইউ'র দাবি, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশকে উপেক্ষা করেই আগরতলা পুরনিগম, ধর্মনগর-সহ অন্যান্য পুর পরিষদগুলি রাস্তার পাশের ব্যবসায়ীদের গায়ের জোরে তুলে দিচ্ছে। বেআইনিভাবেই তাদের উচ্ছেদ চলছে। বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই অযৌক্তিকভাবে তাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। বিরোধী দল এবং সংগঠনগুলির কার্যালয়ও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য হকার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের বক্তব্য নিয়েও আগ্রহ নেই বিজেপি পরিচালিত পুরনিগমের। এর মূল কারণ বেআইনিভাবে পুরনিগম দখল নেওয়ায়। ভোট ঠিকভাবে হয়নি। শহরবাসীরা প্রকৃত অর্থে ভোট দিতে পারেননি। গায়ের জোরেই ক্ষমতায় আসায় এমনটা হচ্ছে। শঙ্কর প্রসাদ দত্ত সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, রাস্তার পাশে অস্থায়ীভাবে ব্যবসা করেন দরিদ্র অংশের মানুষরাই। তাদের যথাযথ বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া উচ্ছেদের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সর্বোচ্চ আদালতে। ছোট

উচ্ছেদ না করা হয় তা নির্দেশিকায় রয়েছে। কিন্তু শহর সৌন্দর্যায়নের কথা বলে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। যথাযথ বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে কোনও উদ্যোগ নেই পুরনিগমের। বাম আমলে শহরের বিভিন্ন অংশে হকারদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মহারাজগঞ্জ বাজার বিপনি বিতান, দুর্গা চৌমহনি, লিচ বাগান, বটতলা-সহ আরও কিছু এলাকায় বিপনি বিতান করে হকারদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার বিকল্প কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থা করেনি। উল্টো গায়ের জোরে উচ্ছেদে নেমেছে। আমাদের দাবি যথাযথ বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা যাবে না। শঙ্করের বক্তব্য ভাত দেওয়ার মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই। এমনই অবস্থা পুর কর্তৃপক্ষের। যদিও এদিন হকারদের উচ্ছেদ নিয়ে পুর কর্তৃ পক্ষের কোনও প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারেননি আন্দোলনকারীরা। যে কারণে তারা হকার উচ্ছেদ করলে বড়সড় আন্দোলন করার হুংকার দিয়ে এসেছেন।



ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ নিয়ে চাপে নিগম প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আদালতেও গেছেন। বিকল্প ব্যবস্থা পাশে থাকবো। তাদের জন্য কথা

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বাঁশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ নোটিশ ঘিরে চাপে পড়ছে পুরনিগম। নোটিশ দিয়েও বাঁশ ব্যবসায়ীদের বটতলায় হাওড়া নদীর তীর থেকে তুলতে পারেনি। এমনকী মাইকিং করেও চাপে পড়ে তাদের সরাতে পারেনি। পাল্টা চাপ বাডলো প্রনিগম কর্তৃ পক্ষের। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের সঙ্গে দেখা করার পর থেকে। বৃহস্পতিবার সিট্ট-সহ বামপন্থী কয়েকটি সংগঠন এই বাঁশ ব্যবসায়ী-সহ হকারদের উচ্ছেদ নিয়ে মিছিল ও আন্দোলন করলো। সব মিলিয়ে বাঁশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে চাপে রয়েছে আগরতলা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। এদিন বটতলার বাঁশ বাজারের ব্যবসায়ীরা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের সাথে দেখা করেন। বাঁশ ব্যবসায়ীরা জানান, ২০১৫ সালেও একবার তাদের উঠিয়ে দেওয়ার কথা হয়েছিল। তখন মুখ্যমন্ত্ৰী থাকার সময় মানিক সরকার তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের পরও উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে। এই কারণে আবার মানিক সরকারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বৈঠকের পর বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের বক্তব্য, রাজার আমল থেকেই এখানে বাঁশ বিক্রি হতো।আমি যখন স্কুলে যেতাম এই ব্যবসায়ীদের দেখতাম। বামফ্রন্ট সরকার যখন নাগেরজলা মোটরস্ট্যান্ড করার উদ্যোগ নিয়েছিল, এই সময় বাঁশ বাজারের ব্যবসায়ীদের পাশে অটো শ্রমিকরাও থাকতে চাইছিলেন। তারা নিজেরাই সমঝোতার ভিত্তিতে বটতলা সেতুর কাছে যৌথ অবস্থান করছেন। যদিও তাদের তুলে দিতে

না করে বাঁশ ব্যবসায়ীদের না সরাতে নির্দেশ রয়েছে। আমি এই ব্যবসায়ীদের চেয়ারম্যান এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেখা করতে বলেছি। তাদের থেকে শুনতে পেরেছি বাঁশ ব্যবসায়ীদের তুলে এই জায়গায় পার্ক করতে চাইছে সরকার। শহর সৌন্দর্যের জন্য এই উদ্যোগ। বিরোধী দলনেতার মন্তব্য, ভোট হয়নি, জালিয়াতি করে পুরনিগম দখল নেওয়া হয়েছে।

মিছিল করেছে সিআইটিইউ-সহ বামপন্থী সংগঠনগুলি। তারা আগরতলা পুরনিগম অফিস ঘেরাও করে। দাবি তোলা হয়, হকারদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করার। সিআইটিইউ'র নেতা শঙ্কর দত্ত জানান, বামফ্রন্ট সরকার হকারদের বিকল্প ব্যবস্থা করার আগে উচ্ছেদ করেনি। আগরতলায় ১৫ থেকে ২০টি মার্কেট করা হয়েছে এই সব

বলবো। এদিন হকারদের হয়ে শহরে



এখন হকারদের উচ্ছেদ করছে। ঘর ভাঙা হচ্ছে। হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, ওষ্ধ নেই। করোনায় মানুষ মরছে। বাঁশ বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনার্স, এমএ পাশ যুবকও রয়েছেন। তারা পড়াশোনা করে বাঁশ বিক্রি করছেন। এটা ভালো কথা। কারোর কাছে হাত পাতছে না তারা। তাদের জেঠ দাদার আমল থেকে বাঁশ ব্যবসা করে আসছেন। আমি তাদের বলেছি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। দরকার হলে আমাকে বিস্তারিত সব লিখে পাঠাতে। আমিও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। বাঁশ ব্যবসায়ীরা আমার কাছে না এলেও আমরা তাদের

হকারদের পুনর্বাসন দিতে। বিজেপি নিয়ন্ত্রিত প্রনিগম জালিয়াতি করে এসেছে। ভোট জালিয়াতি করে আসায় তারা হকারদের উচ্ছেদ করছে। আমরা হকারদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের দাবিতে পুরনিগমের মেয়রের সঙ্গে কথা বলতে চাই। হকারদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার দাবি তুলছি। এখন আবার শুনতে পারছি উচ্ছেদ হওয়া হকারদের টাকার বিনিময়ে ফের বসার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। সব বিষয়ে পুরনিগমের মেয়রের সঙ্গে কথা বলতে চাই। যদি তিনি সময় দেন। সিআইটিইউ'র নেতারা বাঁশ ব্যবসায়ীদের হয়েও দাবি তুলেন।

পুরনিগম থেকে নোটিশ দেওয়া

হয়েছে। এর বিরুদ্ধে তারা উচ্চ

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক

ক্রমিক সংখ্যা — ৪২৫							
			4	7	5		6
8				9	4	7	2
7		6	2		3		
			3				
5							3
		5			2		
3		4	7		6	2	
	4	2					
	1	9	8			5	4
	8 7 5	8 7 5 3 4	8	8 4 7 6 2 3 3 4 7 4 2	8 4 7 7 6 2 3 3 5 5 3 4 7 4 2	8 4 7 5 7 6 2 3 5 3 4 7 6 3 4 7 6 6 4 2 6 6	8 4 7 5 7 6 2 3 5 3 4 7 3 4 7 6 2 4 2 6 2

ফের গরু চুরি, প্রশ্নের মুখে নিরাপতা ব্যবস্থা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গর্জি, ৩ **ফেব্রুয়ারি।।** ফের গরু চুরির ঘটনায় নিরাপতা ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। বুধবার রাতে গর্জি ফাঁড়ির অন্তর্গত পেরাতিয়া ভিলেজের ইচ্ছামারা গ্রামের শিব বৈদ্যের বাড়ি থেকে দুটি গবাদি পশু চুরি হয়। স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী দুটি গবাদি পশু গাড়ি করে নিয়ে যায় চোরের দল। গ্রামবাসীরা ঘটনাটি টের পেলে তারা গাড়ির পেছনে ধাওয়া করেন। কিন্তু চোরের দল সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।খবর পেয়ে গর্জি ফাঁড়ির পুলিশ ছুটে আসে। পরবতী সময় আরকেপুর থানার পুলিশও ময়দানে নামে। কিন্তু চোরের দল পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। জানা গেছে, গাড়িটি রমেশ চৌমুহনির দিকে চলে যায়। গর্জি এলাকায় কিছু সময় ধরে এই ধরনের চুরির ঘটনা বন্ধ ছিল। কিন্তু পুনরায় শিবু বৈদ্যের বাডির ঘটনার পর সবাই আতঙ্কিত। একটা সময় প্রতিরাতেই গর্জি ফাঁড়ি এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটেছিল। বিশেষ করে গবাদি পশু নিয়ে গেছে চোরের দল। কিন্তু পুনরায় একই ধরনের ঘটনা শুরু হওয়ায় নাগরিকরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করার দাবি জানিয়েছেন।

জীবনের ঝুকি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি।। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই

প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসে কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

ওই বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা খুবই ব্যস্ততম। প্রতি মুহূর্তে যানবাহন

ছোটাছুটি করে। বিদ্যালয়ের পাশেই আছে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়

এবং আরেকটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের সামনে

যানজটের সৃষ্টি হয়। যে কারণে পড়ুয়া থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের

আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। এলাকাবাসী চাইছেন বিদ্যালয়ের সামনে

কোন ট্রাফিক কর্মী মোতায়েন করা হোক। কারণ, যানবাহন যেভাবে

দুরস্তগতিতে ছোটাছুটি করে তাতে যেকোন দিন বিপদ ঘটতে পারে।

বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি

জানান, বিষয়টি নিয়ে মৌখিকভাবে অনেকের কাছেই অভিযোগ জানানো

হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দটি স্কল এবং

বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস যে জায়গায় অবস্থিত তার সামনের অংশে

কল্যাণপুর বাজারের রাস্তা আবার অন্যদিকে নদীর পূর্ব পাডমুখী সডক।

আরেকদিকে মোটরস্টান্ডে যাওয়ার রাস্তা। সব মিলিয়ে তিনটি রাস্তার মুখে

দুটি বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস। স্বাভাবিক কারণেই

সেখানে প্রতিদিন কৃত্তিম যানজট লেগে থাকে। বিদ্যালয় ছুটির পর অনেক

ছাত্রছাত্রী দৌড়ে রাস্তায় চলে আসে। তখনই কোন বিপদ ঘটতে পারে

বলে স্থানীয়দের আশঙ্কা। মাঝে মধ্যে ছোট-বড় দুর্ঘটনা লেগেই আছে।

তাই বড় কোন ঘটনা ঘটার আগেই সেখানে ট্রাফিক কর্মী মোতায়েন

পাঁচ মাস ধরে বেতন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, **৩ ফেব্রুয়ারি।।** ৫ মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় এক প্রকার বাধ্য হয়ে চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল নিরাপত্তারক্ষীর দায়িত্বে থাকা কর্মীরা। জানা যায়, নর্থ-ইস্ট সিকিউরিটি গার্ড কোম্পানির অধীনে নাইটগার্ড হিসেবে রুকিয়া বিদ্যুৎ প্রজেক্টে কর্মরত ১৬ জন নাইটগার্ড কর্মী গত চার বছর যাবৎ নাইট গার্ড কর্মী হিসেবে কর্মরত। তারা সবাই কলমচৌড়া থানা এলাকার। কিন্তু অবাক করার বিষয়, গত পাঁচ মাস যাবৎ কোম্পানি

তাদের বেতন দিচ্ছে না। তারা রাতে অনেক পরিশ্রম করে ডিউটি করার পরেও বেতন পাচ্ছে না। ফলে পাঁচ মাস ধরে পরিবার চালাতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। কোম্পানির পক্ষ থেকে তাদের কোন আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে না। ফলে নাইট গার্ডরা বহস্পতিবার থেকে কাজ বন্ধ করে দেন। এই বিষয়ে কলমচৌড়া থানা পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে জিডি দায়ের করা হয়েছে। তাদের বর্তমানে থানার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কারণ যাদের অধীনে তারা চাকরি করেন কেউই কোন

গুরুতর আহত বাবা ও ছেলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত চামটিলা ট্রাইজংশন এলাকায় যান দুর্ঘটনায় আহত হলেন বাবা ও ছেলে। কদমতলার বাঘন এলাকার সুভাষ নাথ (৩৬) ৮ বছরের ছেলেকে নিয়ে বাইকে চেপে কাঞ্চনপুরের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। ট্রাইজংশনে এনএল০১এসি১৪০৬ নম্বরের কন্টেইনার লরি তাদের বাইকে ধাক্কা দেয়। পরবর্তী সময় লরিটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় বাবা ও ছেলে রাস্তাতেই পড়ে থাকেন। স্থানীয় লোকজন সঙ্গে সঙ্গে পানিসাগর ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আহত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাবা ও ছেলেকে রেফার করা হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। এদিকে, ওই কন্টেইনার লরিটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে এসে বিলথৈ পার্কিং এলাকায় দাঁড়িয়ে পড়ে। চালক সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পানিসাগর থানার পুলিশ খবর পেয়ে লরিটি আটক করে থানায় নিয়ে আসে।জানা গেছে, ওই দুর্ঘটনায় ৮ বছরের শিশুটির বুকে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। তার শারীরিক অবস্থা

করার দাবি জানিয়েছেন সবাই। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ এখনও গুরুতর বলে খবর। প্রকাশ করেছেন। তারাও চাইছেন প্রশাসন ওই বিষয়টির দিকে নজর দিক। নৌকাঘাটে ফের বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড, ৩ ফেব্রুয়ারি।। সিপাহিজলার নৌকাঘাট থেকে আবারও বাইক নিয়ে গেল চোরের দল। বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা নাগাদ এই ঘটনা। কয়েকজন যুবক-যুবতি বাইক নিয়ে সিপাহিজলায় ঘরতে এসেছিলেন। তারা রাস্তার পাশে বাইক রেখে নৌকাঘাটে যান। তাদের মধ্যে ওয়াসিমল ইসলামের বাইকটি কে বা কারা তখনই চুরি করে নিয়ে যায়। যুবকের স্ত্রীও তার সাথে ছিলেন। তাদের কথা অনুযায়ী নৌকাঘাট থেকে ৫ মিনিট পর রাস্তায় এসে দেখেন বাইকটি উধাও।ওয়াসিমূল বাইক না পেয়ে চিৎকার করতে থাকেন।টিআর০৭ডি৪৬৩৭ নম্বরের বাইকটি চুরি যাওয়ার অভিযোগ জানানো হয় বিশালগড় থানায়। জানা গেছে, এক যুবক বলেরো গাড়িতে বাইকটি তলে নিয়ে পালিয়ে যায়। বাইকের মালিক-সহ অন্যান্য লোকজন এদিক-ওদিকে খোঁজ করেও বাইকের হদিশ পাননি। জানা গেছে, মেলাঘরের দু-তিনজন বাইক চোর সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে তারাই এই ঘটনার সাথে যুক্ত কিনা। বিশ্রামগঞ্জ এবং বিশালগড় থানা এলাকায় বাইক চুরির ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। নৌকাঘাটে এ নিয়ে প্রচুর সংখ্যক বাইক চুরি গেছে। এদিন সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে ওয়াসিমুল ইসলাম এবং তার পরিবারের সদস্যরা পুলিশের উদ্দেশে আর্জি জানিয়েছেন চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করার জন্য। ওই যুবক পেশায় একজন গৃহশিক্ষক। তার পক্ষে নতুন বাইক কেনা সম্ভব নয়। সেই কারণেই তারা এ ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত চুরি যাওয়া বাইকের হদিশ মেলেনি।

অঙ্গ্লেতে রক্ষা পেলেন চালক ও সহচালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বহস্পতিবার আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের আমবাসা ম্যাগাজিন পাড়ায় পাথর বোঝাই একটি ট্রিপার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। ট্রিপার চালক এবং সহচালক এতে অল্পবিস্তর আঘাত পান। ম্যাগাজিন পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে অন্য একটি গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে ট্রিপার চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। সেই কারণে ট্রিপারটি খাদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এই দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন চালক এবং সহচালক। ট্রিপারটি খাদে সম্পূর্ণভাবে উল্টে যায়। পথচলতি মানুষও অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/59/2021-22 dated-01/02/2022

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class for internal electrification works registered with PWD Tripura / TTADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Board up to 3.00 P.M. on **14/02/2022**

SI. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1.	DNIeT No. EE-IED/AGT/131/2021-22	Rs. 13,48,107.00	Rs.13,481.00	45(forty five) days
2.	DNIeT No. EE-IED/AGT/132/2021-22	Rs. 6,58,081.00	Rs. 6,581.00	45(forty five) days
3.	DNIeT No. EE-IED/AGT/133/2021-22	Rs. 6,12,378.00	Rs. 6,124.00	45(forty five) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 14/02/2022 up to 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 14/02/2022, if possible, For more details kindly visit : https:// tripuratenders.gov.in

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA-C-3598-22

For and on behalf of the Governor of Tripura

Sd/- Illegible (DHRUBAPADA DEBNATH) Executive Engineer, Internal Electrification Division. PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

গাড়িতে মহিলা যাত্রীর ব্যাগ ছিনতাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা থেকে চড়িলাম আসার পথে ছিনতাইবাজের খপ্পরে পড়েন মহিলা যাত্রী। উত্তর চড়িলাম পঞ্চায়েতের ফকিরামুড়া এলাকায় রিংকু বেগমের টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে যায় কে বা কারা। রিংকু বেগম তার মা পরিজা বিবিকে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন। সেকেরকোট আসার পর গাড়ির সহচালক রিংকু বেগমকে তার ব্যাগ গাড়ির সিটের নিচে রেখে দিতে বলেন। বড় ব্যাগের মধ্যেই ছিল টাকার ব্যাগ। এছাড়া এটিএম কার্ড, পেনকার্ড-সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ব্যাগেই ছিল। বিশালগড হাসপাতালের সামনে আসার পর গাড়ি থেকে এক মহিলা নেমে পড়েন। এরপর বিশালগড় মোটরস্ট্যান্ডে আরও দু'জন গাড়িতে উঠেন। গাড়িটি চড়িলাম পরিমল চৌমুহনি আসার পর রিংকু বেগম এবং তার মা নেমে পড়েন। তখনই তারা ব্যাগ খুঁজে পাননি। গাড়ির কোথাও সেই ব্যাগ ছিল না। এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তারা। রিংকু বেগমের স্বামী সৌদিআরবে থাকেন। নগদ প্রায ১৫ হাজার টাকা এবং নথিপত্র হারিয়ে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন। এখন প্রশ্ন উঠছে গাড়ি থেকে কিভাবে ব্যাগটি ছিনতাই হল? তাদের আগে যারা গাড়ি থেকে নেমেছেন তাদেরকেই সন্দেহ করছেন তারা। বিষয়টি নিয়ে পুলিশেরও দ্বারস্থ হয়েছে রিংকু বেগম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চুরি যাওয়া টাকা এবং নথিপত্রের হদিশ মেলেনি।

আগরতলা পুরনিগম

আগরতলা

সেহা নং: F.98/OSD/(Dev)/ NULM/AMC/14(Part-II)

সাহায্য তো দুরের কথা তাদের

সাথে কথা বলছেন না। তাই নাইট

গার্ডরা থানায় লিখিতভাবে জানিয়ে

দিয়েছেন ভবিষ্যতে যদি রুখিয়া

প্রজেক্টে কোন সমস্যা অথবা কোন

চুরির ঘটনা ঘটে তাহলে তাদের

উপর যাতে কোনো দায় না আসে।

নর্থ-ইস্ট কোম্পানি আগরতলা

কর্পোরেট অফিসের অমর সরকার

নামে এক ঠিকাদারের কাছে দায়িত্ব

দেওয়া হয় সিকিউরিটি গার্ডের

বেতন ও পরিচালনা করার জন্য।

পরবর্তী সময়ে অমর সরকার এই

দায়িত্ব অন্য এক ব্যক্তির হাতে

তুলে দেন। তবে নাইট গার্ডরা

জানান, বেতনের কাগজে সই

করতে গেলে দেখতে পায় তাদের

বেতন ৭৯৫৯ টাকা। কিন্তু তাদের

বেতন দেওয়া হয় ৫৬০০ টাকা

করে। বাকি আরো ২৪০০ টাকা

আত্মসাৎ করছেন স্থানীয় ঠিকাদার

বলে অভিযোগ। চার বছর ধরে

১৬ জন নাইট গার্ডের বেতনের

২৪০০ টাকা গিলে খাচ্ছেন বলে

অভিযোগ। মাসের পর মাস

এভাবে নাইট গার্ডের বাড়তি

টাকা পকেটস্থ করছেন ঠিকেদার

ব্যক্তিরা। এই নিয়ে ক্ষোভে

ফুঁসছেন নাইট গার্ডরা।

তারিখঃ ০২-০২-২০২২ইং

পুর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত (Surveyed/ ষ্ট্রিট ভেন্ডার/ Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীগণ এবং এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প/ব্যবসা স্থাপনের লক্ষে Day NULM স্থীমে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করা হবে। এই ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক রেজিস্ট্রিকত (Surveyed) ষ্ট্রিট ভেন্ডার (Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক-যুবতীগণ নির্ধারিত ফরমেট পুরণ করে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রের জেরক্স কপি সহযোগে আগামী ২৫-০২-২০২২ ইং তারিখের মধ্যে পুর নিগমের স্ব-স্ব জোনাল অফিসের এন.ইউ.এল.এম. (NULM) শাখায় জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ

		প্রদানের	মাত্রা
	0		

	রোজাস্ত্রকৃত (Surveyed) স্ট্রেট ভেন্ডার	ગ ং ૯૦,૦૦૦/-
২)	(Skill Development) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	মং ৫০,০০০/- থেকে
	বেকার যুবক-যুবতীগণ/এলাকার শিক্ষিত	মং ২,০০,০০০/-
	বেকার যুবক-যুবতীগণ	

স্বাক্ষর অস্পষ্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার আগরতলা পুরনিগম

ধন্যবাদান্তে —

আবেদনপত্রের সহিত নিম্নলিখিত প্রমাণপত্রের কপি জমা দিতে হকেঃ

- ১) স্কিল ট্রেনিং সার্টিফিকেট কপি
- ২) মহকুমা শাসক কর্তৃক প্রদত্ত ইনকাম সার্টিফিকেট
- ৩) আধার কার্ডের কপি
- ৪) রেশন কার্ডের কপি
- ৫) ব্যাঙ্ক পাস বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার জেরক্স কপি
- 🕒) ট্রেড লাইসেন্সে Up to date কপি/ ভেন্ডার সার্টিফিকেট ৭) প্রস্তাবিত প্রজেক্ট
- ৮) পেন কার্ড

FOR ATTENTION OF CITIZENS

COVID-19 victim kin to get ex-gratia assistance

The people who died due to COVID-19, their family members are entitled for ex-gratia assistance from the State Government in pursuance of the order of the Hon'ble Supreme Court of India.

To avail the ex-gratia assistance, the beneficiaries are requested to submit an application (online / offline) along with the relevant documents (i.e. death certificate, cause of death, survival certificate, power of attorney to claim, claimant details, beneficiary account details for DBT) to the office of the respective DM & Collector/ SDM.

The claimant may apply online through portal: https: edistrict.tripura.gov.in/directApplyService.do?serviceid=

After verification, the compensation amount for the eligible cases will be transferred to the respective beneficiary account through DBT expeditiously (not later than 30 days of application)

In case of any difficulties or delay in getting the Death Certificate, ex-gratia assistance etc., the applicant may eontact the District Grievance and Redressal Committee

ICA-C-1735-22

Revenue Department Government of Tripura

শাসকদলীয় নেতার বাডিতে হামলা

বিশালগড়, **৩ ফেব্রুয়ারি।।** রাতের আঁধারে বাড়িঘরে হামলার ঘটনা এখন যেন ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে। কি বিরোধী দল কিংবা শাসক দল কোন দলের নেতা-কর্মীরাই হামলার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। বুধবার রাতে বিশালগড থানাধীন পশ্চিম লক্ষ্ম <u>বিল এলাকার বিজেপি নেতা</u> ফারুক মিয়ার বাড়িতে কে বা কারা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ওই দিনই বিজেপি'র সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডলের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ফারুক মিয়া। রাতেই কে

এক ঢিল ছুঁড়তে থাকে। পরবর্তী সময় পরিবারের লোকজন ঘর থেকে বের হলে দুষ্কৃতিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে



হামলার ঘটনায় পরিবারের মহিলা এবং অন্যান্যরা খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরাও ছুটে আসেন। ঘটনাটি বিশালগড়

পেয়ে এদিন সকালে শাসকদলীয় নেতারা ফারুক মিয়ার বাড়িতে আসেন। তারা ঘটনাটির তীব্র নিন্দা জানান। ফারুক মিয়া-সহ শাসক দলের অন্য নেতাদের বক্তব্য, এই ঘটনার পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে তা এখনও তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেননি। তবে তাদের সন্দেহ হামলার পেছনে রাজনৈতিক কারণ অবশ্যই থাকতে পারে। ফারুক মিয়ার বক্তব্য, এলাকায় তার কোন শত্রু নেই। সবার সাথেই সু-সম্পর্ক আছে। তাহলে এই ধরনের হামলা কেন- প্রশ্ন সবার।

মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ জালালের স্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ ফেব্রুয়ারি।। পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে অবশেষে স্বামীর প্রাণ রক্ষার তাগিদে উদয়পুর ছাতারিয়ার বাসিন্দা জালাল মিয়ার স্ত্রী সোনিয়া বেগম জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি বৃহস্পতিবার মানবাধিকার কমিশনের উদ্দেশে চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠিতে স্বামীর প্রাণনাশের আশঙ্কার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ২৬ জানুয়ারি রাতে একদল দুষ্কৃতি জালাল মিয়ার বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল। তার বাড়িতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত এপিজে আব্দুল কালামের মূর্তি বসানো হয়েছে। তারপর থেকেই একটি অংশের মানুষ জালাল মিয়ার উপর প্রচণ্ড ক্ষেপে আছে। তারাই জালাল মিয়াকে হুমকি দিয়েছিল প্রজাতন্ত্র দিবস যাতে পালন না করেন। কিন্তু জালাল মিয়া প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপন করার পর রাতে দুষ্কৃতিরা হামলা চালায়। তবে ওইদিনের ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা অল্পেতে রক্ষা পান। ঘটনায় জালাল মিয়া ৭ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। জালালের পক্ষে তার স্ত্রী সেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত তাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেনি। তাই অবশেষে সোনিয়া বেগম জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন। সেই অভিযোগ পত্রের প্রতিলিপি প্রদান করা হয় ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনেও। এখন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেদিকেই তাকিয়ে ওই পরিবারটি।

ব্রিজে পা আটকে আহত যুবতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বাজার থেকে বাডি ফেরার পথে বিপত্তির শিকার হন মঞ্জু আক্তার। বিশালগড় নিউ মার্কেট সংলগ্ন ব্রিজে পা আটকে যায় ওই যুবতির। লোহার ব্রিজের গৰ্তে পা আটকে আঘাত পান তিনি। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। ওই ব্রিজটি কি অবস্থায় আছে তা এদিনের ঘটনাতেই স্পষ্ট। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী মঞ্জু আক্তার অল্পেতে প্রাণে বেঁচে গেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তারা যুবতিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ওই যুবতির বাড়ি নদীলাক এলাকায়। এলাকাবাসীর দাবি শীঘ্রই ব্রিজটি সারাই করা হোক।

য়ি বৈঠকে সিদ্ধান্তের

কৈলাসহর, ৩ ফেব্রুয়ারি।। কৈলাসহর পুর এলাকায় যানজট নিরসনে সর্বদলীয় বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তের বিরোধীতায় বৃহস্পতিবার ফের সড়ক অবরোধ করেন অটো এবং ই-রিকশা চালকরা। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ শ্রীরামপুর ব্রিজে চালকরা রাস্তা অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পরিষদের কনফারেন্স হলে পুনরায় দফায় দফায় বৈঠক হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত চলে বৈঠক। বৈঠক শেষে পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতীশ দে জানান, যানবাহন চালকদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব এবং চালকদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে তারা যেন নয়া নির্দেশিকা মেনে নেন। পুর পরিষদ



চলায় দুর্ভোগ বেড়ে যায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কৈলাসহর থানার ওসি-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরবতী সময় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানি দেবরায়-সহ অন্যান্যরাও ছুটে আসে। অবরোধকারীদের সাথে আলাপ আলোচনার পর আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। অবরোধস্থলে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদিন পুর

চালকদের সমস্যা হবে। কিন্তু শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে নির্দেশিকা মানতেই হবে। নীতীশ দে'র কথা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়, তারা নিজেদের গৃহীত সিদ্ধান্তে এখনও অনড় আছেন। গত ২৮ জানুয়ারি কৈলাসহর পুর এলাকার উন্নয়ন-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে পুর পরিষদের কনফারেন্স হলে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল শহরে যান চলাচল নিয়ে **मीर्घिं मिर्नित अभिमार्ग अभिकार** গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সড়ককে ওয়ান ওয়ে করা হবে। শহরের উত্তর দিক থেকে আসা যানবাহন টিআরটিসি মাঠে থাকবে। অপরদিকে, পূর্ব দিক থেকে আসা যানবাহনগুলি মোটরস্ট্যান্ডে দাঁড়াবে। শ্রীরামপুর থেকে আসা যানবাহন গোবিন্দপুর হয়ে শহরে ঢুকবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত কৈলাসহর অনুযায়ী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে গার্লস স্কুল পর্যন্ত নো পার্কিং বলবৎ থাকবে। সমস্যা সমাধানে দুটি জায়গায় পেইড পার্কিং-এর ব্যবস্থা করা হবে। এছাডাও আরও কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত সর্বদলীয় বৈঠকে। গত ৩১ জানুয়ারি ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবিতে লক্ষ্ম ীছড়া ব্রিজে অটো চালকরা রাস্তা অবরোধ করেছিলেন। বৃহস্পতিবার অটো এবং ই-রিকশা চালকরা শ্রীরামপুর ব্রিজে অবরোধ করেন। দু'দিনের অবরোধের জেরে স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এখন দেখার যান চালকরা পুর কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে নেন কিনা।

সেই বৈঠকে একাধিক সিদ্ধান্ত গহীত

Dated, 02/02/2022.

TENDER NOTICE

The Office of the District Magistrate & Collector, West Tripura District invites Sealed e-Tenders under Two Bid System i.e. Technical Bid and Financial Bid from reputed, experienced and financially sound Companies/Firms/Agencies for supplying manpower as per BOQ at location in One Stop Centre at West Tripura District in Tripura under One Stop Centre Schemes (OSC) on the terms and conditions mentioned in the tender document Key information :-

SI. No.	Description	Important Information
1	e-Tender No. :	F.4(27)-DISE/OSC/WT/2016
2	Published Date	07-02-2022 at 11.00 AM
3	Bid Submission start Date	07-02-2022 at 11.00 AM
4	Bid submission end date	28-02-2022 at 03.00 PM
5	Date of opening of Technical Bid	28-02-2022 at 03.30 PM, if possible
6	Date of opening of Financial Bid	After checking of Technical Bid
7	Bid opening date by the undersigned	28-02-2022 at 03.30 PM, if possible
8	Bid Validity	180days from date of opening of Tender

IMPORTANT NOTES:-

 Tender Documents can be downloaded from Tripura e- Procurement Portal https:// tripuratenders.gov.in/ . Bidders should enroll / register in the e-procurement module of Tripura e-Procurement Portal through the website: https://tripuratenders.gov.in/. Bidders should also possess a valid DSC for online submission of bids. 2. Bids received on e-tendering portal only will be considered. Bids in any other form sent

through sealed cover/email/post/fax etc. will be rejected.

3. The Office of the District Magistrate & Collector, West Tripura District reserves the right to accept / reject any / all tenders in part / full without assigning any reason thereof

4. The Office of the District Magistrate & Collector, West Tripura District will not be responsible for any delay in enrollment/ registration of bidder or submitting/uploading the offer on e-tender portal. Hence, bidders are advised to register in e-tendering website https://tripuratenders.gov.in/ and enroll their Digital Signature Certificate and upload their quotation well in advance. 5. Any changes / corrigendum/extension of opening date in respect of this tender shall be issued

through website only and no press notification will be issued in this regard. Bidders are therefore requested to regularly the website for updates.

ICA-C-3592-22

Sd/- Illegible (Debapriya Bardhan, IAS) Chairman, District Task Force One Stop Centre Scheme (District Magistrate and Collector), West Tripura

জানা এজানা

বিলোপের হুমকিতে



গাঁয়ের মেঠোপথে চলার

আবিন নামে একধরনের

রাসায়নিক থাকে। এই পদার্থ

খব সহজেই শরীরের কোষে

ঢকে রাইবোজমকে ভেঙে

ফেলতে পারে। তাই সহজেই

ভেঙে যায় প্রাণিকোষ। সঙ্গে

বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী

(Flacourtia indica) তাঁদের

কাছে নস্টালজিয়ার নাম। বৈঁচি

গ্রামীণ জঙ্গলের খুব সাধারণ

ফল ছিল। খাওয়াও যায়, বেশ

ফলে যে স্বাদটা পেয়েছে, তা

নইলে অবহেলায় এত সুন্দর

ছোট্ট ফলটি হারিয়ে যাচ্ছে

কেন? বৈঁচির দোষ হলো ওর

গাছে প্রচুর বড় কাঁটা। কাঁটাই

বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

হার মানে! নির্বিচারে ধারালো

কিন্তু মানুষের কাছ কি কাঁটা

অস্ত্র ব্যবহার করে সমূলে

বিনাশ করে। আগে ফসল

কাঁটাঝোপ ব্যবহার করা

খেতের বেড়া দেওয়ার জন্য

হতো। সেই দলে ছিল বৈঁচিও।

কিন্তু এখন নানা রকম বিকল্প

এসে গেছে। কাঁটাঝোপ তাই

যন্ত্রণা থেকে রেহায় পেতেই

মানুষ এখন কেটে সাবাড় করে

দিচ্ছে বৈঁচি গাছ। বৈঁচি ফলের

পাকলে কুচকুচে কালো। পাকা

ফল শিশুদের, পাখিদের ভীষণ

প্রিয়। বৈঁচি গাছ দীর্ঘজীবী।

এমনিতে ঝোপাল বৃক্ষের

নিলে বড় গাছে পরিণত

বিখ্যাত কাঁটাঝোপ নাটা

(Caesalpinia bonduc) |

ঝোপাল বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ।

আপাদমস্তক কাঁটায় ভরা।

বাঁকানো বড়শির মতো কাঁটা

প্রতিটা পাতার গোড়ায়

থাকে। এমনকি কাণ্ড ও

ভীষণ বিপজ্জনক। নাটা

ঝোঁপের ভেতর দিয়ে

হবেই, কাপড়চোপড়ও

চ্যাপ্টা ফল। গায়ে সবুজ

ডালাপালাও কাঁটায় ভরা।

চলতে গেলে শরীর রক্তাক্ত

ছিঁড়বে। দেশি শিমের মতো

রঙের রাবারের শুঙ্গ-কাঁটা।

নেই। নাটার বীজের খোলস

অত্যন্ত শক্ত। জুর, কৃমির

একসময় মানুষ নাটার বীজ

শুধু এই চারটি নয়। হারিয়ে

বুনোফল। মানুষের হয়তো

উৎপাত থেকে বাঁচতে

পুড়িয়ে খেত।

যাচ্ছে এমন অসংখ্য

কাজে লাগে না। কিন্তু

জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য

রক্ষায় এসব উদ্ভিদের গুরুত্ব

কম নয়। ফলভোজী পাখি ও

প্রাণীরা এদের ওপর সরাসরি

নির্ভরশীল। এদের ফুলের

মৌমাছি আর কীটপতঙ্গ।

পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক

রাখার জন্য এসব পাখি, প্রাণী

যেমন জরুরি, বিলোপের পথে

ও কীটপতঙ্গের টিকে থাকা

চলা বুনোফুলগুলোরই তাই

টিকে থাকা জরুরি। আর এ

দায়িত্ব মানুষকেই নিতে হবে।

নইলে বুনোফলের বিলুপ্তিতে

বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে

গোটা মানবসভ্যতাকে।

মধু খেয়ে বেঁচে থাকে

তবে এই শুঙ্গ-কাঁটা নরম, তাই শরীরে ফোঁটার ভয়

মতো। ডালপালা ছেঁটে যত্ন

আকার মটরদানার সমান।

কাঁচা ফলের রং সবুজ।

বাডতি ঝামেলার। কাঁটার

বিরুদ্ধ পরিবেশে তাকে

সুস্বাদু। কিন্তু বাঙালি অন্য

বোধ হয় বৈঁচিতে পায়নি।

সঙ্গে মৃত্যু ঘটে রোগীর।

কিংবা শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত

যাঁরা পড়েছেন, বৈঁচি ফল

একটা মজা আছে। ষড়ঋতুর গন্ধ মেলে। একেক ঋতুর গন্ধ একেক রকম। স্মৃতিকাতর করা সেসব গন্ধের উৎস গাছের সবুজ পাতা, বাহারি সব বুনোফুল কিংবা ফল। ফুলের দিকে তবু চোখ পড়ে, বুনোফলের দিকে তাকায় ক'জন! তবু সেসব ফল যুগে যুগে নীরবে প্রাণের বীজ বপন করে গেছে বাংলার সবুজ করুণ ডাঙায়। বেশির ভাগ বুনোফলই খাওয়া যায় না। তাই মানবসমাজে সেসবের কদর নেই। আগে ওষুধ হিসেবে কিছু ফল খেত মানুষ। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রয়োজন ফুরিয়েছে সেসবের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্যামিতিক হারে কমছে পতিত জমি, বাড়ছে বসতবাড়ি। সুতরাং বুনো গাছপালার সংখ্যা কমে যাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে। এতে বিলোপের হুমকিতে পড়েছে বুনোফল। বাইরে ভালো ভেতরে কালো বোঝাতে মাকাল ফল (Trichosanthes tricuspidata) শব্দটা উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু সত্যিকারের মাকাল ফল দেখছে এমন লোক এখন কম্ট পাওয়া যাবে। গ্রাম-বাংলায় কালেভদে দেখা মেলে উদ্ভিদটির। মাকাল ফল দেখতে অনেকটা আপেল আর কমলার মিশেলের মতো। তবে সৌন্দর্যে সুস্বাদু ফল দুটিকে হার মানায়। কিন্তু ফলের ভেতরটা কুৎসিত। তার চেয়ে খারাপ এর স্বাদ। সুতরাং মানুষের কাজে লাগে না। তো কে বছরের পর বছর ধরে পুষবে বহুবর্ষজীবী এ বুনোফলটি! ছবির এ ফলটি বাংলাদেশের ঝিনাইদহের সীমান্তবৰ্তী এক অঞ্চল থেকে ২০১৪ সালে তোলা। এখন সেই গাছটি আর নেই। একসময় গাঁয়ের প্রতিটি বাড়িতে দেখা যেত রক্ত কুঁচ (Abrus precatorius) নামের সুদর্শন ফলটিকে। পাওয়া যেত স্বর্ণকারের দোকানেও। মটরদানার চেয়ে কিছুটা ছোট এই ফলের এক অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতিটি ফলের আকার-আকৃতি সমান। এখনকার মতো আগে ডিজিটাল দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ছিল না। ছিল না সোনা-রূপার নিখুঁত ওজন মাপার জন্য অত ছোট বাটখারাও। কিন্তু অতি সামান্য সোনার দামও তো কম নয়। এ জন্যই সোনা-রূপার ওজনে ভরি, আনা, রতি ইত্যাদি ভরের ক্ষুদ্র একক প্রচলন রয়েছে আজও। কিন্তু রতির মাপে বাটখারা বেশির ভাগ স্বর্ণকারের ছিল না। এর জন্য তারা কুঁচ ব্যবহার করত। প্রতিটি কুঁচের ওজন নাকি এক রতি। মাপামাপিতে যত কাজেই লাগুক, কুঁচের বীজ কিন্তু ভয়াবহ বিষাক্ত। একজন মানুষকে মেরে ফেলতে একটা দানাই যথেষ্ট। তবু কুঁচের বিষে মানুষ বেশি মরেনি। কারণ, বীজের খোলস খুব শক্ত। পরিপাকতন্ত্র সেই খোলস ভাঙতে অক্ষম। তাই ভুলে কুঁচ গিলে ফেললেও কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু ভাঙা বা ফুটো করা কুঁচ পেটে

গেলেই সর্বনাশ! কুঁচের বীজে

মনরেগায় কর্মীদের বকেয়া ৩৩৬০ কোটি

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি।। মহাত্মা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সমালোচনা করে একটি বিবৃতিতে। গান্ধী ন্যাশনাল কবাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট বা মনরেগার কর্মীরা এখনও সরকারের থেকে প্রায় ৩৩৬০ কোটি মজুরি পায়নি। তাঁরা এই বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য অপেক্ষা করছেন। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানে সবচেয়ে বেশি বকেয়া টাকা রয়েছে। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের জবাবে সরকারের উত্তর অনুসারে এমনটাই তথ্য মিলেছে। বর্তমান বছরের সংশোধিত অনুমানের তুলনায় কেন্দ্র গ্রামীণ চাকরি প্রকল্পের জন্য বাজেটে বরাদ্দ ২৫ শতাংশ হ্রাস করার কারণে এটি আসে। যদি এই না পাওয়া মজুরি এবং উপাদান প্রদানের দায়গুলি পরবর্তী আর্থিক বছরে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এটি পরের বছর কর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য উপলব্ধ অর্থের পরিমাণ আরও কমিয়ে দেবে।

মহিলা ফাইটার

হবে ঃ রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ভারতীয়

উত্তরে মহামারী চলাকালীন প্রদত্ত মনরেগার কাজের রাজ্যভিত্তিক বিশদ এবং সেই সঙ্গে মজুরি প্রদানের বকেয়া সম্পর্কে, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধবী নিরঞ্জন জ্যোতি ২৭ জানুয়ারী, ২০২২ তারিখে স্কিমের ডেটা প্রদান করেছে। সেই তারিখে মুলতুবি মজুরি দায় ছিল ৩৩৫৮.১৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ছিল। যার পরিমাণ ৭৫২ কোটি, এর পরে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান যাদের বকেয়া যথাক্রমে ৫৯৭ কোটি এবং ৫৫৫ কোটি টাকা। স্কিমের আর্থিক বিবৃতি দেখায় যে, ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উপাদান খরচের জন্য বকেয়া ১১০২৭ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের জন্য ২০২২-২৩ বাজেট বরাদ্দের

জন ব্রিটাসের একটি প্রশ্নের লিখিত যা আগের বছরের সংশোধিত অনুমানের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম, এনআরইজিএ সংগ্রাম মোর্চা অনুমান করেছে যে, সমস্ত মুলতুবি থাকা দায়গুলি নিয়ে পরের বছর এই স্কিমের জন্য মাত্র ৫৪,৬৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।হিসেবের মধ্যে,"প্রতি বছর প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ বাজেট প্রথম ছয় মাসের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়, যার ফলে কাজ ব্যাপক মন্তর হয়। অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের কারণে সরকার সমস্ত সক্রিয় জব কার্ডধারী পরিবারকে কর্মসংস্থান দিতে সক্ষম হয়নি। কর্মী অ্যাডভোকেসি গ্রুপ বলছে যে জনপ্রতি ৩৩৪ টাকা খরচ করে যদি সমস্ত সক্রিয় জব কার্ড কর্মীরা কাজের অনুরোধ করেন, তাহলে বর্তমান বাজেটের অনুমান অনুযায়ী সরকার গ্যারান্টিযুক্ত ১০০ দিনের মধ্যে শুধুমাত্র ১৬ দিনের কর্মসংস্থান দিতে সক্ষম হবে।

সেনাবাহিনীর উর্দি পরেছিলেন গেরুয়া শাল জড়িয়ে আসে। হিজাব পরার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় তাঁরা। নরেন্দ্র মোদি। এই কাজ শাস্তিযোগ্য এদিন অবশ্য এই ধরনের কোনও প্রতিবাদ দেখা যায়নি। কুন্দাপুরের বিধায়ক অপরাধ এমন অভিযোগে গত শ্রীনিবাস শেট্টি মুসলিম ছাত্রী এবং তাঁদের অভিভাবকদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বছরই এক মামলা দায়ের হয় বসেছিলেন বুধবার। যদিও সেখানে ঐক্যমত্য হয়নি। অভিভাবকরা জানিয়ে প্রয়াগরাজের আদালতে। এতদিন দিয়েছিলেন ছাত্রীদের হিজাব পরার অধিকার রয়েছে। রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী তথা পর সেই ঘটনার জবাবদিহি চেয়ে উদুপি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা এস আঙ্গারা জানিয়েছেন, ক্লাসরুমের ভিতরে নির্দেশিকা জারি করলেন দায়রা হিজাব না পরার রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা আপাতত বহাল থাকবে। সরকার আদালতের বিচারপতি নলিনকুমার এব্যাপারে নিযুক্ত কমিটির রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি বলেছেন, সবাইকেই শ্রীবাস্তব। অভিযোগে বলা হয়, স্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ড্রেস কোড বজায় রেখেই চলতে হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন জল এবং বায়ুতে সেনাদের উর্দি পরা রকমের ড্রেস কোড থাকতে পারে না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

কিংবা 'টোকেন' বহন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪০ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই নিয়ে গত বছর প্রথম আবেদন করেছিলেন রাকেশ নাথ

এরপর দুইয়ের পাতায়

আদালতের

অফিসে

नश्रापिक्सि, ७ (ফব্রুজ্যারি।।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জবাবদিহি

চেয়ে নির্দেশিকা জারি করলো

উত্তরপ্রদেশের এক দায়রা আদালত।

গত বছর কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর

সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে

হাসপাতালের বাইরের বেঞ্চই ঠিকানা পোষ্যের

বিক্ষোভে শামিল ছাত্রীরা

ব্যাঙ্গালুরু, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ফের হিজাব পরে কলেজে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি শাসিত কর্ণাটকের উদুপিতে। উদুপি জেলার কুন্দাপুরে

সরকারি কলেজে মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব পরে পৌঁছলে এদিন তাঁদের কলেজের গেটে থামিয়ে দেন অধ্যক্ষ। এর আগেই অবশ্য কলেজের

আদেশনামার বিরোধিতা করে কর্ণাটক হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেছে

এক পড়ুয়া। এদিন ছাত্রীরা কলেজে গেলে অধ্যক্ষ জানিয়ে দেন ক্লাসে হিজাব

পরার অনুমতি নেই। হিজাব খুলে কলেজে প্রবেশ করতে হবে বলেও জানান

তিনি। যদিও ছাত্রীদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তর্ক হয় অধ্যক্ষের। ছাত্রীরা বলে

সরকারি আদেশে তাঁদের কলেজের নাম উল্লেখ নেই। পাল্টা অধ্যক্ষ বলেন,

সরকারি আদেশ রাজ্যের সব কলেজেই লাগু। বুধবার হিজাব পরা নিয়ে

ওই কলেজে বিশুঙ্খলা তৈরি হয়। প্রায় ১০০ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাত্রী ক্লাসে

চিকিৎসক। যাতায়াতের পথে কুকুরকে ওই বেঞ্চের পাশে গত কয়েক দিন ধরে লক্ষ্য করায় নামে ওই চিকিৎসকের। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, দিন আগেই হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। চিকিৎসকের আর বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, পোষ্যটি তাঁর মালিকের আসার অপেক্ষা করছে। চিকিৎসক এনে সেই ক্ষতের চিকিৎসাও নিয়ে যাওয়ার বহু চেষ্টা করেও পাশ থেকে কিছুতেই তাকে সরানো যায়নি এই ঘটনা মনে করিয়ে দেয় 'হাচিকো'র ঘটনাকে। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের অধ্যাপক হিদেসাবুরে উয়েনোর পোষ্য ছিল হাচিকো নামে একটি কুকুর। হাচিকো অধ্যাপকের ফেরার আগে প্রতিদিন শিবুয়া স্টেশনে হাজির হত সে। ১৯২৫ সালের মে পর্যন্ত এভাবেই মালিককে আনতে স্টেশনে অপেক্ষা করতে দেখা যেত হাচিকোকে। কিন্তু হঠাৎই অধ্যাপক মারা যান। হাচিকো

হাসপাতালের বাইরে একটি বেঞ্চের পাশে কয়েক দিন ধরে ঠায় বসে থাকতে দেখা গেল হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন এক ব্যক্তি। হাসপাতালের বাইরের বেঞ্চে বসে থাকার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার পর ওই হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। শেষবারের মতো ওই বেঞ্চেই বসে থাকতে দেখেছিল। মালিক ফেরেনি। কিন্তু তার অপেক্ষায় বেঞ্চের পাশ থেকে একটুও নড়তে দেখা যায়নি তাকে। ঠিক যেন বাস্তবের 'হাচিকো'। ঘটনাটি পুয়োতোঁ রিকোর। দিন কয়েক আগে ওই ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন। নিজের ঘরবাড়ি না থাকলেও, লিও নামে একটি কুকুরই ছিল তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। নিজের থেকেও বেশি যত্ন করতেন লিও-র। দু'জনের মধ্যে একটা অটুট বন্ধন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই বাঁধন ছিঁড়ে গিয়েছে কয়েক দিন আগেই। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে বছর ষাটের ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। যে বেঞ্চে তিনি বসেছিলেন, সেই বেঞ্চের পাশেই ঠায় বসে থাকতে

নয়াদিল্লি, ৩ ফব্রুয়ারি।। মালিক ফিরবে, এই আশায়

একটি কুকুরকে। ওই

কুকুরটি তাঁর মালিককে

দেখেন হাসপাতালেরই এক

কৌতৃহল হয় হোসে অ্যান্ডোনিও কুকুরটি একটি ভবঘুরের। কয়েক জানান, লিও-র একটি পায়ে ক্ষত ছিল। এক জন পশু চিকিৎসককে করান। লিও-কে নিজের বাড়িতে কোনও লাভ হয়নি। ওই বেঞ্চের কিন্তু তার প্রতি দিনের অভ্যাস

এরপর দুইয়ের পাতায়

ইউরোপের দেশগুলোর ক্ষেত্রে চাই অতি উন্নত প্রায় সাত শতাংশ কম PMC BANK

মুম্বাই ঃ পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের আরবিআই অফিসের সামনে প্রতিবাদ। ছবি বৃহস্পতিবারের।

কাটিয়ে চাঁদের উদ্দেশে রওনা দিতে

প্রস্তুত। চলতি বছরের আগস্টেই

জবাবে বলা হয়েছে, সমস্ত

২০২২ সালের আগস্টেই উৎক্ষেপণ

আবহেই যে অভিযানে বিলম্ব

বিদেশের দাপট, দুশ্চিন্তায় দেশের চা-শিল্প পাইলট নয়াদিল্লি. ৩ ফেব্রুয়ারি।। উৎপাদন বাডছে। বেডে প্যাকেজিং এবং অতি কম কীটনাশকের ব্যবহার। চলেছে উৎপাদন খরচও। কিন্তু একদিকে চাহিদায় ঘাটতি, সেক্ষেত্রে প্যাকেজিংয়ের দাম যে বেডেছে প্রায় তিনগুণ। নিয়োগ স্থায়ী অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজার ধরায় খামতি এবং দেশীয় ইভিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন যা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

বাজার চাই এবং তা ছিলও। সেই বাজারে ধস নামিয়েছে করোনা আবহ। সঙ্গে জুড়েছে চিনের মতো প্রতিযোগী দেশের চ্যালেঞ্জ, যা জিততে নাভিশ্বাস উঠেছে দার্জিলিংয়ের প্রথিতযশা চা-এরও। ইরান এবং ইউরোপের যে দেশগুলোতে ভারতীয় চা একচেটিয়া ব্যবসা করত সেখানেও নানা সমস্যা। ইরানের মতো

বায়ুসেনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি জানিয়েছেন, ছ'বছর আগে মহিলাদের যুদ্ধবিমান চালানোর পরীক্ষামূলক শুরু হয়েছিল তা এবার স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠবে। ২০১৫ সালে মহিলাদের যুদ্ধবিমানের পাইলট হিসেবে নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই পরীক্ষামূলক নিয়োগ এখন স্থায়ী হতে চলেছে। রাজনাথ সিং টুইটারে লিখেছেন, "এটি ভারতের 'নারী শক্তি' এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতিশ্রুতির প্রমাণ।" ২০১৬ সালে বায়ুসেনার ফাইটার স্ট্রিমে তাঁদের অন্তর্ভুক্তির জন্য পরীক্ষামূলক স্কিমটি বাস্তবায়িত হওয়ার পরে ১৬ জন মহিলা ফাইটার পাইলট নিয়োগ হয়েছে। যা বায়ুসেনার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। বায়ুসেনার এক মুখপাত্র বলেছেন, "প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এটিকে একটি স্থায়ী প্রকল্প করার জন্য ছাড়পত্র দিয়েছে।" সূত্রের খবর, নৌসেনা বাহিনীতেও এরকম সুযোগের কথা পরিকল্পনা করা হচেছ। পুরুষদের পাশাপাশি যুদ্ধজাহাজে মহিলারা যাতে অংশ নিতে পারে তার পরিকল্পনাও তৈরি হচ্ছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মহিলারা এখন ফাইটার জেট ওড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন এবং এখন তাঁরা স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও যোগ্য বলে বিবেচিত। এছাড়াও, ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি ২০২২ সালের জুন মাসে তার প্রথম ব্যাচের মহিলা ক্যাডেটদের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তুত। সুপ্রিম কোর্ট ২০২১ সালের অক্টোবরে একটি যুগান্তকারী আদেশের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য

অ্যাকাডেমির দরজা খুলে দিয়েছিল। ভারতীয় বায়ুসেনা সর্বশেষ রাফাল

এরপর দুইয়ের পাতায়

বাজারে কম বিক্রি। সব মিলিয়ে সংকটে দেশের তথা বাংলার গর্বের চা শিল্প। পরিস্থিতি কতটা খারাপ তার নমুনা হল, গত বছর মোট রফতানি হয়েছে মাত্র ১৮০ মিলিয়ন টন। কিন্তু কম করে তিনশো টনের আন্তর্জাতিক

করেছে। বুধবার অ্যাসোসিয়েশনের ১৩৮তম বার্ষিক সম্মেলনে সকলেই কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানিয়েছেন বিষয়গুলি দেখার। ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই সম্মেলনে অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান বিবেক গোয়েক্ষা এদিন বলেছেন, "রফতানি যেমন কমেছে তেমনই আমদানি বেড়েছে। দু'টি বিষয়ই উদ্বেগের।" সম্মেলনে ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা, টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভাত বেজবড়ুয়া। সংশ্লিষ্ট শিল্পমহলের উদ্বেগের বিষয় হল, কলকাতা, শিলিগুড়ি, অসম হোক বা দক্ষিণ ভারতে, নিলামে চায়ের দাম উঠেছে গত বছরগুলির চেয়ে কম। দেশ থেকে টাকা আনা যদি একটা প্রতিবন্ধকতা হয় তো শিলিগুড়িতে নিলামে ২০২০ সালের চেয়ে ২০২১ সালে



ওয়েইসির গাড়িতে গুলির হামলা প্রস্তুত চন্দ্রযান-৩!

नशामिल्ला, ७ रकबन्शाति।। ट्राएह, ठा जानिराएहन विज्ञान ও চন্দ্রযান—২ এর অভিযান সফল প্রযুক্তিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং। তাঁর কথায়. এই বছরে ৮টি লঞ্চ হয়নি। তবে চন্দ্রযান-৩ কিন্তু বাধা ভেহিক্যাল মিশন, ৭টি মহাকাশযান মিশন এবং ৪টি প্রযুক্তি প্রদর্শনকারী হতে চলেছে চন্দ্রযান-৩ অভিযান। মিশনের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে ইসরো। মহাকাশ বিভাগের তরফে এদিকে ইসরো জানিয়েছে, নতুন লোকসভায় একথা জানানো চন্দ্রযানে ল্যান্ডার, রোভার থাকবে। হয়েছে। বৃহস্পতিবার লিখিত তবে অরবিটার থাকবে না। পাশাপাশি ইসরো ব্যস্ত 'মিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ। গগনযান' নিয়েও। এটাই ভারতের প্রথম মানব মহাকাশ অভিযান। এই মিশনটিকে সফল করে তুলতে করা হবে চন্দ্রযান-৩-কে। অতিমারি

রওনা হয়ে যাই। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন পরই হাইভোল্টেজ করে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী

লখনউ, ৩ ফেব্রুয়ারি।। আসাদউদ্দিন ওয়েইসির উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন।উত্তরপ্রদেশে সাত দফায় গাড়িতে গুলির হামলা। ছাযারসি টোল প্লাজার কাছে নির্বাচন হবে।যা শুরু হচ্ছে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে।চলবে তাঁর গাড়িতে তিন চার রাউন্ড গুলি ছোড়া হয় বলে ৭ মার্চ পর্যন্ত। সেই জন্যই উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় দাবি মিম প্রধানের। উত্তরপ্রদেশের মীরটের কিঠোরে ভোট প্রচার চালাচ্ছেন ওয়েইসিও। দেশের অন্যতম বড় জনসভা করার পর দিল্লির পথে ফেরার সময় ছাযারসি । এই রাজ্যে বিধানসভায় মোট আসন ৪০৩টি।এর আগে টোল প্লাজায় তাঁর গাড়িতে গুলি ছোড়া হয় বলে ২০১৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩১২টি অভিযোগ আসাদউদ্দিন ওয়েইসির। গাড়িতে গুলি আসনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় এসেছিল। এই ফলাফলে লাগার ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতেও পোস্ট করেছেন বিশাল উজ্জীবিত হয় গেরুয়া শিবির। সেবার জোট বেঁধে আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে তিনি ভোটে যায় সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেস। সমাজবাদী পার্টি জানিয়েছেন, মীরাটের কাছে কিঠৌরে জনসভা সেরে 🔝 ২৯৮টি আসনে এবং কংগ্রেস বাকি ১০৫টি আসনে প্রার্থী দিল্লি ফেরার পথে ছাযারসি টোল প্লাজার কাছে দু'জন দেয়।তার মধ্যে এসপি কোনওক্রমে ৪৭টি আসন পায়। আমার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে।৩-৪ রাউন্ড কংগ্রেসের ঝুলিতে আসে মাত্র সাতটি আসন। বহুজন গুলি ছোড়া হয়।আমার গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে যায়। সমাজবাদী পার্টিও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। পায় ঘটনার কিছুক্ষণ পরে অন্য গাড়িতে ঘটনাস্থল থেকে ১৯টি আসন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতা দখল

লাইফ স্টাইল

ওমিক্রনে তো ভয় অনেক কম?

তাহলে পৃথিবী জুড়ে করোনায় মৃত্যু আবার বাড়ছে কেন

ওমিক্রন হচ্ছে। হয়ে সেরেও যাচ্ছে। অনেকেরই সামান্য সমস্যা হচ্ছে। কারও কারও কোনও সমস্যাই হচ্ছে না। এমনকী অনেকে তো টেরই পাচ্ছেন না। আর সেখান থেকেই অনেকেই দাবি করেছেন, ওমিক্রন আসলে বিশেষ কোনও সমস্যা সৃষ্টি করে না। তাঁদের এই দাবি যে পুরোপুরি ভুল, তাও নয়। কিন্তু তার পরেও পৃথিবীর বহু জায়গাতেই ওমিক্রন সংক্রমণের পরে করোনায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। রাশিয়া এবং ব্রাজিলে সংক্রমণের পরিমাণ বেড়েছে। আমেরিকা

এবং অস্ট্রেলিয়ায় বেড়েছে কোভিডে মৃতের সংখ্যা। এই সবই হয়েছে ওমিক্রন ছড়িয়ে পড়ার পরেই। এর কারণ কী? ওমিক্রন যদি ভয়ের কিছু নাই হয়, তাহলে হঠাৎ করে কেন বাড়ছে কোভিড সংক্রমণের পরে মৃতের সংখ্যা ? কী বলছেন বিজ্ঞানীরা? কেন বিশ্বে নানা প্রান্তে আবার করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে? প্রথমত, করোনায় মৃতের বেশির ভাগই টিকা নেননি। আমেরিকার পরিসংখ্যান এমনই বলছে। করোনায় মৃতদের মধ্যে

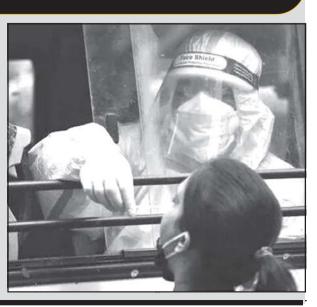
বেশির ভাগই টিকা নেননি।

কিন্তু তা বলে ওমিক্রন

যাঁদের টিকা নেওয়া হয়নি ওমিক্রন তাঁদের বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। সেই আশঙ্কার কথা বলছেন বিজ্ঞানীরা। ওমিক্রনের সংক্রমণের হার ডেল্টার থেকে বেশি। ফলে যে পরিমাণে মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছিল, ওমিক্রন তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ছড়াচ্ছে। যাঁরা এর আগে সংক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছেন, তাঁরাও এবারে সংক্রমিত হচ্ছেন। ফলে বাড়ছে মৃত্যুর হারও। ওমিক্রনে ভয় কম ঠিকই, সমস্যা কমার সম্ভাবনা

মোটেই মৃদু নয়। অনেকেরই বাড়াবাড়ি হচ্ছে না এর ফলে। কিন্তু সেটি বাইরে থেকে যতটা দেখা যাচ্ছে, তার উপর বিচার করেই বলা হচ্ছে। ভিতরে ভিতরে ওমিক্রনের কারণেও ক্ষতি হচ্ছে মারাত্মক। ফলে বাড়ছে মৃত্যুর হার। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচার রাস্তা একটাই। সেটি হল টিকা নেওয়া। তেমনই বলছেন বিজ্ঞানীরা। নিয়মমাফিক টিকা নিলে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে এই

রয়েছে বলে মত তাঁদের।



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ চলতি

মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ১৮-তম

প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এই

লক্ষ্যে রাজ্য দল গঠনের জন্য

আগামী ৬ ফব্রুয়ারি মালঞ্চ

নিবাস টেনিস কমপ্লেক্সে একটি

নির্বাচনি শিবির অনুষ্ঠিত হবে। যে

সব খেলোয়াড় শিবিরে অংশগ্রহণ

দেববর্মা-র কাছে রিপোর্ট করতে

অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত

সুপারের লক্ষ্যে

আজ নামছে

বীরেন্দ্র ক্লাব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সুপার

লিগে এখনও নিশ্চিত নয় বীরেন্দ্র

ক্লাব। বলা যায়, এগিয়ে চল সংঘ

এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব ছাড়া আর কোন দলই নিশ্চিত নয়।

লালবাহাদুর, ফরোয়ার্ড ক্লাবের

পাশাপাশি সুপারে উঠার লড়াইয়ে

আগামীকাল টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে

অনেকটা ভালো জায়গায় থাকবে।

ফুটবলারদের নিয়েই দল গড়েছে

রাজ্যের ঐতিহ্যশালী ক্লাবটি। তবে

ভাগ্য তাদের সঙ্গ দেয়নি। লিগের

প্রথম দুই ম্যাচে তাদের খেলতে

হয়েছে দুই ফেভারিট এগিয়ে চল

বিরুদ্ধে। এই ক্রীড়া সূচি তাদের

পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই

রেফারির বেশ কিছু সিদ্ধান্ত

তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে বলে

আগামীকাল তাদের প্রতিপক্ষ

নেই। তবে জম্পুইজলার

বেশ লড়াকু। চলতি লিগে

ক্লাবের অভিযোগ। এসব কারণেই

দলটি এখনও সুপারে নিশ্চিত নয়।

টাউন ক্লাব। যারা সুপারের দৌড়ে

ফুটবলারদের নিয়ে গড়া দলটি

কয়েকটি ম্যাচে অসাধারণ ফুটবল

উপহার দিয়েছে। ফলে বীরেন্দ্র ক্লাবকে অবশ্যই জিততে হলে

তাদের সেরা ফুটবল খেলতে

হবে। পুরো ম্যাচে তাদের

সতৰ্ক থাকতে হবে। টাউন

ক্লাব কিন্তু যখন খুশি অঘটন

প্রেস রিলিজ, ধর্মনগর, ৩ ফেব্রুয়ারি।।

বৃহস্পতিবার বিকেলে উত্তর ত্রিপুরার

পানিসাগরস্থিত আঞ্চলিক শারীর শিক্ষণ

মহাবিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন রাজ্যের ক্রীড়া

ও যুব বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

তিনি আঞ্চলিক শারীর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে

অত্যাধনিক সুইমিং পুল ও বিশ্বমানের সিম্বেটিক

অ্যাথলেটিকস ট্র্যাক নির্মাণের কাজ পরিদর্শন

করেন। মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত মহাবিদ্যালয়ের

প্রিন্সিপাল সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে

মহাবিদ্যালয়ের পঠনপাঠন সহ তাদের নানা

সমস্যা সম্পর্কে অবগত হন এবং সেগুলো থেকে

উত্তোরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ

সংঘ এবং ফরোয়ার্ড ক্লাবের

অনেকটাই ক্ষতি করেছে।

নিজেদের টিকিয়ে রাখতে হলে

বীরেন্দ্র ক্লাবকে জিততেই হবে।

বড় ব্যবধানে জিততে পারলে

তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য জয়

পাওয়া। মূলতঃ স্থানীয়

রায় এই সংবাদ জানিয়েছেন।

করতে ইচ্ছুক তাদের ওইদিন

সকাল আটটায় কোচ চিন্ময়

বলা হয়েছে। ত্রিপুরা টেনিস

কুশল ওপেন টেনিস



যুবকদের সঠিক দিশায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঃ সুশান্ত

প্রেস রিলিজ, ফটিকরায়, ২ ফেব্রুয়ারি।। খেলাধুলার মাধ্যমে আমরা সৌলাতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করতে পারি। খেলাধুলার . মাধ্যমেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যে নেশা বিরোধী অভিযানের ডাক দিয়েছেন তার সফলতাও আমরা আনতে পারি। ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল মাঠে বৃহস্পতিবার ফটিকরায় ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগ-২০২২ খ্যান্ড ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে এ কথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানিক সাহা। ফটিকরায়ের বিধায়ক সুধাংশু দাসের উদ্যোগে



আজ থেকে শুরু হয়েছে একমাসব্যাপী এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪৮টি টিম অংশ নিয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচ

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি,

হয়েছে এমরাপাশা সাইনিং স্টার এবং কৈলাসহর প্লেয়ারর্স অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে। ৯-এ সাইড এই ক্রিকেট ম্যাচ হবে ১২ ওভারের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য

রাখতে গিয়ে ক্রীডামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে খেলাধুলার

এগিয়ে চল সংঘের আক্রমণকে

রুংখে দিলো। ম্যাচের প্রথমার্ধে

এগিয়ে চল সংঘের পাশাপাশি

পলিশের সামনেও গোল করার কিছ

সুযোগ এসেছিল। যদিও গোল

●এরপর দুইয়ের পাতায়

আইএসএল খেলা ফুটবলার রামকৃষ্ণ ক্লাবে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা,৩ ফব্রুয়ারি।। দীর্ঘদিন পর প্রথম ডিভিশনে খেলতে এসেই চমক দিচ্ছে রামনগরের রামকৃষ্ণ ক্লাব এবার আরও বড় চমক দিতে চলেছে। আইএসএল খেলা দুই ফুটবলার এবার রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে খেলতে আসছে। আগামীকাল দুপুরের বিমানে তারা আগরতলায় আসবে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধেই তারা মাঠে নামবে বলে ক্লাব সূত্ৰে জানা গিয়েছে। দুই ফুটবলারই মিজোরামের। এদের একজন আইএসএলে ব্যাঙ্গালুরু এফসি'র এবং অপরজন অর্থাৎ টুলুঙ্গা এফসি ফায়ার হয়ে খেলেছে। পাশাপাশি দু'জনে মিজোরাম সিনিয়র দলের নিয়মিত ফুটবলার। প্রধান সুব্বা, ধনরাজ তামাংদের নিয়ে লিগে একের পর এক চমক দিচ্ছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। এবার মিজোরামের আইএসএল খ্যাত দুই ফুটবলার আসায় স্বভাবতই দলের শক্তি

আরও বেড়ে গেলো।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩

ফেব্রুয়ারি ঃ টিসিএ-র নথিভুক্ত ক্রিকেটাররা যাতে টাকার

অভাব সত্ত্বেও টেনিস ক্রিকেট খেলতে না পারে তার

জন্য নাকি বোর্ডের এই বছর খেলা হবে না জেনেও

টিসিএ-র যুগ্মসচিবের পরামর্শে খোদ সভাপতি মানিক

সাহা অনুধর্ব ২৫ দলের ২১ দিনের ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু

করেছেন। মোট ৪৪ জন ক্রিকেটার এই ক্যাম্পে ট্রেনিং

নিচ্ছে। ক্যাম্পের জন্য প্রতিদিন টিসিএ-র নাকি প্রায় ৩০

হাজার টাকা খরচ। অর্থাৎ ২১ দিনে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা

খরচ। তবে বিস্ময়কর ঘটনা হলো, মানিক সাহা যখন

টিসিএ-র নথিভুক্ত ক্রিকেটারদের টেনিস খেলা বন্ধ

করতে টিসিএ-র লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে অসময়ে

ট্রেনিং ক্যাম্প করছেন তখন দেখা যাচ্ছে খোদ মানিক

সাহা নিজেই বিভিন্ন টেনিস ক্রিকেটে অতিথি হয়ে পুরস্কার

দিতে ছুটে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, অনেক সময় দেখা

যাচ্ছে ব্যাট হাতে খোদ মানিক সাহা টেনিস ক্রিকেটের

উদবোধন করছেন। অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট যে, মানিক সাহা

বিপরীতমুখী কাজ করছেন। একদিকে টিসিএ-র নথিভুক্ত

ক্রিকেটারদের ভাতে মারতে তাদের টেনিস ক্রিকেট খেলা

বন্ধ করতে টিসিএ-র লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ক্যাম্প

লড়াই করে জিতলো এগিয়ে চল

এগিয়ে চল সংঘের আক্রমণভাগ

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ চলতি সিনিয়র লিগের অন্যতম ফেভারিট দলকে রীতিমত বেগ দিলো ত্রিপুরা পুলিশ। বৃহস্পতিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে যেমনটা ভাবা গিয়েছিল তেমন কিছু ঘটেনি। অর্থাৎ উঁচুমানের বিদেশি ফুটবলার সমৃদ্ধ এগিয়ে চল সংঘ ছেলেখেলা করবে পুলিশ দলকে নিয়ে এমনটাই ধারণা ছিল। যদিও সেরকম কিছু ঘটলো না। বয়স্ক ফুটবলারদের নিয়ে গড়া পুলিশ বাহিনী জমজমাট ম্যাচ উপহার দিলো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে দূরস্ত লড়াই করলো। ম্যাচে নামমাত্র গোলে জয় পেয়েছে এগিয়ে চল সংঘ। তবে ধারাবাহিকতার অভাবে ভোগা পুলিশ বাহিনীর লড়াই এদিন দর্শকদের তারিফ কুড়িয়ে নিলো। রাখাল শিল্ড চ্যাম্পিয়ন এগিয়ে চল সংঘ সিনিয়র লিগ ফুটবলেও ভালোভাবে এগোচ্ছে। শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে তারা হেরেছে। এছাড়া সবকয়টি ম্যাচেই জয় পেয়ে বর্তমানে লিগ টেবিলে শীর্ষে। সুপারেও পৌঁছে গিয়েছে। আসল লড়াই যদিও সুপারে। তবে রক্ষণভাগ বেশ ভালোভাবেই

টেনিস ক্রিকেট নিয়ে মানিক'র

চলতি লিগে সেরা।তবে রক্ষণ নিয়ে কিছ্টা সমস্যা আছে। পাশাপাশি মাঝমাঠেও ধারাবাহিকতার অভাব। এদিন পুলিশের ফুটবলাররা কিন্তু এগিয়ে চল সংঘের দুর্বলতাগুলি আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলো।

পুরো দল নিয়েই এদিন পুলিশের মোকাবেলা করতে নেমেছিল এগিয়ে চল সংঘ। যথারীতি শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের ধারা বজায় রইলো। বিদেশি অ্যারিস্টাইড তার গতি এবং জিবলের সাহায্যে প্রতিপক্ষ ডিফেন্সকে ব্যস্ত রাখলো। অনুপ এমএল-র নেতৃত্বে পুলিশের

করছেন তো অপরদিকে নিজেই ব্যাট হাতে টেনিস

ক্রিকেটের উদ্বোধন বা পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন। টিসিএ

সভাপতি মানিক সাহা-র টেনিস ক্রিকেটে এভাবে

অংশগ্রহণে প্রশ্ন তলেছেন ক্রিকেটাররা। কয়েকজন

প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেন—মানিক সাহা, কিশোর দাস,

উত্তম চৌধুরী-রা টিসিএ-র নথিভুক্ত ক্রিকেটারদের

টেনিস খেলা বন্ধ করতে অসময়ে টিসিএ-র লক্ষ লক্ষ

টাকা খরচ করে ক্যাম্প করছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে,

খোদ মানিক সাহা নিজে বিভিন্ন টেনিস ক্রিকেটে

যাচ্ছেন। কোথাও নিজে ব্যাট হাতে টেনিস ক্রিকেটের

উদবোধন করছেন তো কোথাও টেনিস ক্রিকেটে

পুরস্কার দিচ্ছেন। ঘটনাচক্রে এসব ক্ষেত্রে তিনি

টিসিএ-র সভাপতির পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছেন। কিশোর

কুমার দাস টিসিএ-র যুগ্মসচিব। তিনি নাকি টিসিএ-র

উপদেস্তা টুর্নামেন্ট কমিটির কনভেনার উত্তম

চৌধুরী-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে টিসিএ-র একজন

ক্রিকেটারও টেনিস খেলতে না পারে। আর কিশোর

দাসের নির্দেশে উত্তম চৌধুরী, রাজেশ বণিক-রা

অসময়ে অনুধর্ব ২৫ ক্রিকেটের ক্যাম্পের উদ্যোগ নেন।

●এরপর দুইয়ের পাতায়

আর নির্বাচিত সচিব

হেনস্তায় নী

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, পেছনের সারিতে সরিয়ে দিতে হলে রেফারিকে মাঠেই দেখা যায় না। ফুটবল প্রেমের কারণে এবং

হয়নি। প্রথমার্ধে গোল শুন্যভাবে ম্যাচ শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য ঝাঁপায় এগিয়ে চল সংঘ। অন্যদিকে, পুলিশ বাহিনী মূলতঃ কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল খেললো। দীর্ঘ ৭৩ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে চল সংঘকে আটকে দিতে সক্ষম হয় পুলিশ। এরপর আর পারেনি। জেবেদিয়া ডার্লং ম্যাচের ৭৩ মিনিটে এগিয়ে চল সংঘকে এগিয়ে দেয়। এরপর ম্যাচে সমতা নিয়ে আসার জন্য পুলিশ বাহিনী অনেক আক্রমণাত্মক হয়। সাগর, বিনোদ-র পাশাপাশি বাদলও ওভারল্যাপিং-এ বার বার আক্রমণে উঠে আসে। কিছু সুযোগও তৈরি হয়। তবে গোল করতে পারেনি। ফলে নামমাত্র গোলে ম্যাচটি জিতে নিলো এগিয়ে চল সংঘ। রেফারি শিবজ্যোতি চক্রবর্তী পুলিশের বাস্গোয়া ডার্লং, অনুপ এমএল, সাগর দাস, বিক্রম কিশোর জমাতিয়া এবং এগিয়ে চল সংঘের কর্ণ কলই-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

রঞ্জি ট্রফি শুরু ১০ ফেব্রুয়ারি, ইডেনে হবে প্লেট গ্রুপের ম্যাচ

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। দু'বছর পর অবশেষে ফিরছে রঞ্জি ট্রফি। বৃহস্পতিবার সরকারি ভাবে ঘোষণা হয়ে গেল। আগের ঘোষণা মতোই দুই পর্বে আয়োজন করা হবে রঞ্জি টুফি। প্রথম পর্ব শুরু হচ্ছে ১০ ফেব্রুয়ারি। শেষ হবে ১৫ মার্চ। দ্বিতীয় পর্ব ৩০ মে থেকে শুরু হয়ে চলবে ২৬ জুন পর্যন্ত। মোট ৩৮টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। এলিট গ্রুপে থাকা ৩২টি দলকে আটটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। প্লেট গ্রুপে থাকবে ছ'টি দল। খেলার সূচিও প্রকাশ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার। এলিট গ্রুপের প্রত্যেকটি দল তিনটি করে ম্যাচ খেলবে। একটি বাদে বাকি গ্রুপগুলি থেকে সর্বেচ্চি পয়েন্ট পাওয়া দল কোয়ার্টার ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করবে। এ ছাডা প্লেট গ্রুপে সবার উপরে শেষ করা দল এবং

●এরপর তিনের পাতায়

প্রদান করেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যদের মম্বই সিটির সঙ্গে ড্র করল এটিকে

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। ডার্বি জয়ের পরের ম্যাচে ড্র করল এটিকে মোহনবাগান। তাও আবার শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে। যে মুম্বই সিটি এফসি আইএসএলের ইতিহাসে চিরকাল বেগ দিয়ে এসেছে সবুজ-মেরুনকে। আগের সাক্ষাতেই মুম্বইয়ের কাছে পাঁচ গোল হজম করতে হয়েছিল এটিকে মোহনবাগানকে। সেই ম্যাচের পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। আস্তোনিও হাবাসের পরিবর্তে এটিকে মোহনবাগানের রিমোট কন্টোল হাতে নেন জুয়ান ফেরান্দো। বৃহস্পতিবার অবশ্য দু' দলের খেলা ঢলে পড়ল ড্রয়ের কোলে। এটিকে মোহনবাগান প্রথমে গোল করে এগিয়ে গিয়েও গোল ধরে রাখতে পারল না। গোলের সুযোগও তৈরি করেছিল এটিকে মোহনবাগান। সুযোগের সদ্যবহার করতে পারেনি জুয়ান ফেরান্দোর দল। খেলার ৯

●এরপর তিনের পাতায়

চলতি মাসে কুশল ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব ওপেন টেনিস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ তারিখ ঘোষণা করেছে। টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ককে **ফ্রেক্সারিঃ** দেরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত ঘরোয়া ক্রিকেট লেখা চিঠিতে সচিব এই প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। করোনা শুরু করতে চলেছে টিসিএ। অবশ্য এক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ার কারণে দুই ধাপে রঞ্জি ট্রফি দাবিদার সচিব তিমির চন্দ। টিসিএ-র উপদেষ্টা কমিটির অনুষ্ঠিত করবে বিসিসিআই। এই ঘোষণা দেওয়া আহ্বায়ককে তিনি জানিয়েছেন, যাতে দ্রুত ঘরোয়া। হয়েছে বোর্ডের তরফে। এক্ষেত্রে টিসিএ-ও পিছিয়ে ক্রিকেট শুরুর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া থাকতে পারে না। সমস্ত ধরনের করোনা বিধি মেনে হয়। ২০২০-২১ মরশুম করোনার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেট বাজ্য জুড়ে ঘরোয়া প্রতিযোগিতা শুরু এবং শেষ করার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল। চলতি মরশুমে পরিস্থিতি জন্য গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। বৃষ্টির মরশুম শুরু ইতিবাচক হলেও এই ব্যাপারে টিসিএ-র তরফে কোন হওয়ার আগেই যাতে ঘরোয়া ক্রিকেট শেষ করা হয় উদ্যোগ দেখা যায়নি। শুধু তাই নয়, সচিব অপসারণ এই বিষয়টাও নিশ্চিত করতে বলেছেন সচিব। এর সংক্রান্ত বিষয়ে অবাঞ্ছিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে জন্য টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ককে প্রয়োজনীয় সভাপতি এবং যুগ্মসচিব।ক্রিকেটপ্রেমীদের দাবি, এসব স্পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। এর পরই রাজ্যের করতে গিয়ে টিসিএ-র মূল উদ্দেশ্য থেকেই তারা ক্রিকেটাররা উৎসাহী হয়ে উঠেছে। এই বছর শুধুমাত্র বিচ্যুত হয়। তারা দায়িত্বে এসেছিল ক্রিকেট এবং অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব কিছু ঠিক ক্রিকেটারদের স্বার্থ রক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য। বাস্তবে থাকলে চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ঘরোয়া ক্রিকেট দেখা গেলো, তারা চলছে উল্টো রাস্তায়। যেখানে শুরু হবে।শুধু তাই নয়, রাজ্য জুড়েই ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিটি পদে পদে বিঘ্নিত হয়েছে ক্রিকেট এবং শুরুকরার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর ক্রিকেটারদের স্বার্থ। টানা দুই বছর ঘরোয়া ক্রিকেট মাসে যুগ্মসচিব এক অফিস অর্ডারে গোটা রাজ্য জুড়ে বন্ধ থাকলে দেশিয় ক্রিকেট মুখথুবড়ে পড়বে।বিষয়টা টিসিএ-র অনুমতি ছাড়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু বুঝতে পেরেছে বিসিসিআই। তাই গত বছর করোনার করা যাবে না বলে জানিয়েছিলেন। বর্তমানে সচিবের জন্য ঘরোয়া ক্রিকেট অনুষ্ঠিত না হলেও এবার শুরু দায়িত্বে ফিরে আসার পর এটা স্পষ্ট যে, এবার রাজ্য থেকেই অত্যস্ত ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে মাঠে নেমেছে জুড়েই শুরু হবে ঘরোয়া ক্রিকেট। স্বভাবতই গোটা

তারা। রঞ্জি ট্রফি একবার স্থগিত হলেও পুনরায় নতুন রাজ্যের ক্রিকেটাররা এই সংবাদে খুব উৎফুল্ল।





রয়েছে। সচিব তিমির চন্দ চাইছেন, উত্তর জেলা এবং ঊনকোটি জেলা থেকে আরও বেশি পরিমাণে ক্রিকেটার উঠে আসক। এই লক্ষ্যে মাঠ সহ অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপর এখন জোর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তিমির চন্দ। সচিব হিসাবে রাজ্য

কোচ। দেরাদুনের বিখ্যাত অভিমন্য ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেও কাজ করেছেন। এবার রাজ্য ক্রিকেটের উন্নতির লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পডেছেন। খব দ্রুতই ধর্মনগরের এই মাঠে ক্রিকেট শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। শুধ ধর্মনগর নয়, রাজ্যের প্রতিটি মহকমাতেই আধনিক পিচ সম্বলিত ক্রিকেটের সেবা করাই তার লক্ষ্য। মাঠ তৈরি করার উপর জোর দেওয়া এমনিতে তিনি একজন লেভেল-বি হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিমির।

শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় পরি

অর্থানুকূল্যে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাস থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে এই মহাবিদ্যালয়ের পঠনপাঠন শুরু হয়েছিল। বর্তমানে এই মহাবিদ্যালয়টি ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অনুমোদিত এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীডা দফতরের তত্তাবধানে চলছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির শারীর শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে এই মহাবিদ্যালয়টি কাজ করে চলেছে। বর্তমানে এই মহাবিদ্যালয়ে দুটি কোর্স চাল আছে। একটি ৬০ আসন বিশিষ্ট দশ মাসের বি পি এড কোর্স এবং অপরটি ৩০ আসন বিশিষ্ট ছয় মাসের সি পি এড কোর্স। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ●এরপর দুইয়ের পাতায়



নো ক্যাম্প নো ফিটনেস টেস্ট মোহনবাগান

মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলেছেন,

এরাজ্যে 'অতিথি দেব ভব।' বিশেষ

করে পুর ভোটের আগে তৃণমূল

কংগ্রেস যখন রাজ্য সরকার এবং

রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে বঙ্গ

থেকে আগত নেতাদের বিরুদ্ধে

বিভিন্ন হামলা, মামলার অভিযোগ

তুলেছিল তখন মুখ্যমন্ত্ৰী

বলেছিলেন, ত্রিপুরার মানুষ 'অতিথি

দেব ভব'তে বিশ্বাসী। ত্রিপুরা

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের

সভাপতি পদে আছেন খোদ রাজ্যের

শাসক দলের সভাপতি মানিক সাহা।

টিসিএ-র ভূমিকাও যেন ওই

'অতিথি দেব ভব।' আগামী ১৬

ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বহু

প্রত্যাশিত রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটের

আসর। বিসিসিআই ইতিমধ্যে

টিসিএ-র 'অতিথি দেব ভব' স্ক্রিমে পবন-রা কি সরাসরি রঞ্জি দলে ?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, জানিয়ে দিয়েছে যে, প্রতিটি দলকে রঞ্জি ট্রফি খেলেনি। এছাড়া দুই

আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের ১০ ফেব্রুয়ারি রিপোর্ট করতে হবে। ১৩ তারিখ পর্যস্ত নিভৃতবাস। ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি প্র্যাকটিস। এবার ত্রিপুরা বেশ শক্ত গ্রুপে। ত্রিপুরার গ্রুপে রয়েছে পাঞ্জাব, হিমাচল, সার্ভিসেস। হিমাচল কিন্তু এবারের সিনিয়র একদিনের ক্রিকেটে (বিজয় হাজারে) চ্যাম্পিয়ন। হিমাচলের কোচ ত্রিপুরার প্রাক্তন কোচ অনুজ দাস। এছাড়া ত্রিপুরার গ্রুপে রয়েছে পাঞ্জাব, সার্ভিসেস। জাতীয় সিনিয়র ক্রিকেটে এরা ভালো অবস্থানে। এই সময় যখন ত্রিপুরা দলের একটা জবরদস্ত প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল তখন দেখা গেলো তিন অতিথি ক্রিকেটার, অতিথি চিফ কোচ সহ অন্য অতিথি সাপোর্টিং স্টাফরা

বছর ধরে বন্ধ ক্লাব ক্রিকেট। ফলে ত্রিপুরার ম্যাচ খেলা বলতে একদিনের ও টি-২০ ক্রিকেট। রঞ্জি টুফি কিন্তু চারদিনের। এখানে লাল বলে খেলা। একদিনের ক্রিকেট, টি-২০ ক্রিকেটের সাথে চারদিনের রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটের চরিত্র পুরোপুরি আলাদা। কিন্তু ঘটনা হচেছ, ত্রিপুরার তিন পেশাদার ক্রিকেটার এবং চিফ কোচের দেখা নেই। যদিও ত্রিপুরার ছেলেদের ফিটনেস ক্যাম্প, ট্রেনিং ক্যাম্প এবং প্র্যাকটিস ম্যাচে সময় দিতে হচ্ছে। তবে ঘটনা হচ্ছে, ত্রিপুরার দল গঠনের জন্য ক্যাম্পে ২২ জনের নামের যে তালিকা টিসিএ ঘোষণা করেছে তাতে কিন্তু তিন পেশাদার নিখোঁজ। ত্রিপুরা দল গত বছর ●এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ৩ ফব্রুয়ারি ঃ সিনিয়র লিগের প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই বিশাল প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হচ্ছে রেফারিদের।অশ্রাব্য গালাগাল, ঢিল ছোঁড়া, শরীরে হাত দেওয়ার মতো বেআইনি ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে কিছু অ-ফুটবলপ্রেমী দর্শক। অথচ টিএফএ এই ব্যাপারে একেবারে নীরব ভূমিকায়। রেফারিদের

নিরাপত্তা দেওয়া টিএফএ-র প্রধান কাজ। বাস্তবে দেখা যাচেছ, রেফারিরা প্রতিটি ম্যাচে হেনস্তার শিকার হলেও টিএফএ এই ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। অভিযোগের আঙুল টিআরএ-র দিকেও। তারাও রেফারিদের সুরক্ষায় কি করছে এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্ব জুড়েই ফুটবল পরাজিত দল রেফারির দিকে আঙুল তুলে। এটাই স্বাভাবিক। নিজের দলের খারাপ পারফরম্যান্সকে

রেফারিকে টার্গেট করো। এটাই হলো সহজ পস্থা। তাই কয়েকটি ক্লাবের কর্মকর্তাদের প্রচ্ছন্ন মদতে কিছু উগ্ৰ সমৰ্থক প্ৰতিদিনই উমাকান্ত মাঠে ভিড় জমায়। শুরু থেকে শেষ রেফারিদের তারা অশ্রাব্য গালাগালে ভরিয়ে দেয়। ম্যাচের ফলাফল তাদের পক্ষে না গেলে ম্যাচের শেষে শুরু হয় আরও তাণ্ডব। পুলিশ প্রহরায় রেফারিদের মাঠ ছাড়তে হয়। করোনার কারণে দুই বছর পর ঘরোয়া ফুটবল শুরু হয়েছে। মাঝে একটা বছর সমস্ত ফুটবল সংক্রান্ত কার্যকলাপ বন্ধ ছিল। আশা ছিল, ফুটবল দেখার এই সুযোগটা ভরপুরভাবে নেবে দর্শকরা। মাঠে বিরাজ করবে শান্তি এবং ক্রীড়াসুলভ মানসিকতা। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে তার উল্টোটা। এমনিতেই অভ্যন্তরীণ সমস্যায়

জর্জরিত টিআরএ। অনেক সিনিয়র

টিআরএ-র বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পর একদিনের জন্যও তাদের মাঠে দেখা যায়নি। সমস্যাটা কি তা ভালো জানে টিআরএ। কিন্তু ফুটবলপ্রেমীদের বক্তব্য হলো, যেসব রেফারিরা হাজারো সমস্যা সত্ত্বেও টিআরএ-র অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে ম্যাচ পরিচালনা করছে তাদের কেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে না টিআরএ? টিএফএ-ও অতীতে এই ব্যাপারে কোন ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। বর্তমানেও একই ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। টিআরএ-র তরফে টিএফএ-কে এই ব্যাপারে জানানো হলেও টিএফএ কিছুই করছে না। ম্যাচ পিছু যে পরিমাণ অর্থ রেফারিদের দেয় তা খুবই নগণ্য। রাজ্য জুড়ে যেসব প্রাইজমানি ফুটবল হয় সেই সব ম্যাচ পরিচালনা করেও অনেক বেশি অর্থ

পায় রেফারিরা। শুধুমাত্র নিজেদের

আগরতলার ফুটবলকে টিকিয়ে রাখতে এই সামান্য অর্থের বিনিময়েও ম্যাচ পরিচালনা করে। মাঠকে কলুষিত করে চলেছে। করে চলেছে। আজ থেকে প্রায় ম্যানেজ করার অভিযোগ উঠেছিল। পড়েছিল রেফারিদের উপর। নিরাপত্তা প্রদান করার ক্ষেত্রে। চলতি ●এরপর দুইয়ের পাতায়

অথচ দুর্ভাগ্য, কয়েকটি ক্লাব বরাবরের মতো এবারও ফুটবল শুধুমাত্র উগ্র সমর্থকদের দায়ী করে কোন লাভ নেই। কর্মকর্তাদের প্রচ্ছন্ন মদতেই তারা এই ধরনের আচরণ সাড়ে আট বছর আগে উমাকান্ত মাঠে রেফারি নিগ্রহের কথা নিশ্চয় কেউ ভূলে যায়নি। শহরের এক বনেদি ক্লাবের বিরুদ্ধে রেফারিদের প্রতিপক্ষ দল ম্যাচ হেরে যাওয়ার পর তাই তীব্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পুলিশেরও সাধ্য হয়নি রেফারিদের

মিনিটে এগিয়ে যায় এটিকে

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, বরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

''স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা' Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur 9436940366

লরির চাকায় পিষ্ট যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **তেলিয়ামুড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি।।** লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু যুবকের। বৃহস্পতিবার ভোরে মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন ৪৫মাইল এলাকায় জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা। খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে



আসে। তারা লরির চাকায় পিষ্ট সাহিল কুমারকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিন ভোরে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীদের কাছে খবর আসে ৪৫মাইল এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান জেকে০২সিজে৯৯৫৫ নম্বরের আলু বোঝাই লরির সহ-চালক সাহিল কুমার কয়লা বোঝাই লরির চাকার নিচে পড়ে গেছেন। এইচপি৬৪বি৩৭৫১ নম্বরের কয়লা বোঝাই লরির নিচে চাপা পড়ে ওই যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বহির্রাজ্য থেকে আলু নিয়ে আগরতলার উদ্দেশে আসছিল জেকে০২সিজে৯৯৫৫ নম্বরের লরিটি। ৪৫মাইল এলাকায় আসার

এরপর দুইয়ের পাতায় জাতীয় সড়কে মৃত প্রবীণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মনু, ৩ ফেব্রুয়ারি ।। জাতীয় সড়ক প্রত্যেকদিন রক্তে লাল হয়ে উঠছে। যান সন্ত্রাসে আবারও জাতীয় সড়কে এক প্রবীণের রক্তে লাল হয়ে উঠে বৃহস্পতিবার রাতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই প্রবীণের। তার নাম জয়চাঁদ রায় (৬৫)। তার বাড়ি মনু থানাধীন বন অফিসের কাছে।জানা গেছে, জয়চাঁদ রাত ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ জাতীয় সড়ক দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় একটি গাড়ি তাকে রাস্তায় পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মনু হাসপাতাল নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রসঙ্গত, প্রত্যেকদিন জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনা লেগে রয়েছে। যান সন্ত্রাসে ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। এত সবের পরও জাতীয় সড়কের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসন কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা গ্রহন করছে না বলে অভিযোগ। খুন থেকে যানসন্ত্রাসের মৃত্যু রাজ্যে বেড়ে চলেছে।

কয়েক লক্ষাধিক টাকা, প্রচুর নেশা

সামগ্রী-সহ গ্রেফতার মা ও ছেলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ ফেব্রুয়ারি।। কয়েক লক্ষাধিক

টাকা, প্রচুর নেশা সামগ্রী-সহ মা ও ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তারা নেশার ব্যবসা করছে। এ ঘটনায় আরও

এক যুবককেও আটক করেছে আরকেপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার

রাতে রাজারবাগ মধ্যপাড়ার ডলি নন্দীর বাড়িতে হানা দেয়

এলাকাবাসী। পরবর্তী সময় আরকেপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে

আসে। এলাকাবাসী ওই বাড়ি ঘেরাও করার পর পুলিশ তাদের ঘর

তল্লাশি করে। তখনই উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী। পুলিশ

সূত্রে জানা গেছে, ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট

উদ্ধার হয়েছে ভাড়াটিয়া বাপন দাসের ঘর থেকে। এছাড়া তার ঘরে

নগদ ৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বাপন

দাসের মা শিখা দাসকেও আটক করা হয়েছে। এলাকাবাসী জানান,

অনেক দিন ধরেই পুলিশকে খবর দেওয়ার পরও তারা ওই বাড়িতে

হানা দেয়নি। এদিন এলাকাবাসী বাধ্য হয়ে বাড়ি ঘেরাও করে। পুলিশ

কোন ব্যবস্থা নিচ্ছিল না বলেই ক্ষেপে যান নাগরিকরা। এই ঘটনাকে

কেন্দ্র করে এদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠে মধ্যপাড়া এলাকা। এখন প্রশ্ন উঠছে,

বাপন দাস ও শিখা দাসের সাথে আর কারা এই কারবারের সাথে জড়িত ?

পুলিশ তাদেরকে জেরা করে সেই রাঘববোয়ালদের শনাক্ত করবে কিনা?

এখনও মিলেনি ১৩ মাসের বেতন, ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পুলিশ কর্মী। বছরে বাড়তি এই আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বেতন পাওয়ার জন্য আগে থেকে পুলিশের কনস্টেবল থেকে সাব আসায় থাকেন পুলিশের কনস্টেবল ইন্সপেকটর পর্যন্ত কর্মীরা ১৩ থেকে সাব ইন্সেপকটর পর্যন্ত কর্মীরা। এনিয়েই ক্ষোভ বাড়ছে মাসের বেতন পান। সারা বছরের ছুটিগুলির বিনিময়ে তাদের এক পুলিশের নিচুস্তরের কর্মীদের মধ্যে। মাসের বেতন দেওয়া হয়। পুজোর এমনিতেই অ্যাডহক পদোন্নতির দিনগুলিতেও পুলিশ কাজে থাকেন। ক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এটা দয়ার দান নয়। বাড়তি কাজ টিপিএস গ্রেড ওয়ান থেকে শুরু করেই তারা প্রায় এক মাসের বেতন করে সাব ইন্সপেকটর পর্যন্ত পুলিশ বেশি পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই এক কর্মীরা যথা সময়ে অ্যাডহক মাসের বেতন সঠিক সময়ে দেওয়া পদোন্নতি পেয়ে গেছেন। কিন্তু হচ্ছে না। এমনকী জানুয়ারি শেষ কনস্টেবল থেকে এএসআই পর্যন্ত হয়ে ফেব্রুয়ারি মাস চলে এলেও নিচুস্তরের কর্মীরা অ্যাডহক অধিকাংশ পুলিশ কর্মী ১৩ মাসের পদোন্নতি এখনও হয়নি। কবে বেতন পাননি। পশ্চিম জেলার নাগাদ হবে তা নিয়েও কিছু বলতে পুলিশ কর্মীরা সবচেয়ে বেশি পারছেন না পুলিশ আধিকারিকরা। বঞ্চিত। এমনিতেই বাড়তি বেতন এমনকী সদর দফতর থেকে কোনও বক্তব্য নেই। জানা গেছে, ১৩ দেওয়ার নাম করে সবার টাকা কাটা মাসের বেতনটি প্রত্যেক বছর যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে বেতনও পাচেছন না। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই পুলিশ জানুয়ারি মাসের বেতনই অধিকাংশ কর্মীদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায়। এই পুলিশ কমীরা বৃহস্পতিবার বছর ১৩ মাসের বেতন পাওয়ার পেয়েছেন। অধিকাংশ ঘটনা হয়েছে তারিখ এক মাস পেরিয়ে গেছে। পশ্চিম জেলায়। এর উপর আবার এখনও নিশ্চিত নন পুলিশ কর্মীরা ১৩মাসের বেতন মিলেনি। কবে এই টাকা পাবেন। এর মধ্যে চলতি মাসের বেতনও দু'দিন পরে অন্ততপক্ষে ৭ থেকে ৮ হাজার

পেয়েছেন। পুলিশ দফতরের একটি সূত্রের খবর, মিনিস্টারিয়াল স্টাফদের জন্য এই দেরি হচ্ছে। বেতন করতে জানুয়ারিতে মিনিস্টারিয়াল স্টাফরা দেরি করে ফেলেছেন। করোনা অতিমারির জন্য ৫০ শতাংশ কর্মীদের উপস্থিত থাকার সরকারি নির্দেশিকা ঘিরে শেষ সপ্তাহে ঠিকভাবে কাজ হয়নি। মূলতঃ এই কারণে বেতন পেতে সমস্যা হয়েছে পুলিশের নিচুস্তরের কর্মীদের। এসব কারণে তাদের ক্ষোভ বাডছে। যাদের কারণে এমন দেরি হচ্ছে এসব ঘটনার তদন্তেরও দাবি উঠেছে। এমনিতেই পুলিশের অ্যাকাউন্টসের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের গাফিলতির কারণে ফেব্রুয়ারি মাসে বেশিরভাগ পুলিশ কর্মীর বেতন থেকে টাকা কাটা যাচ্ছে। অডিটে ভুল ধরার পরও এই কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সব মিলিয়ে ক্ষুব্ব নিচুস্তরের পুলিশ কর্মীরা।পুলিশের নিচুস্তরের কর্মীদের সংগঠন করার অধিকার নেই। যে কারণে তারা ক্ষোভের কথাও সরকারের কাছে নিয়ে যেতে পারছেন না বলে জানা গেছে।

শ্রমিক আন্দোলন ঠেকাতে শৌচাগারে তালা ঝুলাল আইসিএআর কর্তৃপক্ষ

ফেব্রুয়ারি।। অমানবিক! গত ১০ দিন যাবত লেম্বুছড়াস্থিত ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্রে শ্রমিক আন্দোলনকে ঠেকাতে কর্তৃপক্ষ এবারে শৌচালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিল বৃহস্পতিবার। দীর্ঘ ২০ থেকে ২৫ বছর যাবত কাজ করার পর সম্প্রতি দফতর তাদের ঠিকেদারের হাতে তুলে দিতে চলছে। এরই প্রতিবাদে গত ১০দিন যাবত কর্মবিরতিতে রয়েছেন শতাধিক পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক। বৃহস্পতিবার সকালে দেখা যায় অফিসের শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য যে শৌচালয়টি রয়েছে তাতে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মূলত মহিলা শ্রমিকদের শায়েস্তা করতেই এই নিদান কর্তৃপক্ষের। শুধু এখানেই নয় শহর থেকে। লেম্বুছড়া যাওয়ার জন্য দফতরের যে বাসটি রয়েছে তার চালক, কন্ডাক্টারকেও এই আন্দোলনরত শ্রমিকদের গাড়িতে না তুলতে কড়া হুঁশিয়ারি জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। আন্দোলনরত শ্রমিকদের ঠেকাতে এই ধরনের অমানবিক আচরণ সম্প্রতি দেখা যায়নি। লেম্বছড়া কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্র যা আইসিএআর অফিস বলে পরিচিত তাতে প্রায় দেড় শতাধিক শ্রমিক রয়েছে, যারা দীর্ঘ ২০ থেকে ২৫ বছর হাজিরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। গোটা দেশ জুড়ে সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের যে ঝোঁক শুরু হয়েছে তা থেকে বাদ যায়নি আইসিএআর। সম্প্রতি শ্রমিকদের ডেকে নিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এখন থেকে তাদের বেতন ভাতার বিষয়ে ঠিকেদারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু তারা ঠিকেদারের অধীনে কাজ করতে নারাজ। দফতরের অধীনেই কাজ করার দাবিতে গত ১০দিন যাবত কর্মবিরতি পালন করছিলেন শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার সকালে গিয়ে দেখা যায় মহিলা শ্রমিকদের ব্যবহারের শৌচাগারটি তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, শহরে যাতায়াতের বাসগাড়ির দিয়ে রেখেছে কর্তৃপক্ষ। এই ধরনের অমানবিক করছে শ্রমিকরা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩



আচরণে হতবাক হয়ে পড়েন শ্রমিকরা। যদিও এতে বিন্দুমাত্র উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। বৃহস্পতিবারও যথারীতি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত টানা কর্মবিরতি পালন করেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের ঠিকেদারের হাতে ঠেলে দিতে অফিসের আধিকারিকদের এত আগ্রহ কেন, তা এখনও বুঝা যাচ্ছে না। লেম্বুছড়া আইসিএআর অফিসের প্রধান বিশ্বজিৎ দাস এই বিষয়ে অনেক আগেই হাত তুলে নিয়েছেন। অফিস সূত্রে খবর, জনৈকা মহিলা আধিকারিকের কুটিল মস্তিষ্কপ্রসূত এই বুদ্ধি খাটিয়ে আপাতত শৌচাগার বন্ধ করে মহিলা শ্রমিকদের ঠেকানোর চেস্টা শুরু হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের ঠিকেদারের হাতে তুলে দিতে অফিসের কর্মচারীদের এত আগ্রহ কেন তা এখনও পরিষ্কার না। এদিকে, শুক্রবার আন্দোলনের চালককেও শ্রমিকদের গাড়িতে না তুলতে হুঁশিয়ারি ১১তম দিন থেকে আন্দোলনকে আরও তেজি করার চিস্তা এরপর দুইয়ের পাতায়

হারানো বিজ্ঞপ্তি

সাব্রুম থেকে বাইখোড়া যাওয়ার পথে আমার একটি LIC Bond Certificate (Policy No. 492094147 (Saptam Das) হারানো গিয়েছে কোন হৃদয়বান ব্যক্তি যদি পেয়ে থাকেন, তবে

8471898289 নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

GRAMMAR & SPOKEN

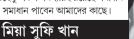
ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

— ঃ যোগাযোগ করুন ঃ— Mob - 9863451923

8837086099

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধা সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।



যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শক্রদমন, সস্তানের চিস্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি দমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সস্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্ কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

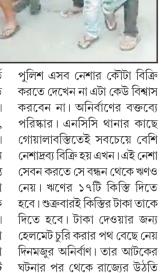
হেরোইন-সহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ছৈলেংটা, ৩ ফব্রুয়ারি।। এডিসির গ্রামগুলিতে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছেন একাংশ যুবক। তাদের কাছে ব্রাউন সুগার, হেরোইনের মতো নেশা দ্রব্য পৌছে দিচ্ছে একদল নেশা কারবারি। এমনই একজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছেন লংতরাইভ্যালির এসডিপিও'র নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী। গ্রেফতার করা হয় ছৈলেংটা থানার বাগানবাড়ি এলাকার বাসিন্দা শুভম চাকমাকে। তার কাছ থেকে ৪.১০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। অভিযানে লংতরাইভ্যালির ডেপুটি কালেকটরও ছিলেন। রাজ্য পুলিশের এআইজি (আইন-শৃঙ্খলা) এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে। তিনি আরও জানান, মাস্ক ব্যবহার না করায় পুলিশ করোনা বিধি অনুযায়ী জরিমানা করে যাচ্ছে বৃহস্পতিবার ১৭ হাজার ১০০

হেলমেট চোরকে পিটিয়ে বীরত্ব উৎসাহীদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।। বড় চোরদের বিরুদ্ধে মুখ বুঝে থাকা কিছু অতি উৎসাহী যুবক গণধোলাই দিলো হেলমেট চোরকে। হাত বেঁধে রাধানগর মোটরস্ট্যান্ডে ঢুকিয়ে গণপিটুনি দেওয়া হয় হেলমেট চুরি করতে আসা যুবককে। পরে আবার পুলিশের হাতেও তুলে দেওয়া হয়। এই যুবকের নাম অনির্বাণ আচার্য। জিবির জগৎপুর এলাকায় তার বাড়ি। মূলতঃ বন্ধনের ঋণের কিস্তির টাকা জোগার করতেই হেলমেট চুরি করতে গিয়েছিল অনির্বাণ। গণধোলাই খাওয়ার সময় বারবার হাতজোড় করে এই কথা বলে গেছেন। আবার স্থানীয়দের কয়েকজনের বক্তব্য, নেশার কৌটা কিনতে চুরি করতে এসেছিল অনির্বাণ। উৎসাহী যুবকরা এতটাই অনিৰ্বাণকে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন যেন বিরাট বড় চোর অথবা খুনিকে ধরে ফেলেছেন। যে যার মতো মারধর করতে শুরু করে দেয়। যেন নিজেরাই প্রকাশ্যে বিচার করে নেবেন। পুলিশ, আদালতের কোনও দরকার নেই। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে রাধানগর মোটরস্যান্ডেই এই ঘটনা। মোটরস্ট্যান্ডের ভেতরে একটি বাইকে রাখা হেলমেট চুরি করে পালানোর সময় হাতেনাতে ধরা





পরিষ্কার। নেশায় আসক্ত হয়ে এরপর দুইয়ের পাতায়

বয়সের যুবকরা নেশায় আসক্ত হয়ে

কি ধরনের অপরাধ করছে তা

ডায়ালোসসের অভাবে মরছে রোগী, ডেপু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারি।।** জিবিপি ডায়ালেসিস পরিষেবা নিয়ে ফের বিক্ষোভ দেখালেন রোগীর পরিজনরা। ডায়ালেসিস পরিষেবা স্বাভাবিক করতে হাসপাতালের সূপারের কাছে দাবি সনদও পেশ করা হয়েছে। রোগীর আত্মীয়রা মিলে দ্রুত সমস্যা সমাধান করতে দাবি করেছেন। রাজ্যের প্রধান হাসপাতালেই ডায়ালেসিস নিয়ে এই করুণ চিত্র ঘিরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তথাকথিত উন্নয়ন নিয়ে আবারও উ रिकटि । अपनकी ডায়ালেসিসের অভাবে শ্বাসকষ্টের রোগী এবং করোনা সংক্রমিতদের মৃত্যুর সংখ্যা বাড় ছে বলেও

টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

লোক চাই একটি মৎস্য খাদ্য কোম্পানির সেল এবং মার্কেটিং-এর জন্য আগরতলা নিবাসী মাধ্যমিক, উ চচ মাধ্যমিক পাশ বাইক জানা লোক চাই। Contact- 8131958198

অভিযোগ তুলেছেন রোগীর পরিজনরা। এসব মন্তব্য নিয়ে অবশ্য হাসপাতাল কর্তৃ পক্ষের কোনও বক্তব্য নেই। এমনকী মহাকরণে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে থাকা আধিকারিকরাও ডায়ালেসিস পরিষেবা নিয়ে সেই অর্থে চেস্টা করছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। বিরোধী দলগুলিও গুরুত্বপূর্ণ এই পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ দেখাচ্ছে না। এই সুযোগে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা না পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন অনেকে। এই ধরনের অভিযোগ এদিনও তোলা হয়েছে রোগীর পরিজনদের পক্ষ থেকে। তারা জানিয়েছেন, জিবিপি হাসপাতালে ডায়ালেসিসের রোগীর সংখ্যা

ড্রাইভার চাই চার চাকা মাল গাড়ি চালানোর জন্য পরিশ্রমী ড্রাইভার চাই। ফার্নিচার দোকানের গাড়ি, বেতন 12,000 - এর মধ্যে।

—ঃযোগোযাগঃ— 9774190082 আগরতলা, বড়দোয়ালী।

RESIDENTIAL STUDY CENTRE FIRST TIME IN TRIPURA

aadhyan Residential Study Centre

For NEET I IIT-JEE I BOARD

Guided by Faculties of KOTA, KOLKATA & AGARTALA

SCHOOL I COACHING I HOSTEL

•LIMITED SEATS •REGISTRATION STARTED • LAST DATE OF REGISTRATION: 21 MARCH 2022 SCHOLARSHIP AVAILABLE FOR

MERITORIOUS BPL I ST I SC STUDENT Address: Joynagar, Agartala Mob: 9362720189

BEST ONLINE LEARNING APP NEET I IIT-JEE I FOUNDATION aadhyan

aadhyan Digital www.aadhyan.net

বংশেষ দ্রপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

বাড়ছে।ভর্তি রোগীরা প্রত্যেকদিনই ডায়ালেসিস নিতে আসছেন। এছাড়াও হাসপাতালে ভর্তি না থেকে অনেকেই ডায়ালেসিস নিতে আসেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ডায়ালেসিস যোজনায় জিবিপি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে বিনামূল্যে ডায়ালেসিস পরিষেবা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল সরকার। ঘোষণার পর বাস্তবের সঙ্গে অনেকটাই অমিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। রোগীর পরিজনরা জানান, জিবিপি হাসপাতালে ১০টি ডায়ালোসস মোশন রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি কাজ করে না। ৫টি মেশিন দিয়ে পরিষেবা সবাইকে ঠিকভাবে

করোনার রোগী আসলে ডায়ালেসিসের মেশিন আলাদাভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়। আগে সপ্তাহে দুইবার ডায়ালেসিস দেওয়া হতো। কখনো তিনবারের জায়গায় দুইবার ডায়ালেসিস দেওয়া সম্ভব হতো। এখন সপ্তাহে একবারের বেশি দেওয়া হয় না। যে কারণে ডায়ালেসিস না পেয়ে রোগীদের অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। অনেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পডছেন। এদিন এক মহিলা জানান, তার রোগী অজয় কমার নাথকে নিয়ে ডায়ালেসিস দিতে এসেছেন। কিন্তু



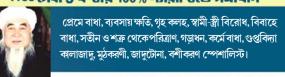
NIOS / COMPUTER / SPOKEN ENGLISH যেসব ছাত্রছাত্রী ও চাকুরীজীবীরা VIII পাশ বা মাধ্যমিক

উচ্চমাধ্যমিক ফেল তারা NIOS Open Board থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এবং ছোট বড়দের Short Time ও Long time Computer, Spoken English কোর্সে

Contact - Popular Computer Academy Joynagar Busstand, Agartala, West Tripura Ph: 7005605004 / 9774349322

ट्यन रेटिया अत्रन छालि

Free (त्रवा 3 च'ठांग्र 100% गात्रान्टिट्ट त्रद्राधान



घात वात्र A to Z अञ्चात्रात अञ्चाधान যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে বাবা আমিল সুফি একবার অবশাই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান





